মুদ্রা-রাক্ষস।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১৩০৭ সাল।

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

রসের প্রসঙ্গ মাত্র নাই—এবং পাত্রগণে
ও দুই জন প্রতীহারী—ইহা ব্যতীত আর
ইহা সত্ত্বেও, পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহ
পারিয়াছেন, ইহা কবির কম ক্ষমতার
চরিত্রও অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে
রাক্ষসের চরিত্র-বৈসাদৃশ্য অতীব পরিস্ফুট
এরূপ ধরণের নাটক শুধু সংস্কৃত-সাহিত্যে
বিরল।

গোড়ার কথা।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে মহানন্দ মগধের রাজা ছিলেন। শকটার নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা মহানন্দ শকটারকে একবার কারাবদ্ধ করেন। সেই অবধি শকটার প্রতি-শোধ লইবার মানসে নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ একান্তমনে কুশমূল উন্মূলিত করিয়া তক্র ঢালিয়া দিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন ;—"কিয়দ্দিন হইল এই পথে বিবাহ করিতে যাইতেছিলাম, পদতলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ হওয়াতে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে। আমি সেই নিমিত্ত এখানকার সমস্ত কুশমূল উৎপাটিত করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি"। এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে মনে করিয়া তাহাকে বলিলেন :—"যদি আপনি নগরে চতুষ্পাঠী করিয়া অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই বহুসংখ্য লোক নিযুক্ত করিয়া প্রান্তরটি কুশ-শূন্য করিয়া দিই।" তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া, নগরে গিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। ইতিমধ্যে মহানন্দের পিতৃ-শ্রাদ্ধের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। শকটার চাণক্যকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক রাজবাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পাত্রীয় আসনে বসাইয়া স্বয়ং কোন কার্য্য-ব্যপ-দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহানন্দ সেইখানে উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ পাত্রীয় আসনে উপবিষ্ট, এবং কে আনিয়াছে সবিশেষ শুনিয়া ক্রোধে

প্রজ্বলিত হইয়া শিখাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য বলিলেন "সভাগণ! তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংশ করিতে না পারি ততদিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল।" তাহার পরেই, তিনি অভিচার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে ও রাজ-পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন এবং সিংহাসনাধিকারী—পরে তপোবন-বাসী—রাজ-ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে অন্য উপায়ে হত্যা করিয়া, শকটারের পরামর্শ-অনুসারে ক্ষৌরকার-পত্নীর গর্ভসম্ভূত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, চন্দ্রগুপ্ত-দ্বেষী নন্দানুরক্ত সুযোগ্য অমাত্য রাক্ষস যাহাতে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন তাহারই চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখান হইতেই নাটকের ঘটনা আরম্ভ।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

চন্দ্রগুপ্ত। (বৃষল) (মৌর্য্য)—পাটলীপুত্রের রাজা।
চাণক্য। (বিষ্ণুগুপ্ত) (কৌটিল্য) চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী।
রাক্ষস। ভূত-পূর্ব্ব রাজা নন্দের অমাত্য।
মলয়কেতু। পর্ব্বত-রাজের পুত্র।
ভাগুরায়ণ। মলয়কেতুর কপট মিত্র—চাণক্যের লোক।
নিপুণক।
সিদ্ধার্থক।
জীবসিদ্ধি। (ক্ষপণক) (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী)
সমিদ্ধার্থক।
বিষ্ণুদাস।
(নিপুণক, সিদ্ধার্থক, জীবসিদ্ধি, সমিদ্ধার্থক, বিষ্ণুদাস) চাণক্যের চর।
শার্ঙ্গরব। চাণক্যের শিষ্য।
চন্দনদাস
শকটদাস
(চন্দনদাস, শকটদাস) রাক্ষসের মিত্র।
চন্দনদাসের পুত্র।
বিরাধ গুপ্ত। রাক্ষসের চর।
প্রিয়ম্বদক। রাক্ষসের ভৃত্য।
বৈহীনর। চন্দ্রগুপ্তের কঞ্চুকী।
জাজলী। মলয়কেতুর কঞ্চুকী।
দূত কর্ম্মচারী রক্ষীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ।

চন্দনদাসের স্ত্রী।

শোনোত্তরা। চন্দ্রগুপ্তের প্রতীহারী।

বিজয়া। মলয়কেতুর প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নন্দ। পাটলীপুত্রের ভূত-পূর্ব্ব রাজা।

পর্ব্বতক। প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের মিত্র রাজা—পরে চাণক্য-কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়েন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি। নন্দের মৃত্যুর পর, রাক্ষস-কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত।

বৈরোধক। পর্ব্বতকের ভ্রাতা।

প্রধানগণ, রাজন্যবর্গ, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্থান।

পাটলীপুত্র (কুসুমপুর) (পুষ্পপুর) এবং মলয়কেতুর শিবির।

মুদ্রা-রাক্ষস।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

"কে গো এই ভাগ্যবতী তব শির-পরে ?"
জিজ্ঞাসেন পারবতী দেব মহেশ্বরে।
"শশি-কলা শিরে মোর" শোনো গো পার্ব্বতি !
"শশি-কলা ধরে নাম শিরে যে যুবতী ?"
"পরিচিত শশিকলা ভুলিলে কেমনে ?"
"ইন্দু নহে—নারী-কথা সুধাই এক্ষণে।"
"বলুক বিজয়া তবে সত্য কি না বটে।"
গঙ্গারে লুকাতে পারবতীর নিকটে
করিলেন যিনি এই শাঠ্য-আচরণ
সেই বিভু তোমাদের করুন রক্ষণ ॥

অপিচঃ—

যথেচ্ছা-পাদবিক্ষেপে
পাছে পৃথ্বী হয় অবনত

তাই হয় নৃত্যকালে
গতি তাঁর করেন সংযত।
প্রকাশিতে নাট্য-ভঙ্গী
বাহু যায় ত্রিলোক ছাড়ায়ে
তাই তিনি ভয়ে ভয়ে
একটুকু রাখেন গুটায়ে।
অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবর্ষী
নেত্র পাছে করয়ে দাহন
কারো পানে দৃষ্টিপাত
না করেন তাই ত্রিলোচন।
আধারের অনুরোধে
যিনি গো করেন নৃত্য কুণ্ঠিত হইয়া
সে ত্রিপুরজয়ী দেব
পালুন তোমারে সবে করুণা করিয়া॥

নান্দ্যন্তে।

সূত্রধার।—অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। মহারাজ উপাধিধারী পৃথুর পুত্র—সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র, কবিবর বিশাখদত্ত-প্রণীত "মুদ্রা-রাক্ষস" নাটকখানি উপস্থিত সভাসদ্গণ আমাকে অভিনয় করতে আদেশ করেছেন। এই সভায় কাব্য-বিশারদ পণ্ডিতদের সমক্ষে অভিনয় করে' আমারও বিলক্ষণ পরিতোষ হবে সন্দেহ নাই।

কৃষি হয় ফলবতী
অজ্ঞ জন্‌ও যদি বীজ সুক্ষেত্রেতে বুনে

ধান্যের প্রাচুর্য্য কভু
অপেক্ষা নাহিক রাখে কৃষকের গুণে॥

এখন তবে ঘরে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি। আর, সমস্ত গৃহ-জনদের নিয়ে সঙ্গীত-কার্য্য আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) একি! আজ আমাদের গৃহে যেন কি একটা মহোৎসব হচ্চে—বাড়ির লোকজন সবাই স্ব স্ব-কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত—ব্যাপারখানা কি?—তাই বটে:—

বহি' আনে জল কেহ,
ঘষিতেছে কেহ শিলে সুগন্ধী চন্দন,
কেহ গাঁথে ফুলমালা
বিচিত্র কুসুম দিয়া বিচিত্র বরণ,
কেহবা পিষিছে দ্রব্য
মুসল প্রহার করি' আধার শিলায়
"হুঁ হুঁ" করি' মুহুর্মুহু
হুঙ্কারিছে প্রত্যেক সে মুসলের ঘায়॥

আচ্ছা, গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

ও গো মোর গুণবতি!
সংসারের স্থিতি-গতি, ত্রিবর্গ-সাধিকে!
মম-গৃহ-নীতি-গুরু!
আছে কার্য্য, শীঘ্র করি' এসো এইদিকে॥

নটীর প্রবেশ।

এই যে আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয় অনুগ্রহ করে' বল।

সূত্র।—ঠাকরুণ, আজ্ঞার কথা এখন থাক্। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের ভোজনে নিমন্ত্রণ করে আমাকে কি আজ অনুগৃহীত করেছ—না, কোন বাঞ্ছিত অতিথির আগমনে এই সমস্ত পাকের আয়োজন হচ্চে?

নটী।—হাঁ গো হাঁ, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের আজ নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কেন বল দিকি?

নটী।—আজ ভগবান চন্দ্রের গ্রহণ, তাই নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কে বল্লে, আজ গ্রহণ?

নটী।—নগরের লোকজন সবাই এই কথা বল্‌চে।

সূত্র।—ওগো ঠাকরুণ! আমি অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করে' জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের চৌষট্টি অঙ্গ অধ্যয়ন করেছি—ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে যে পাক কার্য্য আরম্ভ হয়েছে এখনি তা' বন্ধ করে' দেও। চন্দ্রগ্রহণ হবে বোলে তোমাকে নিশ্চয় কেউ ঠকিয়েছে। দেখ না কেন:—

কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে যো চাহে গ্রাসিবারে—(অর্দ্ধোক্তি)

নেপথ্যে।

আঃ! আমি এখানে থাক্‌তে চন্দ্রকে কে বলপূর্ব্বক গ্রাস করতে চায় শুনি?

সূত্র।— কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও ইচ্ছা করে গ্রাসিবারে
বুধ-যোগে রক্ষিত সে—কে পারে তাহারে?

নটী।—ও গো! কে বল দিকি পৃথিবীতে থেকে রাহুর আক্রমণ হতে চন্দ্রকে রক্ষা করতে চাচ্চেন?

সূত্র।—গিন্নি! সত্য কথা বল্‌তে কি, আমিও ঠিক্ ঠাওরাতে পারি নি। আচ্ছা আর একবার মনোযোগ দিয়ে শুনি—কণ্ঠস্বরে বুঝ্‌তে পারব ব্যক্তিটা কে।

কেতুসহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে গো চাহে গ্রাসিবারে,
বুধযোগে রক্ষিত সে, কে পারে তাহারে?

নেপথ্যে।—আঃ! আমি থাক্‌তে চন্দ্র বলপূর্ব্বক কে গ্রাস করতে চায়?

সূত্র।—(শুনিয়া) আ! এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি।—কৌটিল্যের অবতার চাণক্য।

নটী।—(ভয়ের অভিনয়)

সূত্র।— চাণক্য কুটিল-মতি ক্রোধানলে যার
নন্দ-বংশ দগ্ধ হয়ে হল ছারখার।
চন্দ্রের গ্রহণ কি তা বুঝিনু এখন,
মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তে শত্রু করে আক্রমণ॥

এসো এখন আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি।

(প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

মস্তকের মুক্ত শিখা হস্তে বুলাইতে বুলাইতে চাণক্যের প্রবেশ।

চাণক্য।—আমি থাক্‌তে চন্দ্রগুপ্তকে বলের দ্বারা পরাভব করতে কে ইচ্ছা করে শুনি?

প্রসারিত মুখ যার
দ্বিরদ-শোণিত পানে রক্ত শোভা ধরে
সেই মুখে শোভে পুন
দন্ত যার বিনিন্দিয়া নব-শশধরে
এ হেন সিংহেরে নাশি'
সন্ধ্যারুণ দন্ত তার কার সাধ্য হরে?

অপিচ :—

নন্দকুল-কাল-সর্প-কোপানল হ'তে
যে ভীষণ ধূম-লতা ওঠে ব্যোম-পথে
সেই এই শিখা মোর বাঁধি পুন আমি
অদ্যাপি না করে ইচ্ছা কোন্ মৃত্যু-কামী?

অপিচ :—

উল্লঙ্ঘন করি' এই
নন্দকুল-দাবানল-প্রজ্বলিত কোপের প্রতাপ
সহসা পতঙ্গ সম
আত্মপর না ভাবিয়া কোন্ মূঢ় দিবে তাহে ঝাঁপ?

শার্ঙ্গরব!—শার্ঙ্গরব!

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

চাণ।—বৎস! আমি এইখানে বস্‌তে চাই।

শিষ্য।—নানা গুরুদেব! নিকটেই প্রকোষ্ঠশালার দ্বারে বেত্রাসন আছে সেইখানে বস্‌লেই ভাল হয়।

চাণ।—কোন কার্য্যবিশেষে আমার মন এখন অভিনিবিষ্ট—তার

জন্যই আমার এই আকুলতা। আর সেই জন্যই আমি আসন আন্‌তে বলেছিলেম—শিষ্যের প্রতি গুরুজনের স্বাভাবিক কঠোরতা বশতঃ নয় (উপবেশন করিয়া স্বগত) ভাল, পৌরজনদের মধ্যে এ কথা কি করে' প্রকাশ হল যে রাক্ষস নন্দবংশ ধ্বংস হওয়ায় অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষী পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতুকে সমস্ত নন্দরাজ্য দানের প্রলোভনে প্রোৎসাহিত করে' তাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করেছেন এবং মলয়-কেতুর অধীনস্থ বৃহৎ সৈন্যের সাহায্যে মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্তকে আক্র-মণ করতে উদ্যত হয়েছেন। আমি নন্দবংশ উচ্ছেদ করব বলে' যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম তা সকলের কাছে প্রকাশ হলেও আমি যখন সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছি—তখন এই আক্রমণের কথা প্রকাশ হলেও আমি কি তা দমন করতে পারব না?

আমিই করেছি ম্লান
রিপুদল-যুবতীর চারু চন্দ্রানন,
আমিই তো নীতি-বায়ে
মোহভস্ম চৌদিকে করিনু বিকীরণ,
মন্ত্রী-ক্রম করি' শূন্য
খেদাইনু তাহা হতে ছিল যত মাননীয়
পৌর দ্বিজদল।
নন্দকুলাঙ্কুরে দহি'
(ভ্রান্তি-বশে নহে)—হবে দাহাভাবে শান্ত মোর
কোপ-দাবানল॥

বুদ্ধি পরাক্রম ভক্তি
তিন গুণই যেই জনে করে অধিষ্ঠান
সেই তো নৃপের ভৃত্য
সম্পদে বিপদে—অন্তে কলত্র-সমান॥

আমিও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য নিদ্রিত নই—যাতে তিনি মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন তার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করচি। তার দৃষ্টান্ত:—চন্দ্রগুপ্ত কিম্বা পর্ব্বতক এই উভয়ের এক-জনকে বিনাশ করলেই চাণক্যের বিষম অনিষ্ট সাধন করা হয়, এই মনে করে' রাক্ষস চাণক্যের পরমোপকারী মিত্র নিরীহ নির্দ্দোষ পর্ব্বতেশ্বরকে বিষকন্যা প্রয়োগ করে' হত্যা করেছেন—এইরূপ একটা জনাপবাদ লোক-প্রত্যয়ার্থ প্রচার করে দেওয়া গেছে।

এদিকে আবার ভাগুরায়ণ, "তোমার পিতাকে চাণক্যই বধ করেছেন" এই কথা পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতুকে গোপনে বলে,' তার মনে ভয় সঞ্চার করে' দিয়ে, এখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরে অপ-সারিত করেছেন। রাক্ষস এ কথা বুঝতে পেরে বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করলেও করতে পারেন, কিন্তু রাক্ষসই যে তার পিতাকে বধ করেছেন এই জনাপবাদ কিছুতেই নিরাকৃত হবার নয়। তা ছাড়া, কে আমাদের স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ তা অনুসন্ধান করে' জান্‌বার জন্য, নানা দেশের ভাষাভিজ্ঞ, বেশাভিজ্ঞ আচার-ব্যবহারজ্ঞ বিবিধ-চিহ্নধারী গুপ্তচর নিযুক্ত করা গেছে। কুসুমপুর-নিবাসী নন্দামাত্যের সুহৃদ্‌গণ কোথায় যাতায়াত করে—কি কার্য্য করে, সমস্ত অনুসন্ধান করা তাদের কাজ। এই সমস্ত

উপায় অবলম্বন করে' চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী ভদ্রভট্ প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হয়েছেন। আর, শত্রু-নিয়োজিত বিষ-প্রয়োক্তাদের দুশ্চেষ্টার প্রতিবিধানার্থ, নৃপতি-সন্নিধানে পরীক্ষিত-ভক্তি বিশ্বাসী লোক সকল নিযুক্ত করা গেছে। তা ছাড়া, ইন্দুশর্ম্মা নামে একটি ব্রাহ্মণ আমাদের সহাধ্যায়ী মিত্র, তিনি শুক্রাচার্য্যকৃত দণ্ডনীতি এবং চৌষট্টি অঙ্গের জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রবীণতা অর্জ্জন করেছেন। নন্দবংশোচ্ছেদের প্রতিজ্ঞার পর, আমি তাঁকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর বেশে কুসুমপুরে পাঠাই। এখন, নন্দের সমস্ত অমাত্যদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে। বিশেষতঃ তাঁর উপর রাক্ষসের বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মেছে। তাঁর দ্বারা এখন আমাদের বিশেষ কাজ হবে। এপর্য্যন্ত আমরা এমন কোন উপায় অবলম্বন করিনি যা পরিহাসের যোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত আমাকেই প্রধান মন্ত্রী করে', সমস্ত রাজ্যতন্ত্র-ভার আমার স্কন্ধেই আরোপিত করে', নিজে সর্ব্বদাই উদাসীন ভাবে থাকেন। কিন্তু তাও বলি, রাজকার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধানের কষ্ট যে রাজার ভোগ করতে হয় না, সেই রাজাই সুখী। কেন না :—

স্বয়ং আহরিয়া বলি
ভুঞ্জিলেও তাহে ক্লেশ আছে স্বভাবত
গজেন্দ্র নরেন্দ্র তাই
দুঃখ-ভারে অবসন্ন হয়েন সতত ॥

দৃশ্য।—রাজপথ।

যমপট হস্তে চরের প্রবেশ।

চর।— প্রণম' যমের পদে
অন্য দেবে আমাদের বল কি বা কাজ,

অন্য-দেব-ভক্তদের
প্রস্ফুরন্ত প্রাণ হরি' লন যমরাজ ॥

অপিচ :—

থাকিলে যমেতে ভক্তি
দুর্জনেরো হাতে নাহি মরণের ভয়,
সবারে মারেন যিনি
তাঁহ'তেই আমাদের প্রাণ-রক্ষা হয় ॥

এখন তবে এই গৃহে প্রবেশ করে' যম-পট দেখিয়ে গান আরম্ভ করে দি। (পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—চাণক্যের গৃহ।

শিষ্য।—(দেখিয়া) বাপু! এ গৃহে প্রবেশ নিষেধ।

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ কার গৃহ?

শিষ্য।—আমাদের গুরুদেব সুগৃহীত-নামা চাণক্য ঠাকুরের।

চর।—(হাসিয়া) ওহে ব্রাহ্মণ! এতো তবে আমার ধর্মভ্রাতার গৃহ, আমাকে প্রবেশ করতে দেও—আমি তোমার গুরুদেবকে কিছু ধর্মোপদেশ দিতে চাই।

শিষ্য।—(সক্রোধে) ধিক্ মূর্খ! আমাদের গুরুদেবের চেয়েও কি তুমি ধর্মজ্ঞ?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! রাগ কোরো না। সকলেই যে সব জানে তা তো নয়—তা তোমার গুরুদেবও কোন কোন বিষয় জানেন, আবার মাদৃশ লোকেরও কোন কোন বিষয় জানা আছে।

শিষ্য।—(সক্রোধে) আরে মূর্খ! আমাদের গুরুদেবের সর্ব্বজ্ঞতা তুই অপহরণ করতে চাস?

চর।—অহে ব্রাহ্মণ! যদি তোমার গুরুদেব সকলই জানেন, আচ্ছা তবে তিনি বলুন দিকি, চন্দ্র কার অপ্রিয়?

শিষ্য।—গুরুদেবের এ সব জেনে কি হবে?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ জেনে কি হবে তা তোমাদের গুরুদেবই বিলক্ষণ জানেন—তোমার সোজা বুদ্ধিতে বোধ হয় তুমি এই টুকুই বোঝো যে চন্দ্র কমলদেরই অপ্রিয়।

পদ্মের চাঁদের রূপে দ্বেষ নিরবধি
পূর্ণ-কলা হইলেও তাহার বিরোধী॥

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) "চন্দ্রগুপ্তের যারা বিদ্বেষী, তাদের আমি জানি" এই হচ্চে ওর কথার গূঢ় তাৎপর্য্য।

শিষ্য।—আরে মূর্খ! এসব অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য বল্‌চ কেন?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! এ সব কথা পরে সুসম্বদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য।—কি করে' সুসম্বদ্ধ হবে?

চর।—যদি তেমন শ্রোতা ও জ্ঞাতা পাই তাহলে।

চাণ।—(দেখিয়া) বাপু! স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রবেশ কর—সেরূপ লোক এখানেই পাবে।

চর।—আচ্ছা। (প্রবেশ পূর্ব্বক নিকটে গিয়া) জয় হোক্‌ ঠাকুরের!

চাণ।—(দেখিয়া স্বগত) আঃ! কার্য্যের এত বাহুল্য হয়ে পড়েছে, নিপুণককে কিসের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেছি তা মনে পড়চে না। হাঁ, এইবার মনে পড়েছে, প্রজাদের মন বোঝবার জন্য নিপুণককে নিযুক্ত করেছিলেম। (প্রকাশ্যে) এসো বাপু, এইখানে বোসো।

চর।—যে আজ্ঞা। (ভূতলে উপবেশন)

চাণ।—বাপু! তোমাকে যে কাজে নিযুক্ত করেছিলেম তার সমস্ত বৃত্তান্ত এখন বল দিকি। প্রজারা কি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত?

চর।—অনুরক্ত বৈ কি। বিরাগ-কারণগুলি আপনি সমস্তই তো দূর করেছেন, এখন প্রজারা সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সকলেই দৃঢ় অনুরক্ত। কিন্তু এই নগরে শুধু তিনটি লোক আছেন যাঁরা পূর্ব্ব হতেই রাক্ষসের সহিত স্নেহ-সম্মান সূত্রে বদ্ধ—কেবল তাঁদেরই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্র-শ্রী সহ্য হচ্চে না।

চাণ।—(সক্রোধে) বরং বলনা কেন, তাদের পক্ষে তাঁদের নিজের জীবনই অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাপু, তাদের নাম কি তুমি জান?

চর।—আপনার নিকট সেই অশ্রুত-নাম ব্যক্তিদের কথা কি করে' নিবেদন করি?

চাণ।—সেই জন্যইতো আরো শুন্‌তে চাই।

চর।—শুনুন তবে; প্রথম শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ক্ষপণক।

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই ক্ষপণক? (প্রকাশ্যে) তার নাম কি?

চর।—তার নাম জীবসিদ্ধি।

চাণ।—আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী তুমি কি করে' জান্‌লে?

চর।—কেননা, তিনিই তো অমাত্য রাক্ষসের প্রযুক্ত বিষ-কন্যা পর্ব্বতেশ্বরকে এনে দেন।

চাণ।—(স্বগত) জীবসিদ্ধি তো আমারই চর। (প্রকাশ্যে) বাপু! তার পর, আর কে?

চর।—আর একজন হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্য শকটদাস নামে একজন কায়স্থ।

চাণ।—(হাসিয়া স্বগত) কায়স্থ?—সেতো ক্ষুদ্র প্রাণী। যাহোক্, সামান্য শত্রুকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তার উচ্ছেদের জন্য আমি সুহৃদ্-ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থকে নিযুক্ত করেছি। (প্রকাশ্যে) তৃতীয় ব্যক্তিটি কে শুনি?

চর।—(হাসিয়া) তৃতীয় ব্যক্তি হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের দ্বিতীয় হৃদয়-তুল্য পুষ্পপুর-নিবাসী মণিকার-শ্রেষ্ঠী, নাম চন্দনদাস, যার গৃহে অমাত্য রাক্ষস আপনার স্ত্রীপুত্রকে রেখে নগর হতে পলায়ন করেছেন।

চাণ।—(স্বগত) তবে নিশ্চয়ই সে রাক্ষসের পরম সুহৃৎ। আত্মীয়-সমান না হলে, স্ত্রীপুত্রকে কখনই তার কাছে রেখে যেত না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বাপু তুমি জান্‌লে কি করে' চন্দনদাসের গৃহে রাক্ষস তাঁর স্ত্রীপুত্রকে রেখে গেছেন।

চর।—ঠাকুর, এই অঙ্গুলী-মুদ্রা দেখ্‌লেই আপনি সমস্ত অবগত হতে পারবেন। (মুদ্রা প্রদান)

চাণ।—(মুদ্রা লইয়া অবলোকন ও পাঠ করণ) এ যে রাক্ষসের নাম দেখ্‌চি। (সহর্ষে স্বগত) যাহোক্, রাক্ষসের অঙ্গুলী-মুদ্রাটি তো আমাদের হস্তগত হল। (প্রকাশ্যে) অঙ্গুলীমুদ্রাটি কি করে' পেলে বল দিকি?

চর।—ঠাকুর শুনুন তবে বলি। আমাকে তো আপনি পৌরজনের ভাব-চরিত্র জান্‌বার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাই আমি

এই যম-পট হাতে করে’ ঘরে ঘরে প্রবেশ করি, কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারে না—একদিন, ঘুরে ঘুরে শেষে মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের গৃহে প্রবেশ করলেম। আর, সেখানে যমপট খুলে গান গাইতে আরম্ভ করলেম।

চাণ।—তার পর, তার পর?

চর।—তার পর, একটা পর্দ্দার ভিতর থেকে পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক সৌম্য-দর্শন একটি কুমার, বালক-সুলভ কৌতুকোৎফুল্ল-নয়নে বেরিয়ে আস্‌ছিল এমন সময় সেই পর্দ্দার ভিতর থেকে “আহা হা বেরিয়ে গেল গো, বেরিয়ে গেল” এইরূপ ভয়ত্রস্তা স্ত্রীলোকদের একটা ঘোরতর কলরব শোনা গেল। তার পর, একটি স্ত্রীলোক দ্বারদেশ হতে একটুখানি মুখ বার করে’ বালকটিকে ভর্ৎসনা করে’ কোমল বাহুলতা দিয়ে তাকে ধরলেন। কুমারকে ধর্‌তে গিয়ে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত, পুরুষ-অঙ্গুলীমাপে গঠিত এই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি তাঁর অজ্ঞাতসারে হস্ত হ’তে অঙ্গনে স্খলিত হয়ে প্রণামোদ্যত নববধূর ন্যায় আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে পড়ল। দেখ্‌লেম, অমাত্য রাক্ষসের নামাঙ্কিত, তাই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি নিয়ে এসে শ্রীচরণে অর্পণ করলেম। এই রকম করে’ই এই মুদ্রাটি হস্তগত হয়েছে।

চাণ।—বাপু! সমস্ত শুনলেম—এখন তুমি প্রস্থান কর। এই পরিশ্রমের পুরস্কার শীঘ্রই পাবে।

চর।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। (প্রস্থান।)

চাণ।—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

শার্ঙ্গরবের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব! আজ্ঞা করুন।

চাণ।—বৎস! মসীপাত্র ও পত্র নিয়ে এসো।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! এই মসীপাত্র ও পত্র।

চাণ।—(লইয়া স্বগত) এখন কি লিখি। এই লিপির দ্বারা রাক্ষসকে জয় করতে হবে।

প্রতীহারী শোনোত্তরার প্রবেশ।

প্রতি।—জয় হোক্ ঠাকুরের জয় হোক্!

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) এই শুভসূচক জয়-শব্দ গ্রহণ করলেম। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! কি জন্য এসেছ বল দিকি? প্রয়োজনটা কি?

প্রতী।—ঠাকুর! মহারাজ চন্দ্রশ্রী চন্দ্রগুপ্ত, কমল-মুকুলাকার অঞ্জলী স্বমস্তকে স্থাপন করে' ঠাকুরের শ্রীচরণে এই নিবেদন করচেন:—"আপনার আদেশানুসারে আমি মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরের পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করতে ইচ্ছা করি—তিনি যে সকল আভরণ অঙ্গে ধারণ করতেন, সেইগুলি আমি গুণবান ব্রাহ্মণদের দান করলেম"।

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু বৃষল সাধু! তুমি যা বলে' পাঠিয়েছ তা আমার হৃদয়ের কথা। (প্রকাশ্যে) দেখ শোনোত্তরে! বৃষলকে আমার নাম করে' এই কথা বলবে: "সাধু বৎস সাধু, লোক-ব্যবহারে তুমি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, অতএব তোমার যা অভিপ্রায় সেই মত অনুষ্ঠান কর। পর্ব্বতেশ্বরের ধৃতপূর্ব্ব ভূষণাদি গুণবান ব্রাহ্মণদের দান করবে বলচ—আচ্ছা আমি

স্বয়ং যাদের গুণ পরীক্ষা করেছি সেই সকল ব্রাহ্মণদের তোমার নিকট পাঠাচ্ছি।”

প্রতী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। (প্রস্থান)

চাণ। শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে’ বিশ্বাবসুদের তিন ভাইকে বল, বৃষলের কাছ থেকে আভরণাদি নিয়ে আমার সহিত যেন সাক্ষাৎ করে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব! (প্রস্থান)

চাণ।—(স্বগত) পত্রের শেষাংশে তো এই কথাটা লিখ্‌তে হবে—পূর্ব্বাংশে কি লেখা যায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ মনে পড়েছে! চরদের কাছথেকে আমি জান্‌তে পেরেছি, ম্লেচ্ছরাজের সৈন্য-মধ্যে প্রধানতম পাঁচটি রাজা পরম ভক্তি-সহকারে রাক্ষসের আনুগত্য স্বীকার করেছে। তারা হচ্চেঃ—

কুলুত দেশের পতি, চিত্রবর্ম্মা নাম;
নৃসিংহ মলয়াধিপ, নাম সিংহনাদ;
কাশ্মীর-দেশাধিরাজ, নাম পুষ্করাক্ষ;
শত্রুদম সিন্দুদেশ-রাজ সিন্ধুসেন;
প্রচুর-তুরঙ্গ-বল পারসীক-রাজ
মেঘাক্ষ নামেতে খ্যাত; এই পঞ্চ নাম
লিখিলাম হেথা—অতঃপর চিত্রগুপ্ত
কি আর করিবে?—আমি করিনু সে কাজ॥

(চিন্তা করিয়া) অথবা নামগুলি এখন না লেখাই ভাল। কেননা, তারা এখনও প্রকাশ্যরূপে রাক্ষসের সঙ্গে যোগ দেয় নি।

(প্রকাশ্যে)

শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব আজ্ঞা করুন।

চাণ।—ব্রাহ্মণের হস্তাক্ষর, যত্ন করে' লিখ্‌লেও, প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। অতএব আমার নাম করে' সিদ্ধার্থককে বলঃ—(কানে-কানে) এই পত্রের লিখিত কথাগুলি যার জন্য লেখা হয়েছে, স্বয়ং তারই পাঠ্য—শকটদাসের দ্বারা লিখিয়ে নিয়ে, শিরোনামা না দিয়ে, আমার নিকট পত্রখানি যেন নিয়ে আসে। চাণক্য লিখ্‌তে বলেছে, একথা যেন শকটদাসকে না বলা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান)

চাণ।—(স্বগত) যাক্, মলয়কেতু এইবার পরাজিত হবে।

লিপি হস্তে সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধার্থক।—জয়হোক্ ঠাকুরের জয় হোক্! ঠাকুর! শকটদাসের স্বহস্তে লেখা এই সেই লিপি।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ) বাঃ! কি সুন্দর হাতের লেখা! (পাঠ করিয়া) দেখ বাপু, এই মুদ্রাটি দিয়ে এখন এইটি মুদ্রিত কর দিকি।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। (তথা করিয়া) ঠাকুর, এই নিন্ মুদ্রিত লিপিখানি—এখন, আর কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।

চাণ।—দেখ বাপু! আমার নিজের একটি কাজে তোমাকে নিযুক্ত করতে চাই।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) ঠাকুর, সে আপনার অনুগ্রহ। আজ্ঞা করুন, দাসের দ্বারা কি কাজ হতে পারে।

চাণ।—দেখ বাপু! প্রথমে তো বধ্যস্থানে গিয়ে, সরোষে ঘাতক-দের ডান চোক্ টিপে ইঙ্গিত করবে, তারা সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করে' ভয়ের ছলে যখন ইতস্তত পলায়ন করবে, তখন শকটদাসকে সেখান থেকে নিয়ে এসে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত করবে। রাক্ষস সুহৃদের প্রাণরক্ষায় পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পারিতোষিক দিলে তা গ্রহণ করে', কিছুকাল রাক্ষসের সেবক হয়ে থাকবে। তার পর শত্রুরা যখন নগরের নিকট-বর্ত্তী হবে, তখন আমার এই কার্য্যটি তোমাকে করতে হবে। (কানে কানে—"এই এই")

সিদ্ধা।— যে আজ্ঞা ঠাকুর।

চাণ।—শার্ঙ্গরব!—শার্ঙ্গরব!

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

চাণ।—আমার নাম করে' কালপাশিককে, আর দণ্ডপাশিককে বল্‌বেঃ—"বৃষলের আদেশ—এই জীবসিদ্ধি নামে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী যে রাক্ষসের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে বিষকন্যার দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে, দোষ ঘোষণা করে' অপমানের সহিত যেন তাকে নগর হতে নির্ব্বাসিত করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (পরিক্রমণ)

চাণ।—আর একটু দাঁড়াও বৎস! আর একজন শকটদাস নামে কায়স্থ, যে রাক্ষসের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে, আমাদের শরীরের অনিষ্ট চেষ্টায় নিরত তৎপর, দোষ-ঘোষণা করে' তাকেও যেন শূলে দেওয়া হয় আর তার গৃহজনদেরও যেন কারাবদ্ধ করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান।)

চাণ।—(চিন্তা করিয়া স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস কি গৃহীত হবে?

সিদ্ধ।—ঠাকুর, গৃহীত—

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাক্ষস গৃহীত? (প্রকাশ্যে) বাপু! কে গৃহীত বল্‌চ?

সিদ্ধা।—আমি বল্‌ছিলেম, ঠাকুরের আদেশ তো গৃহীত হ'ল, এখন আমি কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টায় যাই।

চাণ।—(অঙ্গুরী-মুদ্রাঙ্কিত লিপি অর্পণ করিয়া) বাপু সিদ্ধার্থক তুমি যাও—তোমার কার্য্য যেন সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব! কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক গুরুদেবের নিকট নিবেদন করচেন:—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়েছে।

চাণ।—বেশ বেশ। বৎস! মণিকার-শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে আমি এখন দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া চন্দনদাসের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিক্‌দিয়ে শেঠ্‌জি, এই দিক্‌ দিয়ে।

চন্দন।—(স্বগত) নিষ্ঠুর চাণক্য ডেকেছেন একথা শুন্‌লে নির্দ্দোষ জনেরও শঙ্কা হয়—আমি তো তাতে দোষী। আমি তাই ধন-সেন প্রভৃতি তিনটি বণিককে বলেছি, "কি জানি যদি চাণক্য দুরাচার আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাই তোমরা সাবধানে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে আমার গৃহ হতে অন্যত্র নিয়ে যাও, আমার যা হবার তা হবে।"

শিষ্য।—ওগো শেঠ্‌জি—এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—এই যে আমি এসেছি (উভয়ের পরিক্রমণ)

শিষ্য।—গুরুদেব! এই চন্দনদাস শ্রেষ্ঠী।

চন্দ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক ঠাকুরের জয় হোক্!

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) এসো এসো শেঠজি, এই আসনে বোসো।

চন্দ।—(প্রণাম করিয়া) ঠাকুরের কি না জানা আছে—এখানে আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু আমি অতি তুচ্ছ-লোক, এরূপ উচ্চ আসনে বস্‌বার যোগ্য নই—অতএব আমি এই ভূতলেই বসি।

চাণ।—শেঠজি ও কথা বোলো না—আমাদের সহিত তুমি সমান আসনে বস্‌বার যোগ্য—অতএব তুমি এই আসনে উপবেশন কর।

চন্দ।—(স্বগত) এঁর কোন অভিসন্ধি আছে। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা। (উপবেশন)

চাণ।—ওগো শেঠজি চন্দনদাস, বাণিজ্য ব্যবসায়ে বেশ লাভ হচ্চে তো?

চন্দ।—হাঁ, ঠাকুরের প্রসাদে আমাদের বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে চল্‌চে।

চাণ।—আচ্ছা বল দেখি শেঠ্‌জি, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের দোষ কীর্ত্তন করবার সময় পূর্ব্ব-রাজাদের স্তুতিবাদ কি এখনও করে?

চন্দ।—(কান ঢাকিয়া) ছি ছি! ও পাপ কথা মনেও করতে নেই; শারদ-নিশা-সমুদিত পূর্ণিমার চন্দ্র চন্দ্রগুপ্তকে দেখে চন্দ্রশ্রী অপেক্ষা প্রজাগণ অধিক আনন্দ উপভোগ করে।

াণ।—ভাল, তাই যদি হয়, সন্তুষ্ট প্রজাদের নিকট রাজারা প্রিয়-কার্য্যের প্রত্যাশা কি করতে পারেন না?

ন্দ।—ঠাকুর আজ্ঞা করুন, আমাদের নিকটে কত অর্থ চান?

াণ।—ও গো শেঠ্‌জি, এ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, নন্দের রাজ্য নয়। অর্থলোভী নন্দের কেবল অর্থ-সম্বন্ধ, তাতেই তাঁর প্রীতি উৎপন্ন হত—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের তা নয়, তোমাদের সুখেই তাঁর সুখ।

ন্দ।—(সহর্ষে) ঠাকুর, আমাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

াণ।—ও গো শেঠ্‌জি, কিসে সেই প্রীতি উৎপন্ন হয়, তা তো তুমি জিজ্ঞাসা করলে না?

ন্দ।—কিসে হয়, আজ্ঞা করুন ঠাকুর।

াণ।—সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে, রাজাদের প্রতি অবিরুদ্ধ ব্যবহারে।

ন্দ।—এরূপ রাজ-বিরোধী বলে' ঠাকুর কাউকে কি জানেন?

চাণ।—প্রথমতঃ তুমিই তো একজন।

চন্দ।—(কানে আঙ্গুল দিয়া) ও পাপ কথা মুখে আন্‌তে নেই—অগ্নির সহিত তৃণের বিরোধ কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

চাণ।—এই যেমন তুমি বিরোধ করচ—তুমি তো রাজার অনিষ্ট-কারী রাক্ষসের গৃহজনকে তোমার নিজ গৃহে এনে এখনও রক্ষা করচ।

চন্দ।—ঠাকুর একথা সমস্তই অলীক; কোন্ দুরাচার ঠাকুরকে এসব কথা বলেছে?

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি, কেন বৃথা আশঙ্কা করচ? চিরকালই পূর্ব্ব-রাজার অনুচরগণ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পৌরজনদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের গৃহে গৃহজনদের ফেলে দেশান্তরে প্রস্থান করে,

তাতে তাদের তো কোন দোষ হয় না। তবে, তাদের লুকিয়ে রাখাটাই দোষের বিষয়।

চন্দ।—সে কথা সত্য। সেই সময়ে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনেরা আমাদের গৃহে ছিলেন বটে।

চাণ।—প্রথমে বল্লে "সে সমস্তই অলীক"—তার পর এখন বল্‌চ "সেই সময়ে ছিলেন বটে"—এই বচন দুটি যে পরস্পর-বিরোধী।

চন্দ।—আমি স্বীকার করচি, এ সমস্তই আমার বাক্‌-ছল মাত্র।

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি! রাজা চন্দ্রগুপ্ত ছলনার কথা গ্রহণ করেন না, এখন তবে রাক্ষসের গৃহ-জনকে বিনা-ছলে আমাদের হাতে সমর্পণ কর।

চন্দ।—আমি তো নিবেদন করেছি, সেই সময়ে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমাদের গৃহে ছিলেন।

চাণ।—এখন তবে কোথায় গেছেন?

চন্দ।—জানি নে কোথায় গেছেন।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) জান না বটে? ওগো শেঠ্‌জি, মস্তকের উপর ফণী—দূরে তার প্রতিকার—বুঝ্‌লে? তা ছাড়া, নন্দকে যেমন বিষ্ণুগুপ্ত—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)

চন্দ।—(স্বগত)

উপরেতে ঘন ঘোর মেঘের গর্জ্জন
সুদূরে দয়িতা, একি হল গো বিষম?
দিব্যোষধি হিমালয়ে, শিরে ভুজঙ্গম॥

চাণ।—দেখ শেঠ্‌জি, অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে উচ্ছেদ করবেন, একথা মনেও কোরো না। দেখ—

জীবিত থাকিতে নন্দ

বক্রনাসা পরাক্রান্ত সুনীতিজ্ঞ যত ছিল সু-সচিবগণ

করিতে পারেন নাই

(জান তো সকলি তুমি) সুচঞ্চলা রাজশ্রীর স্থৈর্য্য সম্পাদন।

জগৎ-আনন্দকর

এখন সে চন্দ্রকর স্থিরতা করিয়া লাভ, সমভাবে হয় বিকীরণ;

কেমনে এখন বল

চন্দ্রসম চন্দ্রগুপ্ত রাজা হতে মনোহর দীপ্তি তাঁর করিবে হরণ?

অপিচ—

("দ্বিরদ-শোণিত পানে" ইত্যাদি পূর্ব্ব লিখিত কবিতা পাঠ)

দ।—(স্বগত) এরূপ শ্লাঘা করা আপনাকেই শোভা পায়, কেন না আপনি ফলের দ্বারাই তার পরিচয় দিয়েছেন।

নেপথ্যে।

(ভীড় সরাইয়া দিবার জন্য হাঁক-ডাক্ শব্দ)

ণ।—(শার্ঙ্গরব! জান দিকি ব্যাপারটা কি।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) গুরু-দেব! রাজা চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে অপমানের সহিত নগর হতে নির্ব্বাসিত করা হচ্চে।

ণ।—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী? আহা আহা!—না, ঠিক্‌ই হয়েছে, এখন রাজদ্রোহিতার ফল ভোগ করুক। ও গো শেঠ্‌জি চন্দনদাস—দেখ্‌লে তো, রাজানিষ্টকারীর রাজাই তীক্ষ্ণ দণ্ডদাতা—এখনও সুহৃদ্বাক্য হিত বিবেচনায় গ্রহণ কর। রাক্ষসের গৃহজনকে

সমর্পণ কর, তা হলে চিরকাল তুমি রাজপ্রসাদ উপভোগ করতে পারবে।

চন্দ।—আমার গৃহে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন নাই।

(নেপথ্যে কলরব)

চাণ।—শার্ঙ্গরব! জান দিকি আবার কি হল।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! রাজাজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী কায়স্থ শকটদাসকে শূলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

চাণ।—স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করুক। ওগো শেঠ্‌জি, রাজার অনিষ্ট করলে রাজা এইরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করেন—তুমি যে রাক্ষসের স্ত্রীকে গোপন করে রেখেছ, সে দোষ তোমার কখনই তিনি ক্ষমা করবেন না। অতএব পর-কলত্রের বিনিময়ে এখন আত্ম-কলত্র ও আত্ম-জীবন রক্ষা কর।

চন্দ।—আমাকে ভয় দেখাচ্চেন কি? অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমার গৃহে বাস্তবিক যদি থাকৃত, তবু তাদের আমি সমর্পণ করতেম না—তাতে এখন তো তারা নেই।

চাণ।—চন্দন দাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প।

চাণ।—(স্বগত) সাধু চন্দনদাস সাধু!

সুলভ হলেও অর্থ, পর লাগি দেয় যে জীবন
অমন দুষ্কর কর্ম্ম * "শিবি" বিনা কে করে সাধন?

---

* "শিবি" নামক উশীনর রাজার পুত্র কপোত রক্ষার্থ ও শ্যেনপক্ষীর সন্তোষার্থ নিজের হৃদয়-মাংস দান করিয়াছিলেন।

(প্রকাশ্যে) চন্দনদাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প।

চাণ।—(সক্রোধে) দুরাত্মা দুষ্ট বণিক! এইবার তবে রাজকো' ভোগ কর্।

চন্দ।—(বাহু প্রসারণ করিয়া) আমি প্রস্তুত আছি। ঠাকুর! আপনার অধিকার-অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন।

চাণ।—(সক্রোধে) শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে', কালপাশিক দণ্ডপাশিককে বল, এই দুষ্ট বণিককে যেন যথোচিত শাথি দেওয়া হয়।—না না না—একটু দাঁড়াও—তাদের না বলে দুর্গ-পাল ও বিজয়পালকে এই কথা বলঃ—তার গৃহ-রক্ষিত ধনাি গ্রহণ করে', পুত্র কলত্রের সহিত যেন ওকে কারারুদ্ধ কর হয়। আমি ততক্ষণ রাজাকে এই সব কথা জানিয়ে আসি তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বস্ব-হরণ দণ্ড ও প্রাণদণ্ডের আদেশ করবেন

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। এই দিক্ দিয়ে শেঠ্জি এ দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—(উত্থান করিয়া) ঠাকুর! আসি তবে। আমার সৌভাগ্য মিত্রের কার্য্যে আমার প্রাণ যাচ্চে—নিজের দোষে নয়। (পরি ক্রমণ করিয়া শিষ্যের সহিত প্রস্থান)

চাণ।—(সহর্ষে) যাক্—রাক্ষস এইবার হস্তগত। কেন না,

রাক্ষসের এ বিপদে অপ্রিয় বস্তুর মত
অক্লেশে চন্দন-দাস ত্যজিতেছে প্রাণ;
চন্দন-বিপদে পুন, করিবে রাক্ষস-মন্ত্রী
নিশ্চয় আপন প্রাণে অতি তুচ্ছ জ্ঞান॥

নেপথ্যে কলরব।

চাণ।—শার্ঙ্গরব!

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

চাণ।—ব্যাপারটা কি জান দিকি। (প্রস্থান করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! সিদ্ধার্থক বধ্যশকটদাসকে নিয়ে বধ্যভূমি হতে পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) সাধু সিদ্ধার্থক সাধু! কার্য্য তবে আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কি! পালিয়েছে? (সক্রোধে) বৎস, ভাগুরায়ণকে বল, শীঘ্র তাকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—(প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! ভাগু-রায়ণও পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) কার্য্য-সিদ্ধির জন্যই গেছে। (সক্রোধে প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখিত হয়ে আর কি হবে, আমার নাম করে' ভদ্রভট্, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ, বিজয়-বর্ম্মা এদের সবাইকে বল, শীঘ্র গিয়ে দুরাত্মা ভাগুরায়ণকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ)—গুরুদেব, দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব—সকল প্রজাই প্রাণভয়ে আকুল; ভদ্রভট্ প্রভৃতি তারাই সর্ব্বাগ্রে রজনী প্রভাত হবামাত্রই পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) তাদের পথ নির্ব্বিঘ্ন হোক্! (প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখ করে' আর কি হবে। দেখ:—

গেছে যারা হৃদে কিছু করিয়া ধারণ
যাক্ তারা—কি করিবে?—বৃথাই শোচন!
এখনো যাহারা আছে—যায় যাক্ চলি,
থাকে যেন শুধু মোর বুদ্ধিটি কেবলি;
—যে বুদ্ধি-প্রভাবে নন্দ-বংশ হল ক্ষয়,
যে বুদ্ধি-প্রভাবে শত্রু করিলাম জয়,
যে বুদ্ধি অভীষ্ট কার্য্য করিতে সাধন
শতাধিক সৈন্য-বল করে গো ধারণ॥

(উত্থান করিয়া আকাশে) এইবার দুরাত্মা ভদ্রভট্ট প্রভৃতিকে ধ্রুব করব। (স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস! তুই এখন আর কোথায় যাবি?

অরণ্যের গজসম, উত্তেজিত বল-মদে
স্বচ্ছন্দে করিতেছিস একাকী বিহার।
সাধিতে রাজার কার্য্য, আবদ্ধ করিব গুণে
বশীভূত করি' তোরে বুদ্ধিতে আমার॥

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাক্ষস-ভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ—সাঁপুড়িয়ার ছদ্ম-বেশে রাক্ষসের চর বিরাধগুপ্তের প্রবেশ।

সাঁপু।—

জানে যারা তন্ত্র-যুক্তি,
চক্রাকারে গণ্ডি দিয়া খনয়ে ভূতল,
রক্ষিতে পারে গো মন্ত্র,
সর্পরাজ তাহাদেরি জীবিকা-সম্বল॥

(আকাশে)

আমি কে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চেন মহাশয়?—আমি সাঁপুড়ে আমার নাম জীর্ণবিষ। কি বলচেন?—আপনিও সাপ খেলাতে ইচ্ছা করেন? আপনার ব্যবসায় কি? কি বলচেন?—আপনি রাজ-কুল-সেবক? তবে আপনিও সাপ নিয়ে খেলেন বটে। কি বল্‌চেন? কেন তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চেন? তার কারণঃ—যে সাঁপুড়েরা মন্ত্রৌষধে নিপুণ নয়, বিনা-অঙ্কুশে যারা মত্ত গজরাজের উপর আরোহণ করে—অধিকার লাভ করে' যে রাজসেবকেরা গর্ব্বিত হয়, এই প্রকারের লোক নিশ্চয়ই বিনাশ পায়। এ কি! দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই যে চলে গেল। (পুনর্ব্বার আকাশে) আপনি আবার কি জিজ্ঞাসা কর্‌চেন?—আমার প্যাট্‌রায় কি আছে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চেন?

মশায়, এতে সর্প আছে—এতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি বল্‌চেন?—দেখ্‌তে চান্? ক্ষান্ত হোন্ ও-ইচ্ছা করবেন না, দেখাবার স্থান এ নয়। যদি নিতান্তই দেখ্‌বার কৌতূহল হয়ে থাকে তবে এই গৃহের মধ্যে আসুন, দেখাই। কি বল্‌চেন?—এ অমাত্য রাক্ষসের গৃহ?—ওখানে আমাদের মত লোকের প্রবেশ নিষেধ? তবে আপনি যান্ মশায়; ব্যবসার খাতিরে আমার এখানে প্রবেশ আছে। একি! এও যে চলে গেল। (আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বগত) চন্দ্রগুপ্তের পক্ষাবলম্বী চাণক্যকে দেখে মনে হয়, রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হবে; আবার, মলয়কেতুর পক্ষাবলম্বী রাক্ষসকে দেখে মনে হয়, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বুঝি যায়-যায়।

মৌর্য্যকুল-স্থির-লক্ষ্মী
দৃঢ়বদ্ধ চাণক্যের বুদ্ধি-রজ্জু দিয়া।
রাক্ষস দিতেছে টান
উপায়-হস্তের মুঠে সে রজ্জু ধরিয়া॥

এই দুই জন সুনীতি-কুশল সচিবের বিবাদে নন্দকুল-রাজলক্ষ্মী সংশয়াকুল হয়ে উঠেছেন।

মহারণ্যে দুই গজ হলে' যুদ্ধে রত
ভয়ার্ত্তা করিণী যথা করে ইতস্তত,
সেইরূপ রাজলক্ষ্মী হয়ে অনিশ্চয়
ইতস্তত করি' ক্লেশ পান অতিশয়॥

যাই হোক্, এখন অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে একবার দেখা করে' আসি। (প্রস্থান)

দৃশ্য।—রাক্ষসের গৃহ।

অনুচর-পরিবৃত হইয়া রাক্ষস সচিন্তভাবে আসীন।

রাক্ষ।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

নীতি ও বিক্রমগুণে যদু-কুল সম যেই কুল
চিরকাল করিয়াছে রিপুদলে সমূলে নির্ম্মূল,
বিপুল সে নন্দ-কুলে উচ্ছেদ করিলা বিধি
নির্দ্দয় হইয়া
আকুল এ চিন্তা-ভরে দিবা রাত্রি আমি যে গো
রয়েছি জাগিয়া।
কিন্তু বৃথা চিন্তা মোর—বৃথা এ কল্পনা,
—বৃথা যথা ভিত্তি-বিনা চিত্রের রচনা॥

অথবা,

পরের হইয়া দাস
নীতিতে আমি যে মন করেছি নিবেশ
তাহার কারণ নহে
ভক্তির বিস্মৃতি কিম্বা বিষয়ে আবেশ,
প্রাণের প্রচ্যুতি-ভয়,
কিম্বা আপনার কোন গৌরব-বাসনা,
একমাত্র হেতু তার
শত্রু বধি' মৃত সে রাজার আরাধনা॥

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ভগবতি কমলালয়ে! তুমি আদপে গুণজ্ঞ নও।

আনন্দের হেতু সেই নন্দে করি ত্যাগ
বৈরী মৌর্য্যপুত্রে তব কেন অনুরাগ ?
মদগন্ধী গজ-নাশে মদধারা যায় যথা চলে'
নন্দনাশে তব লয় কেন বল হ'ল না চপলে ॥

অপিচ, বলি ওগো নীচ-কুলোদ্ভবে !

খ্যাত কুলোদ্ভব নৃপ
হয়েছে কি দগ্ধ সবে এ ধরণীর মাঝে ?
তাই কিরে পাপীয়সী
পতিত্বে বরিলি তুই কুলহীন রাজে ?

অথবা :—

চপল কুসুম-কাশ পুরন্ধ্রীর মতি
পুরুষের গুণ-জ্ঞানে বিমুখ সে অতি ॥

আর, দেখিস্ অবিনীতে ! তোর আশ্রয়কে উন্মূলিত করে', আমি তোর মনোরথ ব্যর্থ করব। (চিন্তা করিয়া) যাহোক্ আমি চন্দনদাসের গৃহে গৃহজনকে রেখে নগর হতে বেরিয়ে এসে ভালই করেছি। গৃহজনকে সেখানে রেখে এল্যেম তার কারণঃ— কুসুমপুরে রাক্ষস আবার ফিরে আসবে—সে বিষয়ে সে নিতান্ত উদাসীন নয়—এই কথা ভেবে আমাদের সহকার্য্যকারী রাজ-পুরুষগণের উদ্যম শিথিল হবে না।

তীক্ষ্ণবিষপ্রয়োগী ব্যক্তি সংগ্রহ করে' তাদের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ বধ এবং শত্রুদের মধ্যে ভেদ সাধন করবার জন্য শকটদাসের বিপুল ধন-কোষ তো সঞ্চিত আছে। প্রতিক্ষণ শত্রুদের বৃত্তান্ত জানবার জন্য এবং তাদের ভেদ সাধন করবার জন্য সুহৃদ্বর জীবসিদ্ধি প্রভৃতিরাও নিযুক্ত আছে। আর অধিক কি চাই ?

মহারাজ যাঁর প্রিয় আত্মজ ভাবিয়া
পুষিলেন এত দিন যতন করিয়া
সেই চন্দ্রগুপ্ত ব্যাঘ্র-শিশুর সমান
সবংশে হরিল নন্দ-রাজের পরাণ।
বুদ্ধি-শরে এবে তার করিব গো মর্ম বিদারণ
বর্ম্ম হয়ে দৈব যদি ঈর্ষা-ভয়ে না করে রক্ষণ॥

মলয়কেতুর কঞ্চুকী জাজলির প্রবেশ।

কঞ্চু।—

চাণক্য-নীতিতে যথা, নন্দ-বংশ হয়ে ধ্বংশ,
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে মৌর্য্যকুল ;
তেমতি বার্দ্ধক্যে মোর, কামনা হইয়া নষ্ট
আমাতে গো ধর্ম্ম বদ্ধমূল।
অমাত্য রাক্ষস যথা, করি', বিধিমতে চেষ্টা
তবু নাহি পারে জিনিবারে,
তেমতি আমারো লোভ, ভোগে বৃদ্ধি লভিয়াও
তবু ধর্ম্ম নাশিতে না পারে॥

(দেখিয়া) এই যে অমাত্য রাক্ষস। (পরিক্রমণ করিয়া নিকটে অগ্রসর) অমাত্যের কল্যাণ হোক্!

রাক্ষ।—জাজলি, নমস্কার! দেখ প্রিয়ম্বদক, এঁর জন্য একটা আসন নিয়ে এসো।

প্রিয়ং।—এই যে আসন—বসুন মশায়।

কঞ্চুকী।—(উপবেশন করিয়া) কুমার মলয়কেতু অমাত্যকে এই কথা জানাতে বলেছেনঃ—অনেক দিন হতে আপনি সর্ব্ব প্রকার

দেহ-সংস্কার পরিত্যাগ করায় কুমার মলয়কেতুর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। স্বামী-গুণ সহসা বিস্মৃত হওয়া আপনার পক্ষে দুষ্কর বটে, তবু কুমারের এই অনুরোধটি আপনার রক্ষা করা কর্ত্তব্য (আভরণাদি দেখাইয়া) অমাত্য! এই আভরণগুলি কুমার নিজ অঙ্গ হতে খুলে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন—এইগুলি অনুগ্রহ করে' আপনি ধারণ করুন।

রাক্ষ।—দেখুন জাজলি, আমার নাম করে' কুমারকে বলবেন কুমারের গুণপক্ষপাতী হয়ে আমি স্বামী-গুণও বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু

যাবৎ না সমুদয়
রিপুদল একেবারে করি' নিঃশেষিত,
তব স্বর্ণ-সিংহাসন
"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদে আমি করি প্রতিষ্ঠিত,
তাবৎ শোনোগো নৃপ
শত্রু-অপমান-গ্রস্ত এই দীন দেহে
কিছুমাত্র অলঙ্কার
কেমনে ধারণ আমি করিব বল হে॥

কঞ্চু।—এরূপ অনুরোধ কুমার আর কাহাকেও করেন না—অন্যের পক্ষে এ অতি দুর্লভ—অতএব আপনি তাঁর এই প্রথম অনুরোধটি মান্য করুন।

রাক্ষ।—মহাশয়, কুমারের ন্যায় আপনার বাক্যও অলঙ্ঘনীয়—অতএব আপনি আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করুন।

কঞ্চু।—(ভূষণাদি পরাইয়া দিয়া) আপনার কল্যাণ হোক্! এখন তবে আমার কাজে যাই।

রাক্ষ।—প্রণাম মহাশয়!

কঞ্চু।—আমার কাজে চল্লেম।

(প্রস্থান)

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! জেনে এসো তো, আমার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য কে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়িয়াকে দেখিয়া) কে গো তুমি?

সাঁপু।—বাপু! আমি সাঁপুড়ে, আমার নাম জীর্ণবিষ—অমাত্যকে আমি সাপ-খেলা দেখাতে চাই।

প্রিয়ং।—দাঁড়াও—আমি অমাত্যকে জানিয়ে আসি। (রাক্ষসের নিকট গিয়া) মন্ত্রী-মশায়, একজন সাঁপুড়ে আপনাকে সাপ-খেলা দেখাতে চাচ্চে।

রাক্ষ।—(বামাক্ষির স্পন্দন-সূচনায় স্বগত) একি! প্রথমেই সর্প-দর্শন? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! সাপখেলা দেখ্‌তে আমার কৌতূহল নেই—ওকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়ে বিদায় কর।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়ের নিকট আসিয়া) দর্শন করে' আর কি হবে—অদর্শনেই এই তোমার ফল লাভ হল।

সাঁপু।—বাপু! আমার নাম করে' অমাত্যকে বল, আমি শুধু সর্পোপজীবী নই, আমি একজন কবিও বটে, তা যদি অমাত্য, দর্শন দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত না করেন, তবে অনুগ্রহ করে' অন্ততঃ এই পত্রটি পাঠ করুন।

প্রিয়ং।—(পত্র লইয়া রাক্ষসের নিকট আগমন) অমাত্য-মশায়, সেই সাঁপুড়ে বল্‌চে, সে কেবল সর্পোপজীবী নয়—সে একজন

কবিও বটে—যদি দর্শন দিয়ে অনুগৃহীত না করেন, তবে অন্ততঃ এই পত্রখানি পাঠ করুন। (পত্র-প্রদান)

রাক্ষ।—(পত্র লইয়া পাঠ)

অতীব নিপুণ ভাবে, সমগ্র কুসুমরস পিইয়া ভ্রমর
করে যাহা উদ্‌গীরণ, অন্যের তাহাই হয় অতি কার্য্যকর॥

রাক্ষ।—(স্বগত) ও! "আমি কুসুমপুর-বৃত্তান্ত অবগত হয়েছি, আমি আপনার চর"—শ্লোকটির এই মর্ম্মার্থ। প্রভূত কার্য্যের ব্যস্ততায় চরদের কথা ভুলে গিয়েছিলেম—এখন আবার মনে পড়েছে। সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে বিরাধগুপ্ত বোধ হয় কুসুমপুর থেকে এসেছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক, ঐ সুকবিটিকে এই খানে নিয়ে এসো—ওঁর মুখ হতে ভাল ভাল সুমিষ্ট বচন শুন্‌তে হবে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (সাঁপুড়ের নিকটে গিয়া) আসুন মশায়।

সাঁপু।—(নিকটে আসিয়া অবলোকন করিয়া স্বগত) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস।

অমাত্য রাক্ষস ইনি;
—আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মী যাঁহার উদ্যম,
মৌর্য্যরাজ-কণ্ঠদেশে
শ্লথ বাম বাহুলতা করিয়া স্থাপন
আছেন ফিরায়ে মুখ;
যদিও দক্ষিণ বাহু সবলে জড়িত স্কন্ধ-সনে
গাঢ় আলিঙ্গন-ভরে;—
তবু সেই বাম বাহু, অঙ্কে খসি পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
—মৌর্য্যরাজ-বক্ষদেশ নাহি ধরে গাঢ় আলিঙ্গনে॥

(প্রকাশ্যে) অমাত্যের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে বিরাধ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্মরণ হওয়ায়) প্রিয়ম্বদক! এখন সাপ-খেলা দেখে একটু আমোদ ভোগ করা যাক্। পরিজনেরা এখন বিশ্রাম করুক—তুমিও তোমার কাজে যাও।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা।

(পরিজনবর্গের প্রস্থান)

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এই আসনে বোসো।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—(কষ্টের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! মহারাজের পাদপদ্মোপজীবী ভৃত্যদের এখন এই অবস্থা। (রোদন)

বিরা।—অমাত্য! দুঃখ করে' কি হবে? আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই আপনি আমাদের পুরাতন অবস্থা আবার ফিরিয়ে আন্‌বেন।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এখন কুসুমপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

বিরা।—অমাত্য! কুসুমপুরের তো বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত—এখন কোন্ কথা থেকে আরম্ভ করব বলুন।

রাক্ষ।—চন্দ্রগুপ্তের নগরে প্রবেশ করা হতে, আমার তীক্ষ্ণবিষদায়ী চরেরা কি কি কাজ করলে আমি সমস্ত শুন্‌তে চাই।

বিরা।—এই আমি বল্‌চি শুনুন:—চাণক্যের বুদ্ধিতে চালিত হয়ে, শক যবন কিরাত কাম্বোজ পারসীক বাহ্লীক প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতেশ্বরের সৈন্য-সাগরে—প্রলয়ের জলপ্লাবনের মত—সমস্ত কুসুমপুর একেবারে অবরুদ্ধ।

রাক্ষ।—(শস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে) আমি থাক্‌তে কার সাধ্য কুসুমপুর অবরোধ করে ? প্রবীরক ! প্রবীরক !

প্রাকারের চারিধারে

ধনুর্দ্ধারী লোক শীঘ্র করহ স্থাপন,

শত্রু-করি-ভেদ-ক্ষম

গজবৃন্দ পুরদ্বার করুক রক্ষণ,

ত্যজিয়া মরণ-ভয়

নাশিতে দুর্ব্বল শত্রু বাসনা যাদের,

মোর সনে একপ্রাণে

অভিলাষ করে যারা অভীষ্ট যশের,

নির্গত হউক তারা

পুর হতে, বিলম্ব না করি' তিলার্দ্ধের ॥

বিরা।—অমাত্য মশায় ! উদ্বিগ্ন হবেন না—আমি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণন করছিলেম।

রাক্ষ।—ও !—পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত ? আমি মনে করছিলেম, বর্ত্তমানের কথা বল্‌চ। (শস্ত্র ত্যাগ করিয়া সাশ্রু লোচনে) হা মহারাজ নন্দ ! সেই সময়ে তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করতে, আমার তা বিলক্ষণ স্মরণ আছে।

মেঘনীল গজ-ঘটা যেথায় চলিছে,

"রাক্ষস যেন গো যায় এখনি তথায়।"

চঞ্চল তরঙ্গগতি অশ্বসৈন্য যেথা,

"এখনি রাক্ষস যেন সেই স্থানে ধায়।"

"বিপক্ষ-পদাতি-সৈন্য নাশুক রাক্ষস,"

এইরূপ কত আজ্ঞা দিতেন অজস্র।

জান নাকি, স্নেহসূত্রে হেথা অবস্থিত
একা হইয়াও আমি ছিলাম সহস্র ?

—তার পর, তার পর ?

বিরাধ।—তার পর, চারি দিক হতে পুষ্পপুর অবরুদ্ধ দেখে, পৌর-দিগের প্রতি আচরিত এই অত্যাচার আর সইতে না পেরে, সেই অবস্থায় পৌরজনের অনুরোধে, সুরঙ্গ দিয়ে মহারাজ সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি তপোবনে পলায়ন করলেন। প্রভুর অবর্ত্তমানে আমাদের সৈন্য-মণ্ডলীর প্রযত্ন শিথিল হয়ে গেল—তখন শত্রুগণ জয় ঘোষণা করতে লাগল। নগরের মধ্যে থাক্‌লে শত্রুগণ নানা-প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে মনে করে' অমাত্য আপনিও তো সুরঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন এবং নন্দরাজ্য পুনঃস্থাপন ও চন্দ্রগুপ্তের নিধনের জন্য বিষকন্যা-প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন—কিন্তু দৈবক্রমে সেই বিষকন্যার দ্বারাই নিরপরাধ পর্ব্বতেশ্বর নিহত হলেন।

রাক্ষ।—সখা দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার !

অর্জ্জুনে বধিতে কর্ণ
"একপুরুষ-ঘাতিনী" শক্তি রাখে ঠিক্ করি',
কৃষ্ণের সন্তোষ-তরে
নাশে ঘটোৎকচে উহা, পার্থে পরিহরি।
সেইরূপ বিষকন্যা
রক্ষিত হইয়াছিল চন্দ্রগুপ্ত-তরে,
চাণক্যের কল্যাণার্থ
নিহত করিল শেষে পর্ব্বতেশ্বরে॥

বিরা।—অমাত্য! দৈবের এস্থলে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাচ্চে, কি করা যায় বলুন।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, পিতা নিহত হলে, ভয়ে কুমার মলয়কেতু কুসুমপুর হতে পলায়ন করলেন। পর্ব্বতক-ভ্রাতা বৈরোধকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হল যে, এ হত্যাকাণ্ড চাণক্যের দ্বারা সাধিত হয় নি। তার পর, চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন, এইরূপ ঘোষণা করে' দেওয়া হল। দুর্ম্মতি চাণক্য কুসুমপুর নিবাসী সমস্ত সূত্রধারদের আহ্বান করে' বল্লেন, "দৈবজ্ঞের কথা-অনুসারে আজই অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন। অতএব প্রথম-দ্বার হতে আরম্ভ করে' সমস্ত রাজভবন তোমরা এখনি সংস্কার কর।" তাতে সূত্রধারেরা বল্লে,—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন প্রথমে জান্‌তে পেরেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কনক-তোরণ স্থাপনাদি কার্য্যের দ্বারা প্রথমেই রাজদ্বারের সংস্কার শেষ করেছেন, এখন ভবনের অভ্যন্তরে সংস্কার আবশ্যক।" আদেশের অপেক্ষা না করেই রাজভবন-দ্বারের সংস্কার করা হয়েছে শুনে চাণক্যবটু পরিতুষ্ট হয়ে দারুবর্ম্মার নৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন এবং শীঘ্রই "সমুচিত পারিতোষিক পাবে" এইরূপ তাকে বল্লেন।

রাক্ষ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখা! চাণক্য-বটুর পরিতোষ শেষে কোথায় রইল?—আমি জানি, দারুবর্ম্মার সমস্ত প্রযত্ন হয় বিফল, নয় অনিষ্ট-ফলে পরিণত হয়েছে। এইরূপ বুদ্ধিমোহে অথবা অতিমাত্র রাজভক্তি-প্রযুক্ত কাল-প্রতীক্ষা না করেই

যে সে এই সংস্কারাদি কার্য্য করেছিল, তার দরুণ চাণক্য-বটুর মনে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হয়। তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, দুর্ম্মতি চাণক্য শুভ লগ্নে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনে প্রবেশ হবে, এইরূপ শিল্পী ও পুরবাসীদের মনে ধারণা করিয়ে দিলেন। সেই সময় উপস্থিত হলে, পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত একাসনে বসিয়ে রাজ্যের অর্দ্ধার্দ্ধি ভাগ করা হল।

রাক্ষ।—পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধভাগ পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতা বৈরোধককে কি তবে সত্যই দেওয়া হয়েছিল?

বিরা। দেওয়া হয়েছিল বৈকি অমাত্য।

রাক্ষ।—(স্বগত) চিরধূর্ত্ত চাণক্যবটু সেই নিরপরাধ পর্ব্বতেশ্বরের গুপ্তবধ সাধন করে', যে অপযশের ভাগী হয়েছিল সেই অপযশ পরিহারার্থ, লোকের নিকট তার প্রতিপত্তি লাভের এইরূপ চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, প্রথমে তো প্রকাশ করা হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত অর্দ্ধরাত্রে ভবন প্রবেশ করবেন—কিন্তু তা না হয়ে, দুর্ম্মতি চাণক্যের আদেশ-ক্রমে, তুষার-স্বচ্ছ মুক্তাহার-পরিশোভিত উজ্জ্বল বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করে', মণিময় উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে এবং সুগন্ধ কুসুমমালা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্য্যক্‌ভাবে বক্ষঃস্থলে ধারণ করে' বৈরোধক, চন্দ্রগুপ্তের বাহন চন্দ্রলেখা নামক হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। চন্দ্রগুপ্তের অনুচর রাজলোক তাঁর অনুগমন করতে লাগল—চির-পরিচিত লোকেরাও বৈরোধককে চিন্‌তে না পেরে চন্দ্রগুপ্ত বলে' ভ্রম করতে লাগ্‌ল। বৈরোধক হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' অভিবেগে নন্দভবন প্রবেশে

প্রবৃত্ত হলেন। অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত দারুবর্ম্মা নামে সূত্রধার তাকে চন্দ্রগুপ্ত ভেবে তার নিধনের জন্য যন্ত্র তোরণ পূর্ব্বহতেই সজ্জিত করে' রেখেছিল। তার পর, বাহনস্থিত চন্দ্রগুপ্তের অনুযাত্রী ভূপালগণ পুরদ্বারের বাহিরে বাহনদের থামিয়ে রাখ্‌লেন—কেবল বৈরোধকই একাকী অগ্রসর হলেন। তার পর, অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত "বর্ব্বরক" নামে চন্দ্রগুপ্তের মাহুৎ, কণক-শৃঙ্খল-বিলম্বিত কণক-দণ্ড হতে একটি গুপ্ত ছোরা টেনে বার করলে।

রাক্ষ।—উভয়েরই যত্ন অস্থানে প্রযুক্ত।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, ছুরিকা আকর্ষণের সময়, মাহুতের জঘনাঘাতে উত্তেজিত হয়ে করিণী অতি বেগে চল্‌তে লাগ্‌ল। তার পর, যেরূপ মন্দগতিতে হস্তিনী পূর্ব্বে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই গতি-অনুসারেই প্রথমে লক্ষ্যস্থির করা হয়,কিন্তু এই সময়ে হস্তীর গতি আবার দ্রুত হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অসময়ে যন্ত্র তোরণ পতিত হল—তাই দেখে দারুবর্ম্মা ছুরিকা বার করে', চন্দ্রগুপ্ত মনে করে' বৈরোধককে আঘাত করতে উদ্যত হল, কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য না হয়ে বর্ব্বরক বেচারাকে বধ করলে। তার পর, দারুবর্ম্মা মনে করলে, যন্ত্র-তোরণপাতে কার্য্য সিদ্ধি হলনা, চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই তার প্রাণদণ্ড হবে—এই মনে করে', শীঘ্র উত্তুঙ্গ তোরণদেশে আরোহণ করে', যন্ত্র-চালনের মূল বীজ সেই লোহ কীলকটি উঠিয়ে নিয়ে করিণী-পৃষ্ঠারূঢ় সেই নিরপরাধ বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রমে নিহত করলে।

রাক্ষ।—কি সর্ব্বনাশ! দুইটি বিষম অনর্থ উপস্থিত হল। চন্দ্রগুপ্ত

নিহত হল না—নিহত হল বৈরোধক আর বর্ব্বরক। (আবেগ-সহকারে স্বগত) এরাতো নিহত হল না, দৈব আমাদেরই নিহত করলেন। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা এখন সেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কোথায়?

বিরা।—বৈরোধকের সম্মুখে যে সব পদাতিরা ছিল তারা লোষ্ট্রা-ঘাতে তাকে বধ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রু লোচনে) কি কষ্ট! কি কষ্ট! আহা! প্রিয় সুহৃদ দারুবর্ম্মা আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন? আচ্ছা, সেই ভিষক্ অভয়-দত্ত কি কাজ করলেন?

বিরা।—অমাত্য, তাঁর যা করবার তিনি সমস্তই করেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) দুর্মতি চন্দ্রগুপ্ত কি নিহত হয়েছে?

বিরা।—না অমাত্য, দৈবক্রমে তিনি বেঁচে গেছেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) তবে যে তুমি পরিতুষ্ট হয়ে বল্লে' সমস্তই করেছেন, তার অর্থ কি?

বিরা।—অমাত্য! তিনি চন্দ্রগুপ্তের জন্য বিষচূর্ণ-মিশ্র ঔষধ প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু দুর্মতি চাণক্য কনক-পাত্রে তার বর্ণান্তর উপলব্ধি করে' চন্দ্রগুপ্তকে বল্লে—"বৃষল! বৃষল! এ ঔষধে বিষ আছে, পান কোরো না।"

রাক্ষ।—এই বটুটা ভারি শঠ্। আচ্ছা,তার পর সেই বৈদ্যের কি হল?

বিরা।—সে ঔষধ সেই বৈদ্যকেই পান করান হল—আর তাতেই তার মৃত্যু হল।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) আহাহা! তাহলে বলনা কেন, মহান বিজ্ঞান-রাশিই গত হয়েছেন। আচ্ছা, চন্দ্রগুপ্তের শয্যা-সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী প্রমোদকের কি হল?

বিরা।—সেও নিহত হয়েছে।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) কি রকম করে' ?

বিরা।—সে লোকটা অতি মূর্খ। অমাত্য ! আপনারই প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি লাভ করে', বিপুল ব্যয়-সহকারে সে সম্ভোগ আরম্ভ করেছিল। তার পর, "কোথা হতে তোমার এত প্রভূত ধনাগম হল"—এই কথা তাকে জিজ্ঞাসা করায় পরস্পর-বিরোধী সে অনেক কথা বল্লে—তাতে দুর্মতি চাণক্য কোন বিচিত্র উপায়ে তাকে বধ করতে আদেশ করলেন।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) এস্থলেও দৈব আমাদের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হলেন। আচ্ছা, রাজ-শয়ন-গৃহের অভ্যন্তরস্থ সুরঙ্গে অবস্থান করে' আমাদের নিযুক্ত বীভৎসক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা, নিদ্রিতাবস্থায় চন্দ্রগুপ্তকে যে বধ করবে বলেছিল, তার কি হল ?

বিরা।—অমাত্য, সে অতি দারুণ বৃত্তান্ত।

রাক্ষ।—(সাবেগে) দারুণ বৃত্তান্ত কিরূপ ? দুর্মতি চাণক্য তো জান্‌তো না, সুরঙ্গের মধ্যে তাদের বাস ?

বিরা।—জান্‌তো বৈ কি।

রাক্ষ।—কি করে' জান্‌লে ?

বিরা।—প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত ভবনে যেই প্রবেশ করলেন, অমনি দুরাত্মা চাণক্য শয়ন-গৃহের চারিদিক ভাল করে' দেখেনিলে। তার পর একটা ছিদ্র হতে, ভাতের কণা নিয়ে একসার পিঁপ্‌ড়ে বেরিয়ে আস্‌চে দেখ্‌তে পেয়ে মনে করলে অবশ্যই ঘরে মনুষ্য আছে; তাই ঘরের ভিতরে আগুন ধরিয়ে দিলে। বীভৎসক প্রভৃতি বেরোবার পথ না পেয়ে গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়ে নিহত হল।

রাক্ষ।—(সাশ্রু লোচনে) সখা! দেখ, চন্দ্রগুপ্তের অদৃষ্টগুণে সবাই নিহত হল।

চন্দ্রগুপ্ত বধ-তরে বিষময়ী যে কন্যায়
নিজে আমি করিনু প্রেরণ,
রাজ্যার্দ্ধভাগী নৃপ পর্ব্বতক, দৈববশে
তাহাতেই হইল নিধন।
নিয়োজিনু যাহাদের মহারাজ চন্দ্রগুপ্তে
বধিবারে যন্ত্র-বিষ-বলে,
তারাই মরিল আগে; আমার নীতিতে দেখ
মৌর্য্যের শুভই শুধু ফলে॥

বিরা।—অমাত্য! তবু, যে কাজ আরম্ভ করা গেছে তা ছাড়া উচিত নয়। দেখুন অমাত্য:—

বিঘ্ন-ভয়ে কার্য্যারম্ভ কভু নাহি করয়ে অধম,
আরম্ভিয়া বাধা পেয়ে ক্ষান্ত হয় যে জন মধ্যম,
পুনঃ পুনঃ বাধা পেয়ে তবু যেনা প্রারব্ধরে ছাড়ে
তাহারি উত্তম গুণ, সকলে উত্তম বলে তারে॥

অপিচ:—

অনন্ত-শরীরে কিগো হয়নাকো ভূধারণ-ক্লেশ?
তবুতো নিঃক্ষেপ নাহি করে কভু ধরণীরে "শেষ।"
দিবাপতি-গতিতে কি—বলদেখি—নাহি পরিশ্রম?
তবুতো নিশ্চলভাবে নাহি থাকে সূর্য্য কদাচন।
লজ্জা নাহি পায় কি গো শ্লাঘ্য জন ত্যজি' অঙ্গীকার?
—অঙ্গীকার পালন্ইতো সাধুদের চির-কুলাচার॥

রাক্ষ।—সখা! প্রারব্ধ কার্য্য ত্যাগ করা উচিত নয়—এখুব ঠি
কথা। তার পর, তার পর?

বিরা।—সেই অবধি দুর্ম্মতি চাণক্য সহস্রগুণে অধিক সাবধান হয়ে
"এ ব্যক্তি হতে চন্দ্রগুপ্তের এই অনিষ্ট হবে" এইরূপ পূর্ব্বহতে
আশঙ্কা করে' কুসুমপুর-নিবাসী নন্দামাত্যের অনুগত তাব
লোককেই নিগৃহীত করলেন।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) আচ্ছা বয়স্য, কে কে নিগৃহীত
হ'ল বল দিকি?

বিরা।—অমাত্য! প্রথমেই তো বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি অপমানে
সহিত নগর হতে নির্ব্বাসিত হল।

রাক্ষ।—(স্বগত) এ দণ্ড তার পক্ষে অসহ্য নয়। তার পরিবা
নেই—তার পক্ষে স্থানচ্যুতি বিশেষ কষ্টকর হবে না। (প্রকাশ্যে)
সখা, কি অপরাধে তার নির্ব্বাসন হল?

বিরা।—"সে দুরাত্মা রাক্ষসের কথা-মত বিষ-কন্যা দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে
বধ করে"—এই অপরাধে।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু চাণক্য সাধু!

নিজ অপযশ তব করি' পরিহার,
চাপাইলে আমাপরে সব দোষভার।
অর্দ্ধরাজ্যভাগী সেই পর্ব্বতেশে নাশি'
একনীতি-বীজে তব বহু ফল-রাশি॥

(প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

বিরা।—তার পর, "চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার জন্য শকটদাস, দারুবর্ম্ম
প্রভৃতিকে নিয়োজিত করেছিল"—এই কথা ঘোষণা করে
দিয়ে, শকট দাসকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হল।

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) হা সখা শকটদাস! তোমার এরূপ মৃত্যুদণ্ড নিতান্তই অন্যায়। তবে স্বামীর জন্য তুমি প্রাণ দিয়েছ, তাই তোমার জন্য শোক করা উচিত নয়। এস্থলে আমরাই শোচনীয়; যেহেতু, নন্দবংশ ধ্বংশ হবার পরেও আমরা বাঁচতে ইচ্ছা করচি।

বিরা।—অমাত্য! সে কথা ঠিক্ নয়—আর কিছুর জন্য না হোক্, স্বামীর কার্য্য সাধনার্থেই আমাদের এখনও জীবন ধারণ করা প্রয়োজন।

রাক্ষ।—সখা!

এই জন্য আমরাও করিয়াছি জীবনে বাসনা
—না করে কৃতঘ্নজন মৃতরাজে কভু আরাধনা॥

সখা, আর আর সুহৃদদের কি বিপদ ঘট্‌ল বল দিকি—আমি এখন সবই শুন্‌তে প্রস্তুত।

বিরা।—তার পর, চন্দনদাস ভীত হয়ে, অমাত্য! আপনার পুত্র-কলত্র পরিবারকে স্থানান্তরিত করলেন।

রাক্ষ।—সখা, তাহলে চন্দনদাস ক্রূর-মতি চাণক্য-বটুর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন!

বিরা।—অমাত্য! সুহৃদের বিরুদ্ধে কাজ করলে আরও অন্যায় হত।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, চাণক্য বটুর অনুরোধ-ক্রমেও যখন অমাত্যের পুত্র-কলত্রকে চন্দনদাস সমর্পণ করলেন না, তখন চাণক্য-বটু কুপিত হয়ে—

রাক্ষ।—নিশ্চয়ই তাঁকে বধ করলেন।

বিরা।—না অমাত্য! বধ করেননি কিন্তু গৃহের ধনসম্পত্তি সমস্ত

হস্তগত করে' পুত্র-কলত্রের সহিত তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলে।

রাক্ষস।—পরিতুষ্ট হয়ে তুমি একথা বলচ—এতে পরিতোষের বিষয় কি আছে? রাক্ষসের পুত্র-কলত্র, স্থানান্তরিত হয়েছে, একথা বলাও যা, পুত্র-কলত্রের সহিত রাক্ষস কারারুদ্ধ হয়েছে একথা বলাও তা।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক্! শকটদাস দ্বার-দেশে উপস্থিত।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! এ কি সত্য?

প্রিয়ং।—অমাত্যের ভৃত্যেরা কি কখন মিথ্যা বল্‌তে পারে?

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এ কি ব্যাপার?

বিরা।—অমাত্য! যে ব্যক্তি রক্ষা হবার, ভবিতব্যতাই তাকে রক্ষা করে।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! সত্যই যদি এসে থাকে, তবে কেন বিলম্ব করচ—তাকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান)

শকটদাস এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

শক।—(দেখিয়া স্বগত)

মৌর্য্য যেন বজ্রমূল
—তীম শূল হেরিলাম প্রোথিত ভূতলে,

মর্ম্মঘাতী বধ্যমালা
মৌর্য্যলক্ষ্মী রূপে যেন পরিলাম গলে।
নন্দ-বধ-কালে ঘোর
অশ্রাব্য ঘোষণা-বাদ্য শ্রবণে শুনিয়া
পূর্ব্ব হতে হয়ে আছে
হৃদয় কঠিন মোর—গিয়াছে সহিয়া,
—তাই মর্ম্মাহত মোর হয় নাই হিয়া॥

(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস।
নন্দ-ক্ষয় হইলেও স্বামীতে অক্ষয় ভক্তি,
সাধন করেন স্বামী-কাজ,
স্বামীভক্তদের ইনি পরম দৃষ্টান্ত হয়ে
পৃথ্বী-মাঝে করেন বিরাজ॥

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) অমাত্যের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সখা শকট দাস! কুটিলমতি চাণক্যের দৃষ্টিগোচর হয়েও তুমি যে আবার আমার দৃষ্টিগোচর হলে, এ আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এসো আমাকে আলিঙ্গন কর।

শক।—(তথা করণ)

রাক্ষ।—(শকট দাসকে আলিঙ্গন করিয়া) এই আসনে বোসো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—সখা শকট দাস! কোন্ ব্যক্তি হতে আমি আজ এই হৃদয়ানন্দ লাভ করলেম বল দেখি?

শক।—(সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া) অমাত্য! প্রিয়সুহৃদ সিদ্ধার্থক ঘাতকদের তাড়িয়ে দিয়ে বধ্য-স্থান হতে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) বাপু সিদ্ধার্থক, আমাদের এই প্রিয়সখার তুমি যার পর নাই উপকার করেছ—এর সমুচিত প্রতিদান আর কি হতে পারে—তবু এইগুলি দিচ্চি গ্রহণ কর।

(নিজ গাত্র হইতে ভূষণাদি খুলিয়া সিদ্ধার্থককে প্রদান)

সিদ্ধা।—(গ্রহণ করিয়া পদতলে পতিত হইয়া স্বগত) এখন তবে আমি প্রভু চাণক্যের আদেশ-অনুসারে কাজ করি। (প্রকাশ্যে) অমাত্য! এখানে আমি এই প্রথম এসেছি, এখানে আমার এমন কেউ পরিচিত লোক নেই, যার কাছে অমাত্যের এই পারি-তোষিক উপহারগুলি রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি। তাই আমার ইচ্ছা, অমাত্যের মুদ্রায় মুদ্রিত করে' অমাত্যের ভাণ্ডারেই এগুলি রাখা হয়। যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন আবার আমি নেব।

রাক্ষ।—আচ্ছা, তাতে আপত্তি কি, শকট দাস! তাই কর।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (মুদ্রা দেখিয়া জনান্তিকে) অমাত্য! এই মুদ্রাটি যে আপনার নামাঙ্কিত।

রাক্ষ।—(দেখিয়া সবিষাদে মনে মনে বিচার করত স্বগত) আহা! আমার উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য, নগর হতে প্রস্থান করবার সময়, ব্রাহ্মণী আমার হাত থেকে এটি নিয়েছিলেন। আচ্ছা, এর হাতে কি করে' এল? (প্রকাশ্যে) বাপু সিদ্ধার্থক! এটি কোথা থেকে পেলে বল দিকি?

সিদ্ধা।—অমাত্য! চন্দনদাস নামে কুসুমপুর-নিবাসী একজন

মণিকার শ্রেষ্ঠী আছেন। তাঁর গৃহদ্বারে এটি পড়েছিল—আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।

রাক্ষ।—সম্ভব।

সিদ্ধা।—অমাত্য! কিসে সম্ভব মনে করলেন?

রাক্ষ।—সখা! ধনীদের দ্বারেই এইরূপ হস্ত-চ্যুত দ্রব্য পাওয়া যায়।

শক।—সখা সিদ্ধার্থক! অমাত্য-নামাঙ্কিত এই মুদ্রাটি তুমি দেও, অমাত্য অর্থ দিয়ে তোমাকে পরিতুষ্ট করবেন।

সিদ্ধা।—অমাত্য এই মুদ্রাটি অনুগ্রহ করে' গ্রহণ করলেই আমার যথেষ্ট পরিতোষ হবে—আমি আর কোন পারিতোষিকের প্রার্থী নই। (মুদ্রা সমর্পণ)

রাক্ষ।—দেখ সখা শকটদাস! তোমার অধিকার-ভুক্ত কার্য্যে এই মুদ্রাটি ব্যবহার কোরো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য।

সিদ্ধা।—অমাত্য! একটা কথা নিবেদন করব কি?

রাক্ষ।—বাপু! বিশ্বস্তভাবে অসংকোচে বল।

সিদ্ধা।—অমাত্য তো জানেনই, দুর্মতি চাণক্যের কোন অপ্রিয় কাজ করে' পাটলীপুত্রে পুনর্ব্বার প্রবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; তাই আমার ইচ্ছা, এখানে থেকেই অমাত্যের শ্রীচরণ সেবা করি।

রাক্ষ।—বাপু, সে তো সুখের বিষয়। তোমার মত প্রিয় মিত্রকে কাছে রাখাই আমার ইচ্ছা—তুমি আপনিই যখন সেইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে, তখন আর সে বিষয়ে তোমাকে আমার অনুরোধ করতে হল না। হাঁ, তুমি আমার কাছেই থাকো।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) অনুগৃহীত হলেম।

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! সিদ্ধার্থকের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (সিদ্ধার্থকের সহিত প্রস্থান)

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! কুসুমপুরের অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা এখন বল দিকি। কুসুমপুর-নিবাসী চন্দ্রগুপ্তের প্রজাদের উপর আমাদের ভেদ-কার্য্য কি আরম্ভ হয়েছে?

বিরা।—হাঁ অমাত্য! হয়েচে বৈ কি; যথাক্রমে প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের উপর ভেদ-নীতি প্রয়োগ করা যাচ্চে। এখন রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছে।

রাক্ষ।—সখা, তাঁদের মধ্যে মনান্তরের কারণ কি বল দেখি।

বিরা।—অমাত্য! এই তার কারণ। মলয়কেতুর পলায়নের পর থেকে চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে নিঃশত্রু মনে করে', চাণক্যের মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হচ্চেন না, আবার চাণক্যও এখন জয়গর্ব্বে গর্ব্বিত, তিনিও চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করে' চন্দ্রগুপ্তের মনে বিরক্তি উৎপাদন করতে সঙ্কুচিত হচ্চেন না। এ তো আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! তবে তুমি আবার সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে কুসুমপুরে যাও। সেখানে বৈতালিক-ব্যবসায়ী স্তনকলস নামে আমার একটি সুহৃদ বাস করেন। তুমি গিয়ে আমার নাম করে' তাঁকে বল, চন্দ্রগুপ্ত যে আজ-কাল চাণক্যের আজ্ঞা ভঙ্গ করচেন সেই বিষয়ে তিনি প্রশংসা-সূচক শ্লোক পাঠ করে' চন্দ্রগুপ্তকে যেন উত্তেজিত করেন। তার যা ফল হয়, অতি গোপনে উষ্ট্রারোহী দূতের দ্বারা আমাকে সংবাদ পাঠিও।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান)

একজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক্! অমাত্য! শকটদাস এই কথা আমাকে জানাতে বল্লেন, এই তিনটি অলঙ্কার একজন বিক্রী করতে এনেছে; তা, এইগুলি আপনি একবার দেখুন।

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) ওঃ! এগুলি যে মহামূল্য অলঙ্কার। বাপু! শকটদাসকে বল, বিক্রেতাকে যথোচিত মূল্য দিয়ে এ-গুলি যেন গ্রহণ করা হয়।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাক্ষ।—আমিও ততক্ষণ একজন উষ্ট্রারোহীকে কুসুমপুরে পাঠাই। (উঠিয়া) দুরাত্মা চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের ভেদসাধন কি হবে?—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না দেখা যাক্।

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত
সর্ব্বরাজ-অধিরাজ হয়ে এবে আছে তেজ-ভয়ে,
"আমারি আশ্রয়ে রাজা
চন্দ্রগুপ্ত"—চাণক্যেরো এই গর্ব্ব জাগিছে অন্তরে।
একজন রাজ্য লাভে
হইয়াছে কৃতকার্য্য—অন্যজন প্রতিজ্ঞার কাজে;
উভয়ের সফলতা
এই অবসর লভি ঘটাইবে ভেদ দোঁহা-মাঝে॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ।

বৈহিনার কঞ্চুকীর প্রবেশ।

শোন্ বলি তৃষ্ণা ওরে! যে সব ইন্দ্রিয়-যোগে
রূপাদি বিষয় নিরূপিয়া
লভিস্ জনম তুই, হত সেই চক্ষু আদি;
এবে রুদ্ধ তাহাদের ক্রিয়া।
আজ্ঞাবহ অঙ্গগুলি
ত্যজিয়াছে ক্রমে ক্রমে পটুতা আপন,
জরা আসি' মূর্দ্ধে তব
সবলে করেছে দেখ্ চরণ স্থাপন,
মিছে তবে কেন মোরে করিস্ দহন॥

(পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ওহে সুগাঙ্গ-প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারিগণ! সুগৃহীতনামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমাদের এই আদেশ করচেন :—কুসুমপুরে যে অতি রমণীয় কৌমুদী-মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে তা আমি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। অতএব "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদের উপরে আমাদের দর্শন-যোগ্য স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট কর।—সে সমস্ত ঠিক্ করতে তোমাদের বিলম্ব হচ্চে কেন? (আকাশে শ্রবণ)

প্রত্যুত্তর।—"আপনি বলেন কি মহাশয়? মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী-উৎসব করতে নিষেধ করেছেন তা কি আপনি জানেন না?"

কঞ্চুকী।—(আকাশে) আরে হতভাগারা! তোদের মরণ উপ-

গান।

সব বাজে কথা রেখে দিয়ে উৎসবের শীঘ্র
কর্।

প্রাসাদের স্তম্ভরাজি ধূপের বিমল গন্ধে
হোক্ সুরভিত,
পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল চামরে শোভিত হোক্—
মাল্যে বিভূষিত।
প্রাসাদ-কুট্টিম-ভূমি রাজসিংহাসন-ভারে
বহুদিন বিমূর্চ্ছিত-প্রায়
সপুষ্প চন্দন-বারি সিঞ্চিয়া তাহার পরে,
শীঘ্র করি' শান্ত কর তায়॥

উত্তর।—কি?—শীঘ্র আমাদের এই সমস্ত উদ্যোগ করতে বলচেন?

কঞ্চুকী।—(আকাশে) শীঘ্র কর, শীঘ্র কর, ঐ দেখ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই দিকে আসচেন।

যাঁর পিতা নন্দরাজ
সুদৃঢ় অঙ্গের বলে মহাভারক্ষম,
বিষম দুর্গম পথে
ধরণীর গুরুভার করিলা বহন,
এ নব-বয়সে দেখ
তিনি এবে বহিতে উদ্যত সেই উচ্চ গুরুভার;
মনস্বী সুশিক্ষাবলে
সহেন সতত ক্লেশ—কভু না করেন পরিহার॥

প্রতীহারীর সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা।—(স্বগত) রাজাকে বাধ্য হয়ে শাস্ত্রবিহিত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করতে হয়—সুতরাং রাজা পরাধীন—তাঁর পক্ষে রাজত্ব অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার।

পরার্থের অনুষ্ঠানে
স্বার্থপরতাতে করে নৃপেরে জড়িত,
নিজস্বার্থ তেয়াগিলে
নৃপের নৃপত্ব পুনঃ হয় অন্তর্হিত।
আপনার স্বার্থ হতে
পরার্থরে যদি কেহ প্রিয় করি' গণে
তবে সে তো পরাধীন,
সুখাস্বাদ কোথা পাবে পরাধীন জনে?

তাছাড়া, আত্মসংযমী আত্মবান রাজাদের পক্ষে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত দুরারাধ্যা।

উপাসক ভীরু হ'লে উদবিগ্ন লক্ষ্মীর পরাণ,
মৃদু হলে পর-অপমান-ভয়ে করেন প্রস্থান,

মূর্খেরে করেন ঘৃণা,
অধিক বিদ্বান হ'লে নাহি হয় প্রেমের উচ্ছ্বাস,
শূরে দেখি' পান ভয়,
নিতান্ত হইলে ভীরু তাহারে করেন উপহাস।
আদরিণী বেশ্যা-সম
লক্ষ্মীরে সেবিতে হয় অতিকষ্টে হয়ে তাঁর দাস॥

তার পরে আবার, "আমার সহিত কৃত্রিম কলহ করে' কিছু-কাল স্বতন্ত্রভাবে রাজ-কার্য্য করবে" এইরূপ আবার ঠাকুর আমাকে উপদেশ করেছেন। এই পাতকের কাজ কি ক'রে তিনি আমার কাছ থেকে স্বীকার করিয়ে নিলেন? অথবা, ঠাকুরের উপদেশ-অনু-সারে কাজ করে' করে', আমার চিত্ত নিতান্ত পরাধীন হয়ে পড়েছে।

এই ভূমণ্ডল-মাঝে সৎকার্য্য করিলে শিষ্য
গুরু নাহি করে নিবারণ,
মোহবশে যদি কভু, পথ ছাড়ি যায়, তারে
ফিরায় গো গুরুর শাসন।
সুশিক্ষিত সাধু জন
অবাধে স্বাধীন ভাবে বিচরে সতত,
আমিই রয়েছি শুধু
স্বাতন্ত্র্য-বিমুখ হয়ে পর-পদানত॥

(প্রকাশ্যে) দেখ বৈহীনরা সুগাঙ্গ-প্রাসাদে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(রাজার পরিক্রমণ)

দৃশ্য—"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ, এই সুগাঙ্গ-প্রাসাদ। ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

রাজা।—(আরোহণ করিয়া চারিদিকে অবলোকন করত) আহা! শরৎকালের শোভা-সৌন্দর্য্যে দিঙমণ্ডল কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!

বর্ষা-অপগমে ছায় শুভ্র মেঘ-খণ্ডগুলি
শীর্ণ বালু-তট সম
চারিদিকে সমাকীর্ণ কল-কল্লোলকারী
সারসের সমাগম।
রজনীতে পরিব্যাপ্ত বিচিত্র নক্ষত্ররাজি
বিকচ কুমুদ-প্রায়,
দীর্ঘ দশদিক যেন নভস্তল হতে ঝরি
নদীরূপে বহে যায়॥

অপিচ :—

উচ্ছলিত জল-দলে উপদেশি' না লঙ্ঘিতে
স্বনির্দ্দিষ্ট পথ
সুপ্রচুর শস্য-ভারে শালী-ধান্য-শিখা-গুলি
করি' অবনত,
উগ্র-বিষ-সম সেই ময়ূরগণের মদ
করিয়া হরণ
বিনয়ের উচ্চ শিক্ষা শরৎ সকল জনে
করে বিতরণ॥

অপিচ :—

পতি সে বহু-বল্লভ
—অপ্রসন্না গঙ্গা তাই থাকে ঈর্ষা-ভরে,
রতি-কথা-সুচতুরা
শরৎ দূতীর ন্যায় তাঁরে শান্ত করে।

যতনে প্রসন্ন করি'

মার্গে আনি' কোন মতে কৃশাঙ্গী দেবীকে

লয়ে যায় তাঁরে সিন্ধু-পতির সমীপে॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) একি! কুসুমপুরে আজ কৌমুদী-উৎসবের উদ্যোগ দেখ্‌চি নে কেন? আচ্ছা, বৈহীনরা আমার নাম করে' কুসুমপুরে আজ কৌমুদী-মহোৎসবের ঘোষণা করে' দিয়েছিলে তো?

কঞ্চু।—মহারাজ, ঘোষণা করেছিলেম বৈ কি।

রাজা।—তবে কেন পৌরজনেরা আমাদের আদেশ-অনুসারে কাজ করচে না?

কঞ্চু।—(কান ঢাকিয়া) সে কি কথা মহারাজ? মহারাজের আজ্ঞা ইতিপূর্ব্বে কেহই লঙ্ঘন করতে সাহস করে নি—আজ কি না তা পৌরজনেরা লঙ্ঘন করবে?

রাজা।—তবে, বৈহীনরা এখনও পৌরজনদের উৎসবে প্রবৃত্ত দেখ্‌চি না কেন? দেখ:—

ঘন-জঘন অলস-গতি বারাঙ্গনা যত

কথা-চতুর নাগর-সনে না শোভয়ে পথ।

পরসপরে স্পরধা করি' গৃহের বিভবে

স্ত্রীগণ-সনে প্রধান জনে না মাতে উৎসবে॥

কঞ্চু।—মহারাজ, তাই বটে।

রাজা।—কি বল্‌চ?

কঞ্চু।—হাঁ তাই বটে মহারাজ।

রাজা।—স্পষ্ট করে' বল, এর কারণ কি?

কঞ্চু।—মহারাজ, কৌমুদী-উৎসব এবার নিষিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—(সক্রোধে) আঃ! কে নিষেধ করলে?

কঞ্চু।—মহারাজ! আর অধিক নিবেদন করতে আমরা অক্ষম।

রাজা।—চাণক্য নিশ্চয়ই এরূপ রমণীয় দৃশ্য হতে দর্শকগণকে বঞ্চিত করেন নি?

কঞ্চু।—মহারাজ! প্রাণের মায়া ছেড়ে অন্য আর কে মহারাজের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতে পারে বলুন?

রাজা।—শোনোত্তরে! আমি উপবেশন করতে ইচ্ছা করি।

প্রতী।—মহারাজ! এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) দেখ বৈহীনরা! চাণক্য-ঠাকুরকে দেখ্‌তে চাই।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

দৃশ্য—চাণক্যের ভবন। কোপ মিশ্রিত চিন্তা-সহকারে চাণক্য আসীন।

চাণ।—(স্বগত) হতভাগ্য দুরাত্মা রাক্ষস কি করে' আমার সহিত স্পর্দ্ধা করে?

চাণক্য অপমানিত
কুপিত ভুজঙ্গসম পুর হতে করিয়া প্রস্থান
নন্দেরে বধিয়া যথা
মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তে করিলেন সিংহাসন দান;
সেইরূপ বুদ্ধিবলে
চন্দ্র-গুপ্ত-চন্দ্রশোভা করিবেন রাক্ষস হরণ?

এই চেষ্টা তাঁর এবে
বুদ্ধির প্রভাবে তিনি করিবেন মোরে অতিক্রম॥

(আকাশে) রাক্ষস! রাক্ষস। এতচ্চেষ্টা হতে তুই বিরত হ।
নহে এই চন্দ্রগুপ্ত গর্ব্বিত নৃপতি নন্দ
—কুমন্ত্রী-চালিত রাজ্য যার,
তুমিও চাণক্য নহ, এটুকু সাদৃশ্য শুধু
—উভয়েরি শত্রুতা অপার॥
শত্রুর বিশ্বাস লভি' মোর ভৃত্য আছে ঘিরি
"পর্ব্বত"-নন্দনে,
সিদ্ধার্থক-আদি চর রয়েছে নিযুক্ত মোর
আদেশ পালনে।
ভেদ-কার্য্যে পটু আমি, কৃত্রিম কলহ করি'
চন্দ্রগুপ্ত সাথে
এক্ষণে করিব চেষ্টা মলয়-কেতু রাক্ষসে
ভেদ ঘটে যাতে॥

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—ওঃ! রাজসেবায় অশেষ কষ্ট!
প্রথমে রাজার ভয়
পরে সচিবের—পরে রাজ-প্রিয়জনে,
পরে ধূর্ত্তগণে ভয়
—অনুগ্রহ পায় যারা রাজার ভবনে।

গাল-মন্দ সহি' যেগো

দৈন্য-হেতু অন্ন-তরে ঊর্দ্ধ মুখে থাকে

ক্ষুদ্র-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা

কুক্কুর জীবিকা বলে তার ব্যবসাকে ॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো চাণক্যের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) মরি মরি! রাজাধিরাজ-মন্ত্রীর কি চমৎকার গৃহ-ঐশ্বর্য্য!

কোঁথাও বা দেখা যায়

গুঁড়াতে গোময়-শুষ্ক আছে নোড়ানুড়ি,

কোথাও বা রহে পড়ি

শিষ্যগণ-আহরিত কুশ ঝুড়ি-ঝুড়ি,

গৃহের প্রাচীর জীর্ণ,

গৃহ-চাল পড়েছে ঝুঁকিয়া,

ছাঁইচের প্রান্ত ঢাকা

শুকানো সমিৎ-কাষ্ঠ দিয়া ॥

যাহোক্, বৃষল চন্দ্রগুপ্তই এই মন্ত্রীর উপযুক্ত রাজা।—কেন না:—

দৈন্য-হেতু, মিষ্টভাষী

সত্যবাদী কৃতী সাধুগণ

গুণহীন রাজারেও

অবিরাম করে আরাধন।

এই ধন-লোভ হেতু

সম্পূর্ণ প্রভাব রহে তাদের উপর

নিস্পৃহ নিশ্চেষ্ট জন
প্রভুগণে তৃণ-সম করে অনাদর॥

(দেখিয়া সভয়ে) এই যে চাণক্য-ঠাকুর !
লোক পরাজয় করি'
সাধন করিয়া যিনি এক-ই সময়ে
নন্দ মৌর্য্য উভয়ের
উদয়াস্ত—শীত গ্রীষ্ম আনিলা পর্য্যায়
— সেই সে চাণক্য মন্ত্রী
সহস্র রশ্মির তেজ করি' অতিক্রম,
বিরাজেন নিজ তেজে
প্রকাশিয়া চারিদিকে অতুল বিক্রম॥

(ভূমিতলে নতজানু হইয়া) মন্ত্রী-মহাশয়ের জয় হোক্ !

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) বৈহীনরা ! কি প্রয়োজনে তোমার আগমন ?

কঞ্চু।—মহাশয় ! নৃপতিগণের প্রণতিকালে তাঁদের শিরস্থ মণি-মাণিক্যের রশ্মিপ্রভায় যে চরণ যুগল পিঙ্গলীকৃত হয়, সেই পাদ-পদ্মে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রণিপাত পুরঃসর এই কথা নিবেদন করচেন, কার্য্যান্তরের বাধা যদি না থাকে তবে মহাশয়ের সহিত তিনি একবার সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করেন।

চাণ।—বৃষল আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে চান ? বৈহীনরা ! আমি যে কৌমুদী উৎসব নিষেধ করেছি এ কথা তাঁর শ্রবণ-গোচর হয় নি তো ?

কঞ্চু।—শ্রবণগোচর হয়েছে বৈ কি।

চাণ।—(সক্রোধে) আঃ! কে এ কথা তাঁকে বল্লে?

কঞ্চু।—(সভয়ে) মহাশয় শান্ত হোন্। তিনি স্বয়ং "সুগাঙ্গ" -প্রাসাদ-শিখরে গিয়ে দেখেছেন, কুসুমপুরবাসীরা কৌমুদী-উৎসবের জন্য কিছু মাত্র উদ্যোগ করচে না।

চাণ।—আ! বুঝেচি।—দাঁড়াও। ভাল, আমার অবিদ্যমানে তুমিই বৃষলের রোষানল উদ্দীপিত করেছ—না আর কেউ?

কঞ্চু।—(সভয়ে নীরবে অধোমুখে অবস্থান)।

চাণ।—ওঃ! চাণক্যের উপর রাজ-পরিজনের কি ভয়ানক বিদ্বেষ!—আচ্ছা, এখন বৃষল কোথায় আছেন?

কঞ্চু।—(সভয়ে) "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ হতেই মহারাজ আমাকে আপনার পাদ-পদ্ম-সমীপে পাঠিয়েছেন।

চাণ।—(উঠিয়া) কঞ্চুকি! সুগাঙ্গ-প্রাসাদের পথে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিক দিয়ে, মহাশয়—এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—সুগাঙ্গ-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—এই "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ। মহাশয় ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

চাণ।—(আরোহণ করত অবলোকন করিয়া স্বগত) এই যে! বৃষল সিংহাসনে বসেছেন দেখ্চি। বেশ, বেশ!

রাজ-ব্যবহারে অজ্ঞ

নন্দরাজ বঞ্চিত যে অতি-উচ্চ রাজ-সিংহাসনে

তাহে অধ্যাসিত এবে

চন্দ্রগুপ্ত, সমকক্ষ হয়ে তুল্য-নৃপগণ সনে ;

—জনমে পরম প্রীতি দেখ ও গো ইথে মোর মনে ॥

(অগ্রসর হইয়া) বৃষলের জয় হোক্ !

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া চাণক্যের পা ধরিয়া) ঠাকুর ! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।

চাণ।—(হস্তধারণ করিয়া) ওঠো বৎস ওঠো।

শিলান্ত-স্খলিত যার

সুরধুনী ধারাপাত শীকর-শীতল

সেই যে শৈলেন্দ্র-গিরি,

তাহা হতে আরম্ভি' আসুক নৃপদল।

বহু রাগে সুরঞ্জিত

মণি-দীপ্ত দক্ষিণের সিন্ধু-উপকূল,

সে হতে করিয়া সুরু

আসুক আছয়ে যত নৃপতির কুল।

আসি তারা ভয়ে ভয়ে

চরণ-যুগলে তব হইয়া প্রণত

পদাঙ্গুলী-রন্ধ্র ভাগ

চূড়া-রত্ন-প্রভা-পূর্ণ করুক সতত ॥

রাজা।—ঠাকুরের প্রসাদে আমি এই সমস্তই উপভোগ করচি। উপবেশন করুন ঠাকুর !

চাণ।—বৃষল ! আমাকে কি জন্য আহ্বান করা হয়েছে বল দিকি ?

রাজা।—ঠাকুরের দর্শনে আপনাকে সুখী করব এই অভিপ্রায়ে।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল ! বিনয়ে প্রয়োজন নাই। প্রভুরা

কখনই অধিকারস্থ কর্ম্মচারীকে বিনা-প্রয়োজনে আহ্বান করেন না। অতএব, প্রয়োজনটা কি স্পষ্ট করে' বল।

রাজা।—কৌমুদী-উৎসব নিষেধের উপকারিতা ঠাকুর কিরূপ বুঝেছেন তাই জান্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল, তবে দেখচি তিরস্কারের জন্যই আমাকে ডাকা হয়েছে।

রাজা।—শিব শিব! সে কি কথা? নানা ঠাকুর,—তিরস্কারের জন্য নয়।

চাণ।—তবে কিসের জন্য?

রাজা।—উপদেশ লাভের জন্য।

চাণ।—বৃষল! তাহলে অবশ্য উপদেষ্টার অভিপ্রায়-অনুসারে উপদিষ্ট ব্যক্তির চলা কর্ত্তব্য।

রাজা।—ঠাকুর তাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু আমি জানি, নিষ্প্রয়োজনে ঠাকুর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না—তাই আমি এই প্রশ্ন করেছিলেম।

চাণ।—বৃষল তুমি ঠিক বুঝেছ। চাণক্য বিনা-প্রয়োজনে স্বপ্নেও কোন কাজ করেন না।

রাজা।—তাই ঠাকুর, শিষ্যভাবেই আমি এই বাচালতা প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

চাণ।—শোনো বৃষল! অর্থ-শাস্ত্রকারেরা ত্রিবিধ রাজ্য-তন্ত্রের বর্ণনা করেন। যথা:—রাজায়ত্ত, সচিবায়ত্ত এবং উভয়ায়ত্ত। এখন, সচিবায়ত্ত তন্ত্রের অনুসন্ধানে তোমার কি প্রয়োজন? যেহেতু আমিই সেই জন্য নিযুক্ত হয়েছি—সে সব জানা আমারই কাজ।

রাজা।—(কুপিতভাবে মুখ ফিরাইয়া)

নেপথ্যে বৈতালিক-দ্বয়ের পঠন।

প্রথম।—

বিকসিত কাশ-পুষ্পে শুভ্র কান্তি ধরেছে আকাশ,
মনে হয় শিব-দেহে ভস্ম-শোভা হয় পরকাশ।
শীতাংশুর অংশু-জালে মেঘ-রাশি হয় অপসৃত,
—হর-ভাল-চন্দ্রকরে করি-চর্ম্ম-মালিন্য দূরিত।
দশদিক হইয়াছে কৌমুদীর কিরণে উজ্জ্বলা
—মহাদেব-কণ্ঠে যেন শোভয়ে ধবল মুণ্ড-মালা।
রাজ-হংস দলে দলে কুতূহলে করে বিচরণ
হর-হাস্য-বিকসিত দশন-শ্রী করিয়া ধারণ;
—শিবরূপী এ শরৎ সর্ব্ব দুঃখ করুক হরণ॥

অপিচঃ—

অলস নয়ন যিনি
সবে মাত্র করি' উন্মীলন
রত্ন-দীপ-প্রভা হতে
ফিরাইয়া রাখেন আনন,
অঙ্গ-ভঙ্গ জৃম্ভনেতে
নয়ন ভরিয়া উঠে নীরে
তাইতে এখন যাঁর
দৃষ্টি-কার্য্য চলে ধীরে ধীরে,
নাগাঙ্কে শয়ন যাঁর,
বিশাল ফণার উপাধান,

—সেই সে অনন্ত-শয্যা

এবে যিনি ছাড়িবারে চান,

নিদ্রাভঙ্গে নেত্র রাঙা,

বক্র দৃষ্টি হতেছে পতন

—হেন হরি তোমাদের

চিরকাল করুন রক্ষণ॥

দ্বিতীয়।—

কোন হেতু কোন জনে

তেজের আধার করি' গড়েন বিধাতা।

মদস্রাবী গজরাজে

মৃগরাজ নিজ তেজে জয় করি' যথা

প্রকাশে বিজয়-গর্ব্ব,

সেইরূপ সিংহাসনে সার্ব্বভৌমগণ

সহিতে না পারে কভু

আজ্ঞাভঙ্গ প্রজাদের শোনো গো রাজন!

অপিচ—

ভুবনের উপভোগে

প্রভু নহে প্রভু বলি' খ্যাত,

প্রভু বলি' মানি তারে

আজ্ঞা যার অটুট অক্ষত॥

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) প্রথমটি তো কোন দেবতা-বিশেষের স্তুতি-ছলে শরৎকালের গুণ-ঘোষণা—তার পর, আশীর্ব্বচনে সেটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য্য কি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। (চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি। এ লোকটি রাক্ষসের নিয়োজিত।

ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! এ তুই বেশ জানিস্, কুটীল-নীতি চাণক্য এখনও জাগ্রত।

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এই দুই জন বৈতালিককে শত-সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দিতে বল।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (উঠিয়া পরিক্রমণ)

চাণ।—(সক্রোধে) বৈহীনরা! দাঁড়াও—যেওনা। দেখ বৃষল! এই অপাত্রে কেন এত অর্থ বিসর্জ্জন করচ?

রাজা।—(সকোপে) ঠাকুর! আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছায় বাধা দেন—আমি দেখ্‌চি, এ আমার রাজ্য নয়—এ আমার কারাগার।

চাণ।—যে রাজারা রাজ-কার্য্য নিজে দেখেন না, তাঁদের সম্বন্ধে এই সব দোষ ঘটতেই পারে। যদি তোমার এসব সহ্য না হয়, তাহলে তুমি এখন হতে নিজেই কেন শাসন-কার্য্যের ভার নেও না।

রাজা।—আচ্ছা আমি এখন হতে রাজ-কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করব।

চাণ।—সে ভাল কথা। আমিও তা হলে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হতে পারি।

রাজা—আচ্ছা এখন তবে, কৌমুদী-উৎসব-নিষেধের প্রয়োজন কি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! আমিও শুন্‌তে ইচ্ছা করি, কৌমুদী-উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনটা কি।

রাজা।—আমার আজ্ঞা যাতে অব্যাহত থাকে, এই তো প্রথম প্রয়োজন।

চাণ।—বৃষল, কৌমুদী উৎসবের নিষেধে যাতে তোমার আজ্ঞা অব্যাহত থাকে, আমারও সেই প্রথম প্রয়োজন। কেন না—

তমালের কিশলয়ে
যার শ্যাম তট-বন রহে সুশোভিত,
সুচটুল তিমি-কুলে
যাহার অন্তর্-জল সদাই ক্ষুভিত,
সেই চারি সিন্ধু হতে
আসি' শত অবনত নরপতিগণ
যে আদেশ সমাদরে
পুষ্প-মালা-সম শিরে করয়ে ধারণ,
সেই সে প্রভুর আজ্ঞা
আমা হতে নাহি যে গো হতেছে পালিত
এতেই প্রকাশ পায়
—অসীম প্রভুর তব বিনয়-ভূষিত ॥

রাজা।—আচ্ছা, অন্য কি প্রয়োজন তাও শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—তাও আমি বল্‌চি, শোনো।

রাজা।—বলুন।

চাণ।—শোনোত্তরে! শোনোত্তরে! আমার নাম করে' কায়স্থ অচল-দত্তকে বল, ভদ্রভট্ট প্রভৃতির নাম যাতে লেখা আছে সেই পত্রখানি যেন সে পাঠিয়ে দেয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) মহাশয়, এই সেই পত্র।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া) বৃষল! শোনো।

রাজা।—আমি শুন্‌চি—বলুন।

চাণ।—"স্বস্তি।—সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী

প্রধান পুরুষগণ যাঁরা এখান হইতে পলায়ন করিয়া মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁদের নামের সংখ্যা-পত্র।

তার মধ্যে প্রথমেই গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট্ট; অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষ দত্ত; প্রধান দৌবারিক চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত; মহারাজের কুটুম্বজন মহারাজ বলগুপ্ত; মহারাজের শৈশব-ভৃত্য রাজসেন; সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ; মালব-রাজপুত্র রোহিতাক্ষ; ক্ষত্রগণ-প্রধান বিজয়বর্ম্মা—ইতি।" (স্বগত) প্রকৃত কথা, আমরা এই কয়জনেই মহারাজের কার্য্য সযত্নে নির্ব্বাহ করচি। (প্রকাশ্যে) এই তো গেল পত্র—

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, এঁদের বিরাগের হেতুগুলি আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

চাণ।—শোনো বৃষল আমি বলচি। ভদ্রভট্ট ও পুরুষ-দত্ত হস্তী ও অশ্বপালের অধ্যক্ষ, উভয়েই মদ্যপায়ী লম্পট ও অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত; তাই আমি তাদের পদচ্যুত করি। তারা আবার সেই সব পদে নিযুক্ত হয়ে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত অত্যন্ত লুব্ধ-প্রকৃতি, তারা এখানে যথেষ্ট অর্থ পাচ্ছিল না, সেখানে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে মনে করে', তারাও মলয়কেতুর আশ্রিত হয়েছে। আর তোমার শৈশব-ভৃত্য রাজসেন, তোমার প্রসাদে, কোষ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিপুল ঐশ্বর্য্য সহসা লাভ করে', পাছে আবার সে সকলের উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় সেও মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর এই যে আর একজন সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ, এর সহিত পর্ব্বতেশ্বরের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ হয়। সেই অনুরাগ-বশতঃ, বিষকন্যা দ্বারা

পর্ব্বতেশ্বরকে চাণক্যই হত্যা করেছে এইরূপ বলে' মলয়কেতুকে গোপনে ভয় দেখিয়ে, তাকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করে। তার পর, তোমার অনিষ্টকারী চন্দনদাস প্রভৃতি নিগৃহীত হল দেখে, পাছে সেও নিজ দোষের জন্য দণ্ডিত হয়, এই আশঙ্কায় সেও পলায়ন করে' মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মলয়কেতুও মনে করলে, এই তো আমার প্রাণরক্ষা করেছে ; তাই কৃতজ্ঞ হয়ে, পিতৃ-পরিচিত পৈতৃক আমলের লোক ভেবে', ঠিক্ আপনার অব্যবহিত নিম্নের যে অমাত্য-পদ, সেই পদে তাকে নিযুক্ত করে। আর, রোহিতাক্ষ ও বিজয়-বর্ম্মা এই দুই জন বড় অভিমানী—তুমি তাদের জ্ঞাতিবর্গকে বহু সম্মান দেওয়ায়, তারা তা সহ্য করতে না পেরে তারাও মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে। —তাদের বিরাগের এই সমস্ত হেতু।

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, বিরাগের এই সকল হেতু জান্‌তে পেরেও শীঘ্র কেন আপনি তার প্রতিবিধান করেন নি?

চাণ।—বৃষল, আমি তার প্রতিবিধান করতে পারিনি।

রাজা।—কৌশলের অভাবে, না কোন প্রয়োজন সাধনের অপেক্ষায় পারেন নি?

রাজা।—কৌশলের অভাব কি করে' হবে? প্রয়োজনের অপেক্ষাই এর কারণ।

রাজা।—ভাল, অপ্রতিবিধানের কি প্রয়োজন হয়েছিল, শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! শোনো এবং শুনে বিচার কর।

রাজা।—আচ্ছা আমি উভয়ই করচি—আপনি বলুন।

চাণ।—দেখ বৃষল, বিরক্ত প্রজাদের সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রতিবিধানের

উপায় আছে—অনুগ্রহ আর নিগ্রহ। অনুগ্রহ হচ্চে—পদচ্যুত ভদ্রভট ও পুরুষদত্তদের স্ব স্ব পদে পুনঃস্থাপন করা। কিন্তু ওরূপ ব্যসন-দোষাক্রান্ত অযোগ্য ব্যক্তিদের যদি স্বপদে পুনঃ স্থাপন করা যায়, তাহলে সকল রাজ্যের যে মূল হস্তী অশ্বাদি, তার ক্ষয় হয়। আর, হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত এই দুই জন লুব্ধ-প্রকৃতির লোককে সমস্ত রাজ্য-সম্পদ দিয়ে পরিতুষ্ট করলেও তারা কখন অনুগৃহীত বোধ করবে না। রাজসেন ও ভাগুরায়ণ—এই দুই জন ধনপ্রাণ নাশের ভয়ে ভীত, এদের অনুগ্রহ করবার অবকাশ কোথায়? আর, রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা এরা নিজ কুটুম্বদের সম্মানে আপনাদের অপমানিত মনে করে। এই দুইটি অভিমানী ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ অনুগ্রহ করলে তবে এরা প্রীত হয়, তা তো বুঝ্‌তেই পারচ। অতএব এসব স্থলে অনুগ্রহ চলে না। এখন নিগ্রহের কথা বলি শোনো। নন্দের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করেই যদি আমরা সহোত্থায়ী প্রধান পুরুষবর্গকে দণ্ডের দ্বারা পীড়ন করি, তা হলে নন্দকুলানুরক্ত প্রজাদের অবিশ্বাস-ভাজন হতে হয়। অতএব এ স্থলে নিগ্রহও চলে না। আবার আমাদের যে সকল ভৃত্যপক্ষ শত্রুর অনুগৃহীত, তারা রাক্ষসের উপদেশ শুন্‌তেই উন্মুখ। এখন আমরা বৃহৎ ম্লেচ্ছ-রাজ-সৈন্যে পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতক পুত্র মলয়কেতু আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত। এ সময় আমাদের আয়াস-কষ্টের সময়—উৎসবের সময় নয়। অতএব এখন আমাদের দুর্গ-সংস্কার আরম্ভ করতে হবে—এখন কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠানে কি ফল?—এই জন্যই উৎসব নিষেধ করা হয়েছে।

রাজ।—এতেও অনেক প্রশ্ন করবার আছে।

চাণ।—বৃষল, মন খুলে প্রশ্ন কর, আমারও অনেক কথা বল্‌বার আছে।

রাজ।—আমি এই জিজ্ঞাসা করচি—

চাণ।—আমি তার উত্তরে এই বল্‌চি—

রাজা।—যে ব্যক্তি আমাদের সকল অনর্থের হেতু সেই মলয়কেতু যখন পলায়ন করলে, তখন ঠাকুর আপনি সে বিষয়ে উপেক্ষা করলেন কেন?

চাণ।—বৃষল! মলয়কেতুর পলায়নে উপেক্ষা না করলে দুটি পন্থার মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করতেই হত। হয় অনুগ্রহ নয় নিগ্রহ। যদি নিগ্রহ করা যেত, তাহলে আমাদের দ্বারাই পর্ব্বতক নিহত হয়েছে, লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস হত—আর এই কৃতঘ্নতা-অপবাদে আমাদের নিজেরই তাহলে পোষকতা করা হত। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত অর্দ্ধরাজ্য দিতে হবে বলে' আমরা যে তার বিনাশ সাধন করেছি, এতেও আমাদের কৃতঘ্নতা-অপরাধ সপ্রমাণ হত—এই সব কারণেই আমি তার পলায়নে উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—ঠাকুর, আচ্ছা এ যেন হল। রাক্ষস এই নগর হতে চলে' গিয়ে নগরের বাহিরে যে এখন অবস্থান করচেন, এবিষয়েও তো আপনার উপেক্ষা প্রকাশ পায়—এ বিষয়ে ঠাকুরের উত্তর কি?

চাণ।—নিজ প্রভুর প্রতি অচল অনুরাগ বশতঃ রাক্ষস নগরে বহুকাল বাস করে—আর অনেক দিন একত্র থাকায়, চরিত্রজ্ঞ নন্দানুরক্ত প্রজাবর্গের সে বিশ্বাস-ভাজন হয়। বুদ্ধি-পৌরুষ সমন্বিত সহায়সম্পদযুক্ত কোষ-বল-বিশিষ্ট রাক্ষস নগরের মধ্যে থাক্‌লে, মহান্ আভ্যন্তরিক শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব; কিন্তু নগর হ'তে দূরীকৃত হলে, যদিও বহিঃশত্রুতার উৎপত্তি হতে

পারে, তবু তার প্রতিবিধান ততটা দুঃসাধ্য নয়। এই জন্য তারও পলায়নে আমি উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—এখানে তাকে রেখে কেন বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হল না?

চাণ।—আচ্ছা, কেন তাকে দূরীকৃত করা হয়েছে শোনো। হৃদয় নিহিত শেল যে কারণে নানা উপায়ে উদ্ধৃত করা হয়, সেই কারণেই তাকে নগর হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তাকে দূরীকৃত করার প্রয়োজন কি তা এই বল্লেম।

রাজা।—ঠাকুর, তাঁকে বলপূর্ব্বক কেন ধৃত করা হল না?

চাণ।—বৃষল, বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিগৃহীত করলে সে যদি আত্ম-হত্যা করত, কিম্বা আমাদের দ্বারাই নিহত হত, তাহলে সে দুটিই দোষের বিষয় হত। দেখ বৃষল—

অতিমাত্র আক্রমণে
যদি হয় তার প্রাণনাশ
সে নহে উচিত কাজ;
ছাড়া পাইলেও আছে ত্রাস
—পাছে নাশে হেন ব্যক্তি
আমাদের সেনা-মুখ্য-দলে।
বন-গজ-সম তাই
বশ করা উচিত কৌশলে॥

রাজা।—আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে পারিনে; যাই হোক, এস্থলে অমাত্য রাক্ষসই অধিকতর প্রশংসনীয় বলে' আমার মনে হয়।

চাণ।—(সক্রোধে) "আপনার অপেক্ষা" এই বলে'ই বাক্যটা শেষ

কর না কেন।—কিন্তু তা নয়। দেখ বৃষল, সে কি-এমন কাজ করেছে?

রাজা।—যদি তা না জানেন, তবে শ্রবণ করুন। সেই মহাত্মা—

মোদেরি বিজিত পুরে, পা দিয়া মোদেরি গলে,
রহিলেন ইচ্ছা যত দিন;
আমাদের সৈন্যদের বিজয়-ঘোষণা-রব
ব্যাঘাতিয়া করিলেন ক্ষীণ।
বিপুল সুনীতি-বলে ঘটালেন আমাদের
মনের সংশয়;
—নিজ পক্ষ-লোক-পরে —বিশ্বাস্য হলেও—আর
বিশ্বাস না হয়॥

চাণ।—(হাসিয়া) বৃষল, রাক্ষস এই সব করেছে?

রাজা।—তা বৈ কি। অমাত্য রাক্ষসই তো এই সব করেছে।

চাণ।—বৃষল! এখন তবে জানলেম, নন্দকে উচ্ছেদ করে' আমি যেমন তোমাকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছি, তেমনি রাক্ষসও তোমাকে উচ্ছেদ করে' মলয়কেতুকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছে। —তাই না?

রাজা।—আমাকে তিরস্কার করে' কি ফল? দেখুন ঠাকুর, সে-সব দৈবের কাজ, তাতে আপনার কি হাত আছে?

চাণ।—দেখ, বৃষল! তুমি পরগুণ-দ্বেষী।

কোপে বিকম্পিত-শিখা
হস্তের অঙ্গুলী-অগ্রে করিয়া মোচন,
সর্ব্বজন-সমক্ষেতে
কে করিল রিপু-নাশ-প্রতিজ্ঞা ভীষণ?

সেই সে প্রতিজ্ঞা পালি'

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নন্দরাজ-কুলে,

—রাক্ষসেরি সনমুখে—

কে বলতো পশুসম বধিল সমূলে ?

অপিচঃ—

সুদীর্ঘ নিষ্কম্প পক্ষ

গৃধ্রগণ চক্রাকারে উড়িছে আকাশে,

ঢাকিয়া ভানুর প্রভা

চিতাধূম মেঘাচ্ছন্ন করে দিক-দশে,

শ্মশানের জীবগণে

বিতরি' আনন্দ, নন্দ-দেহ-চিতানল

অদ্যাপি নেবেনি দেখ

—বহু বসা-হব্য লভি' এখনও উজ্জ্বল ॥

রাজা।—এও অন্যে করেছে।

চাণ।—অন্য কে শুনি ?

রাজা।—নন্দকুল-বিদ্বেষী দৈবের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে।

চাণ।—মূর্খের নিকটেই দৈবের প্রমাণ গ্রাহ্য।

রাজা।—যারা জ্ঞানবান তারাই নিরহংকারী।

চাণ।—(ক্রোধ অভিনয় করিয়া) বৃষল !. বৃষল ! আমাকে তুমি সামান্য ভৃত্যের ন্যায় দমন করতে চাও ? এই দেখ, বদ্ধশিখা মোচন করতে আবার আমার হস্ত ধাবমান (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)

আরোহিতে প্রতিজ্ঞায়

এ চরণ আবার ধাবিত।

নন্দ-বিনাশের পর

যে রোষাগ্নি ছিল প্রশমিত

(আসন্ন মরণ নাকি)

পুন তা করিছে প্রজ্জলিত ?

রাজা।—(আবেগ-সহকারে স্বগত) একি ! মন্ত্রিবর সত্যই যে কুপিত হয়েছেন।

পক্ষের স্পন্দন ঘন, অরুণ-বরণ-আঁখি

অশ্রুজলে তবু প্রক্ষালিত,

ভুরুভঙ্গে ধুম-রাশি, নেত্র-মাঝে রোষানল

ঘোরতর হেরি প্রজ্জলিত।

মনে হয়, ধরা যেন রুদ্রের সে তাণ্ডবের

রুদ্ররস করিয়া স্মরণ,

চাণক্যের পদাঘাতে থরথর কাঁপি' তবু

কোন মতে করে তা বহন॥

চাণ।—(কৃত্রিম কোপ সংহরণ করিয়া) বৃষল ! বৃষল ! উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই। যদি আমা-অপেক্ষা রাক্ষসকে তুমি যোগ্যতর বিবেচনা কর, তবে এই শস্ত্র তাকেই দেও (শস্ত্রত্যাগ করিয়া উঠিয়া আকাশে লক্ষ্য বদ্ধ করিয়া স্বগত) রাক্ষস ! রাক্ষস ! যে বুদ্ধির দ্বারা তুমি কৌটিল্যের বুদ্ধিকে পরাজয় করতে চাও তোমার সেই বুদ্ধির এইতো চূড়ান্ত সীমা।

দেখ শঠ-চূড়ামণি রাক্ষস !

চাণক্য হইতে ভক্তি করি' বিচলিত

মৌর্য্যেরে জিতিবে সুখে—করি' স্থিরীকৃত,

যে ভেদ ঘটাতে তুমি হয়েছ উদ্যত,
তব বিনাশেই তাহা হবে পরিণত ॥

(প্রস্থান)

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এখন হতে, চাণক্যের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে' চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করবেন, এই কথা তুমি প্রজাদের বুঝিয়ে বল্‌বে।

কঞ্চু।—(স্বগত) "ঠাকুর" এই উপপদটি ব্যবহার না করে', মহারাজ শুধু "চাণক্য" বল্লেন কেন? তবে কি, চাণক্য সমস্ত অধিকার হতে বিচ্যুত হয়েছেন? যদি তা হয়ে থাকেন, মহারাজের তাতে কোন দোষ নেই। কেন না:—

নৃপ করে যদি কোন মন্দ আচরণ
সে দোষ মন্ত্রীর বলি' জানে সর্ব্বজন।
গজ দুষ্ট বলি' যদি অপবাদ হয়,
নিষাদী-প্রমাদে ঘটে সে দোষ নিশ্চয় ॥

রাজা।—বৈহীনরা, তুমি ভাব্‌চ কি?

কঞ্চু।—না মহারাজ, কিছুই ভাব্‌চিনে। তবে কি না, বড় সুখের বিষয়, আমাদের প্রভু এখন প্রকৃত প্রভু হলেন।

রাজা।—(স্বগত) আমাদের মধ্যে যে কৃত্রিম কলহ হল, লোকে যদি তা সত্য বলে' বিশ্বাস করে, তাহলে ঠাকুরের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! এই শুষ্ক কলহে আমার মাথা ধরে গেছে। শয়ন-গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—আসুন মহারাজ আসুন।

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উত্থান করিয়া স্বগত)

আর্য্যেরি আদেশক্রমে
লভিয়াছি তাহার গৌরবে,
তবু যেন ইচ্ছা হয়
পশি এবে ধরণী-গরভে।
সত্যই যাহারা করে
গুরুদেবে ঘোর অপমান
লজ্জায় তাদের হৃদি
কেন নাহি হয় দুইখান?
(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

পথিক-বেশধারী দূতের প্রবেশ।

দূত।—ওঃ!

পথ চলি' চলি' শত যোজন-অধিক
কদর্য্য কঠিন স্থানে কে বল গো যায়?
এ হেন দুষ্কর পথে কে হয় পথিক
যদি সে গো নিজ প্রভু-আজ্ঞা নাহি পায়।

এখন তবে অমাত্য রাক্ষসের গৃহে যাই। ওগো দরোয়ানজি! দরোয়ানজি! কে আছ গো?—মন্ত্রীমশায়কে খবর দেও। বল, করভক চট্‌পট্ কাজ সেরে পাটুলীপুত্র থেকে ফিরে এসেছে।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌ।—বাপু, চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না। রাজকার্য্যের চিন্তায় রাত্রি জাগরণ করে' মন্ত্রীমশায়ের শিরঃপীড়া হয়েছে, তাই এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। এখন একটু এখানে অপেক্ষা কর। অবসর বুঝে তাঁকে খবর দেওয়া যাবে।

দূত।—আচ্ছা বাবা, যা তোমার ইচ্ছে।

(রাক্ষস শয্যার উপর বসিয়া চিন্তামগ্ন—
শকটদাস আসনে বসিয়া নিদ্রিত)

রাক্ষস।—সব কার্য্যে দৈব বলী

—মনে সদা করি আন্দোলন ;

চাণক্য কুটিল-মতি

বুদ্ধি তার করি গো চিন্তন।

যতই উপায় করি

সে করে যে সকলি নিহত,

কি করি না পাই ভাবি',

জাগরণে নিশি হয় গত॥

অপিচ,

যেমতি নাটককার

প্রথমে করিয়া স্বল্প কার্য্যের সূচনা

পশ্চাতে করেন তিনি

সেই স্বল্প সূত্র-হতে বিস্তৃত রচনা,

বীজ-গত গূঢ় ফল

বীজ হতে ক্রমে ক্রমে তোলেন ফুটায়ে,

প্রতিকূল কার্য্যগুলি

বিস্তারিয়া অবশেষে আনেন গুটায়ে,

সাধিতে এ সব কার্য্য

যেমন তাঁহার হয় কষ্ট অনুভব,

তাঁর মত আমাদেরো

সমান কার্য্যের ক্রম—কষ্ট সেই সব॥

সেই দুরাত্মা চাণক্য-বটুও—

(দৌবারিক অগ্রসর হইয়া)

দৌবা।—জয় হোক্! জয় হোক্!

রাক্ষ।—যদি সেই চাণক্য-বটুও আমাদের প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়ে থাকে—

দৌবা।—মন্ত্রী মহাশয়!

রাক্ষ।—(বামাক্ষি স্পন্দন সূচনায় স্বগত) তবে দেখ্‌ছি চাণক্যবটুরই জয়। "আমাদের প্রতারিত করতে যদি সমর্থ হয়ে থাকে" এই কথা বল্‌বামাত্রই—বাম চক্ষুর স্পন্দনে কথাটা যেন সত্য বলে' প্রতিপাদিত হল। তবু উদ্যম ত্যাগ করা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) বাপু, কি বল্‌তে চাও?

দৌবা।—মন্ত্রীমশায়! করভক পাটলীপুত্র থেকে এসেছে—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

রাক্ষ।—তাকে এখনি নিয়ে এসো।

দৌবা।—যে আজ্ঞা। বাপু! ঐখানে মন্ত্রী মহাশয় আছেন—তুমি এগিয়ে যাও।

(দৌবারিকের প্রস্থান।)

কর।—(রাক্ষসের নিকট অগ্রসর হইয়া) মন্ত্রী মহাশয়ের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এসো বাপু করভক এসো—এইখানে বোসো।

কর।—যে আজ্ঞে। (ভূতলে উপবেশন)

রাক্ষ।—(স্বগত) এত কাজের বাহুল্য হয়েছে—কি কাজে একে পাঠিয়েছিলেম, মনে হচ্চে না। (চিন্তা)

দৃশ্য।—রাজপথ।

বেত্রহস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

ব্যক্তি।—সরে যাও সরে যাও লোকজন তফাৎ হও—

সে অতি দূরের কথা
দেবতা কি ভূদেবের কাছে আগমন,
অভাগার পক্ষে দেখ
দুর্লভ—এমন কি,—দূরেরো দর্শন ॥

আকাশে।—কি বল্‌চ?—"কেন আমাদের তাড়িয়ে দিচ্চেন?" এই কথা বল্‌চ? অমাত্য-রাক্ষসের শিরঃপীড়া হয়েছে বলে কুমার মলয়কেতু তাঁকে দেখ্‌তে আস্‌চেন—তাই তোমাদের সরিয়ে দিচ্চি।

(বেত্রধারী পুরুষের প্রস্থান)

ভাগুরায়ণের সহিত মলয়কেতু এবং তৎপশ্চাৎ কঞ্চুকীর প্রবেশ।

মল।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) আজ দশটি মাস হল পিতার কাল হয়েছে। আমার পৌরুষকে ধিক্ যে আমি তাঁর উদ্দেশে আজও এক-অঞ্জলি জল দিতে পারলেম না। কিন্তু না—আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি।

পিতৃশোকে মাতা যথা
রতন-বলয়-ভাঙ্গি' বক্ষের তাড়নে
—ধূলায় অলক রুক্ষ—
লুটাইলা ধরামাঝে করুণ ক্রন্দনে,
শত্রু-স্ত্রীর সেই দশা
আগে আমি করিব বিধান,
তার পরে পিতৃদেবে
পিণ্ডজল করিব প্রদান ॥

বীরের উচিত ভার
নিজ স্কন্ধে করিয়া বহন
—হয়, রণে প্রাণ দিয়া
পিতৃ-পথে করিব গমন;
নয়, মাতৃ-নেত্র হতে
অশ্রুজল আকর্ষণ করি'
সেই অশ্রু দিব আনি'
রিপু-বধূ-জন-নেত্রোপরি॥

(প্রকাশ্যে) দেখ জাজলি! আমার নাম করে' আমার অনুযাত্রী রাজাদের বল, আমি একাকী অমাত্য রাক্ষসের নিকট অতর্কিত ভাবে সহসা গিয়ে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করব—অতএব তাঁরা যেন আর কষ্ট করে' আমার সঙ্গে না আসেন।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা কুমার। (পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ভোঃ ভোঃ রাজন্যবর্গ! কুমারের এই আদেশ, আপনারা যেন কেউ কুমারের অনুগামী না হন। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, কুমারের আদেশ শোন্‌বামাত্র সকল রাজাই ফিরে চলে গেলেন।

দেখুন কুমার!

থামাইল কেহ অশ্ব টানিয়া খলিন,
গরবে উঠায় অশ্ব গ্রীবা সুবঙ্কিম।
সম্মুখের দুই পা নভোদেশে উঠে
—আকাশ খুঁড়িছে যেন নিজ খুর-পুটে।
কেহ বা থামায় নিজ মত্ত গজরাজে
অমনি নীরব ঘণ্টা—আর নাহি বাজে।

সেই নন্দেরই বংশধর মনে করে', সম্পদ ও সুহৃদজনের আশায় অমাত্য রাক্ষস আবার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারেন এবং চন্দ্রগুপ্তও, রাক্ষসকে পিতৃ-পরম্পরাগত মন্ত্রী মনে করে', তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতেও সম্মত হতে পারেন। "এরূপ যদি ঘটে, তবে কুমার আমাদেরও বিশ্বাস করবেন না"—এই তাঁদের কথার মর্ম্মার্থ।

মল।—ঠিক্ কথা। দেখ সখা ভাগুরায়ণ, অমাত্য-রাক্ষসের গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

ভাগু।--এই দিক দিয়ে কুমার এই দিক দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

ভাগু।—এই অমাত্য রাক্ষসের গৃহ। প্রবেশ করুন কুমার।

মল।—আচ্ছা, এসো।

(উভয়ের প্রবেশ)

রাক্ষ।—হাঁ, মনে পড়েছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু! কুসুমপুরে বৈতালিক স্তনকলসকে কি দেখেছিলে?

করভক!—দেখেছিলেম বৈকি মন্ত্রী-মশায়।

মল।—(শুনিয়া) দেখ ভাগুরায়ণ, এখন কুসুমপুরের কথাবার্ত্তা হচ্চে। আমরা আর নিকটে যাব না। এখান থেকেই শোনা যাক্।—কেন না:—

একভাবে মন্ত্রীগণ

গোপনে কহেন কথা নিজ ইচ্ছা-সুখে,

মন্ত্র-ভঙ্গ-ভয়ে তাহা

অন্যভাবে প্রকাশেন রাজার সম্মুখে ॥

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার, এইখানে থেকেই শোনা যাক্।

রাক্ষ।—বাপু! সে কার্য্যটি কি সিদ্ধ হয়েছে?

করভ।—অমাত্যের প্রসাদে তা সিদ্ধ হয়েছে।

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! কার্য্যটি কি বল দিকি?

ভাগু।—কুমার, অমাত্যের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম তলিয়ে পাওয়া ভার—আমি তো এখনও ঠিক্ ধরতে পারচি নে। যাই হোক্, এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন কুমার।

রাক্ষ।—আমি সমস্ত সবিস্তারে শুন্‌তে চাই।

কর।—শুনুন মন্ত্রিমশায়, আপনি তো আমাকে এই আজ্ঞা করেছিলেন যে "দেখ করভক! আমার নাম করে' বৈতালিক স্তনকলসকে বল্‌বে, "দুর্ম্মতি চাণক্য যেযে বিষয়ে আজ্ঞাভঙ্গ করেছে, সেই সেই বিষয়ে চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করবার জন্য শ্লোক রচনা করে তাঁর সাম্‌নে যেন পাঠ করা হয়।"

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর।–তার পর আমি পাটলীপুত্রে গিয়ে বৈতালিক স্তনকলসকে অমাত্যের এই কথা বল্লেম।

রাক্ষ।–তার পর?

কর।—পৌরজনেরা নন্দবংশের বিনাশে বিষণ্ণ থাকায়, তাদের পরিতোষের জন্য চন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুরে কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠান করতে বলেন। তারা এই উৎসব-আমোদ চিরকাল করে' এসেছে, তাই তারা—প্রিয় বন্ধুর পুনর্দর্শনের মত—এই আদেশ সাদরে গ্রহণ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রু নয়নে) হা মহারাজ নন্দ!

শোনো ওগো নৃপ-শশি!

কুমুদ-আনন্দদায়ী থাকিলেও চন্দ্র

জগত-আনন্দ তুমি

—তোমা-বিনা কিসে হবে কৌমুদী-আনন্দ?

তার পরে কি হল বাপু?

কর।—তার পর, হতভাগা চাণক্য, পৌরজনের সাধের সেই কৌমুদী-উৎসব বন্ধ করে দিলে। তাতে স্তনকলস চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবার জন্য একটি পরিপাটী শ্লোক পাঠ করলেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সাধু সখা স্তনকলস সাধু! উপযুক্ত কালে যে বীজ বপন করা যায়, সময়ে তার ফল অবশ্যই ফলে।

সদ্যঃ ক্রীড়ারস-ভঙ্গ যদি কভু ঘটে,

অসহ্য হয় গো তাহা ক্ষুদ্রেরো নিকটে।

লোকাতীত তেজ ধরে যেই নৃপবর

তার পক্ষে সহ্য করা আরো তা দুষ্কর॥

মল।—সে কথা সত্য।

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর।—তার পর, আজ্ঞাভঙ্গ-হেতু চন্দ্রগুপ্ত মনে মনে কুপিত হয়ে, প্রসঙ্গক্রমে অমাত্য রাক্ষসের গুণকীর্তন করে', শেষে চাণক্য-হতভাগাকে পদচ্যুত করলেন।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, এই গুণকীর্তনে রাক্ষসের প্রতি চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ ভক্তি প্রকাশ পাচ্চে।

ভাগু।—কুমার! গুণকীর্তন অপেক্ষা চাণক্যকে পদচ্যুত করায় এই ভক্তি আরও বেশি প্রকাশ পাচ্চে।

রাক্ষ।—দেখ বাপু! এই কৌমুদী-উৎসবের নিষেধই কি চন্দ্রগুপ্তের কোপের একমাত্র কারণ—না, তা ছাড়া আরও কিছু আছে?

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, কোপের অন্য কোন কারণ আছে কি না, জেনে কি ফল?

ভাগু।—কুমার! চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান, নিষ্প্রয়োজনে কি তিনি চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবেন? এ পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের গৌরব কখন লঙ্ঘন করেন নি। অনেক কারণে ওঁদের মধ্যে মনান্তর না ঘট্‌লে কখন এতদূর গড়ায় না।

কর।—মন্ত্রীমশায়! রাগের কারণ আরও কিছু আছে।

রাক্ষ।—কি?—কি?—আর কি কারণ?

কর।—প্রথমতঃ কুমার মলয়কেতু ও রাক্ষসের পলায়ন চাণক্য উপেক্ষা করেছিলেন। সেই এক কারণ।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সখা শকটদাস! এই বার চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয় আমার হস্ত-গত হবেন; চন্দনদাসের বন্ধন মোচন, আর স্ত্রী-পুত্রের সহিত তোমারও মিলন হবে।

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! "চন্দ্রগুপ্ত এইবার আমার হস্তগত হবে" এই কথা যে উনি বল্লেন, এর অর্থ কি?

ভাগু।—যে চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্য ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সেই চন্দ্রগুপ্তকে আবার ফিরে পাবার সম্ভাবনা হয়েছে—এই অর্থ, আবার কি?

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু, পদচ্যুত হয়ে বটু এখন কোথায় আছে?

কর।—পাটলীপুত্রেই আছে।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) কি বল্লে বাপু?—সেইখানেই আছে? তপোবনেও যায় নি—আর কোন প্রতিজ্ঞাতেও বদ্ধ হয় নি?

কর।—মন্ত্রীমহাশয়, তপোবনে যাবেন এইরূপ শুন্‌তে পাই।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) এ কথা সত্য বলে' বোধ হয় না। দেখ :—

ধরণীর ইন্দ্র যিনি সেই নন্দরাজ
শ্রেষ্ঠাসন হতে তারে নিষ্কাশিল যবে
সেই অপমান বটু নারিল সহিতে।
এবে, নিজ-কৃত-রাজা সেই মৌর্য্য হতে
বল দেখি অপমান কেমনে সে সবে?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! চাণক্য তপোবনে গেলে কিম্বা প্রতিজ্ঞা-রূঢ় হলে তাতে চন্দ্রগুপ্তের কি লাভ?

ভাগু।—কুমার! এ তো সহজেই বোঝা যায়—যতক্ষণ চাণক্য হতভাগা চন্দ্রগুপ্ত হতে দূরে থাকবে ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্তের লাভ। ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্ত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।

শক।—দেখুন অমাত্য! এ ছাড়া আর কি হতে পারে? এ তো বেশ বোঝা যাচ্চে। দেখুন না কেন অমাত্য—

যে নৃপতি ইন্দুদ্যুতি-চূড়ামণি-বিভূষিত রাজগণ-শিরে
রাখেন চরণ নিজ, তিনি কি গো আজ্ঞাভঙ্গ সহিবেন ধীরে?

কৌটিল্য কোপন বটে
—দৈবাৎ করিয়া পূর্ণ—জানে সে গো প্রতিজ্ঞার ক্লেশ,
প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত-ভয়ে
প্রতিজ্ঞায় সেগো আর কভু নাহি করিবে প্রবেশ॥

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! সে কথা সত্য। আচ্ছা তুমি যাও—করভকের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেওগে।

শক।—যে আজ্ঞে।

(করভকের সহিত প্রস্থান)

রাক্ষ।—আমিও গিয়ে এখন একবার কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করব মনে করচি।

মল।—আমিই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এই যে কুমার নিজেই এসেছেন। (আসন হইতে উত্থান করিয়া) এই আসনে বস্‌তে আজ্ঞা হোক কুমার।

মল।—আমি বসচি। আপনিও বসুন। (উভয়ের উপবেশন)

মল।—আপনার শিরোবেদনাটা কি আরাম হয়েছে ?

রাক্ষ।—এখনও পর্য্যন্ত "কুমার" শব্দের স্থলে "অধিরাজ" শব্দ বসাতে পারলেম না—শিরোবেদনা আর কি করে' যাবে বলুন ?

মল।—আপনি যে কার্য্য স্বয়ং অঙ্গীকার করেছেন, তা কখনই আমার দুষ্প্রাপ্য হবে না। তবে এখন সৈন্য-সামন্ত সমস্ত প্রস্তুত রেখে, শত্রুদের মধ্যে যতদিন না একটা বিভ্রাট উপস্থিত হয়, ততদিন কিছুকাল আমাদের এইরূপ উদাসীন ভাবে থাক্‌তে হবে।

রাক্ষ।—কুমার! আর কাল-হরণের অবকাশ কোথায় ?—শীঘ্র শত্রুকে জয় করে' যশস্বী হোন্‌!

মল।—অমাত্য, শত্রুর কোন বিভ্রাটের কথা কি আপনি জান্‌তে পেরেছেন ?

রাক্ষ।—বিলক্ষণ জান্‌তে পেরেছি।

মল।—কিরূপ বলুন দিকি।

রাক্ষ।—আর অন্য বিভ্রাট কি—সচিব-বিভ্রাট। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন।

মল।—দেখুন অমাত্য! সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বোলেই ধর্ত্তব্য নয়।

রাক্ষ।—দেখুন কুমার! অন্য রাজাদের পক্ষে সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বলে গণ্য না হতে পারে—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তা নয়।

মল।—দেখুন মহাশয়! আর যার পক্ষে যা হোক্, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সেটা আদপেই বিভ্রাট নয়।

রাক্ষ।—কেন বলুন দিকি?

মল।—চাণক্যের দোষেই চন্দ্রগুপ্ত প্রজাদের বিরাগ-ভাজন হয়েছে। প্রজারা প্রথমে চন্দ্রগুপ্তেরই অনুরক্ত ছিল। এখন সেই সব দোষ নিরাকৃত হলে আবার তারা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করবে।

রাক্ষ।—তা নয় কুমার। দেখুন, দুই প্রকারের প্রজা দেখা যায়। এক চন্দ্রগুপ্তের সহোথায়ী—আর এক নন্দবংশের অনুরক্ত লোক। চাণক্যের দোষই চন্দ্রগুপ্তের সহোথায়ী প্রজাদের বিরাগের হেতু—নন্দবংশের অনুরক্ত প্রজাদের সে হেতু নয়। কৃতঘ্ন চন্দ্রগুপ্ত পিতৃকুলগত সমস্ত নন্দকুলকে বধ করায় নন্দকুলের অনুরক্ত প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী বটে—কিন্তু তাদের নিজের কেহ আশ্রয় না থাকায় তারা দায়ে পড়ে' চন্দ্রগুপ্তের অনুগত হয়েছে। এখন সেই প্রজারা যদি মনে করে, আর কারও কর্ত্তৃক শত্রু-হস্ত হতে উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে, তাহলে তারা তখনই চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে তারই পক্ষ আশ্রয় করবে। দেখুন আমরা যে কুমারের পক্ষ আশ্রয় করেছি—আমরাই তো তার দৃষ্টান্ত-স্থল।

মল।—আচ্ছা অমাত্য! এখন যে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করবার অবসর হয়েছে আপনি বল্‌চেন, সচিব-বিভ্রাটই কি তার একমাত্র কারণ—না আরও অন্য কারণ আছে?

রাক্ষ।—আরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু এইটিই সর্ব্বপ্রধান।

মল।—অমাত্য, সর্ব্বপ্রধান কেন বলুন দিকি? এখন কি চন্দ্রগুপ্ত অন্য মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্যভার এবং সেই সঙ্গে আপনাকে সমর্পণ করে' স্বয়ং এর প্রতিবিধানে অসমর্থ?

রাক্ষ।—হাঁ, তিনি এখন অসমর্থ।

মল।—তার কারণ কি?

রাক্ষ।—তার পক্ষে স্বায়ত্ত তন্ত্রের রাজ্যশাসন অসম্ভব। দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত, সচিবের অধীনে নিয়ত থেকে তার চক্ষু বিকল হয়ে গেছে—সে লোকব্যবহার নিজে কিছুই দেখ্‌তে পায় না, তবে স্বয়ং প্রতিবিধান করতে আর কিরূপে সমর্থ হবে? যেহেতু :—

মন্ত্রী, রাজা—এই দুটি পায়ে ভর দিয়া।
রাজ-লক্ষ্মী সোজা হয়ে থাকে দাঁড়াইয়া।

স্ত্রী-স্বভাব-হেতু পরে
সহিতে না পারি' দেহ-ভার
এক-পায়ে ভর দিয়া
অন্যটিরে করে পরিহার॥

অপিচ—

স্তনপায়ী অতিশিশু স্তন-ছাড়া হয়ে যথা
ক্ষণকাল না পারে থাকিতে।
লোক-জ্ঞান-মূঢ় নৃপ সচিব-বিচ্ছিন্ন হয়ে
মুহূর্ত্ত না পারে গো তিষ্ঠিতে॥

মল।—(স্বগত) ভাগ্যি আমি সচিবায়ত্ত নই! (প্রকাশ্যে) দেখুন

অমাত্য, যদিও এখন বহুকারণে সচিব-বিভ্রাটগ্রস্ত শত্রুকে আক্র-মণ করবার সুযোগ হয়েছে, তবু আমাদের সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ কখনই হবে না।

রাক্ষ।—কুমার আমি বল্‌চি, সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হবে। কেননাঃ—

উৎকৃষ্ট সৈন্য তব,
তুমি নৃপ যুঝিতে উন্মুখ।
নন্দ-অনুরক্ত পুর,
পদচ্যুত চাণক্য বিমুখ।
মৌর্য্যরাজ অভিনব,
আর আমি স্বাধীন—
(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত) কৌশলী
যুদ্ধ-মার্গ-মন্ত্রণায় ;
প্রভু! এবে সুসাধ্য সকলি,
আর কোন বাধা নাই
—তব ইচ্ছা অপেক্ষা কেবলি॥

মল।—অমাত্য, যদি এইটিই আক্রমণের উপযুক্ত সময় বলে' আপ-নার বিবেচনা হয়, তবে আর বসে কেন?—দেখুনঃ—

অত্যুন্নত মত্ত-গজ,
ভ্রমর ঝঙ্কারে' যার গায়,
ঘন-ঘোর শ্যামকান্তি
তট ভাঙে যার দন্ত-ঘায়,
—হেন শত গজ পিবে
শোণ-কান্তি শোণ-নদী-নীর।

ভুজঙ্গকুল সেই শোণ
—স্রোতো-বলে ভাঙ্গে যার তীর
—উপকণ্ঠ-তরু-শ্যাম ;
উঠায়ে তরঙ্গ-কোলাহল
নদীরে খনিত করি'
বহমান বেগে যার জল ॥

অপিচঃ—

মদমিশ্র বারি-ধারা, শুণ্ড দিয়া উদ্‌গারিয়া
বৃষ্টিসম করিতে করিতে বরিষণ,
(বিন্ধ্যে ঘেরে মেঘ যথা) গম্ভীর গর্জ্জন-রবে
গজবৃন্দ নগরেরে করিবে বেষ্টন ॥

(ভাগুরায়ণের সহিত মলয়কেতুর প্রস্থান।)

রাক্ষ।—ওহে! কে আছ ওখানে?

একজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! জেনে এসো তো—জ্যোতিবিকদের মধ্যে কে দ্বারে উপস্থিত আছে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান করিয়া জৈন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রীমশায়, জ্যোতিবিকদের মধ্যে সেই ক্ষপণক জীবসিদ্ধি আছেন।

রাক্ষ।—(অশুভ সূচনায় স্বগত) প্রথমেই ক্ষপণকের দর্শন?

(প্রকাশ্যে) তার বীভৎসতা ঘুচিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এলো।

ক্ষপণক জীবসিদ্ধির প্রবেশ।

ক্ষপ।— মোহ-ব্যাধি-বৈদ্য সেই, মহামান্য "অর্হতে"র
পালহ আদেশ।
প্রথমেই কটু বটে, পরে উপাদেয় কিন্তু
তাঁর উপদেশ॥

(নিকটে অগ্রসর হইয়া)
উপাসকের ধর্ম্মলাভ হোক্!

রাক্ষ।—দেখ বাপু! আমাদের যাত্রা-কাল নির্দ্ধারণ করে' দেও দিকি।

ক্ষপ।—(চিন্তা করিয়া) দেখ উপাসক! যাত্রা-মুহূর্ত্ত আমি অবধারণ করেছি। মধ্যাহ্নকাল হতে আরম্ভ করে' সপ্তকলা-নিবৃত্ত যে পূর্ণিমা তিথি সেই শোভন তিথিতে উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলে মঘাদি সপ্ত নক্ষত্র দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করবে।

অপিচ:—

ভানু হলে অস্তগামী,
পূর্ণশশি হইলে উদয়,
উদি' কেতু অস্ত হলে
বুধলগ্নে যাত্রার সময়॥

রাক্ষ।—বাপু, কিন্তু তিথিটা শুভ বলে' মনে হচ্চে না।

ক্ষপ।—দেখ উপাসক!

একগুণ তিথি-ফল,
চারি গুণ ফল নক্ষত্রের,
লগ্নের চৌষট্টি গুণ
সিদ্ধান্ত এই জ্যোতিষের॥

অপিচ:—

সুলগ্ন হইবে লগ্ন,
ক্রূর গ্রহে কর পরিহার।
চন্দ্র-বলে হও বলী
—হইবে গো বহু উপকার॥

রাক্ষ।—দেখ বাপু, অপরাপর জ্যোতিষিদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে' দেখ।

ক্ষপ।—উপাসক! তুমি পরামর্শ কর। আমি এখন গৃহে চল্লেম।

রাক্ষ।—দেখ বাপু রাগ কোরো না।

ক্ষপ।—আমি রাগ করিনি।

রাক্ষ।—তবে কে রাগ করেছে?

ক্ষপ।—(স্বগত) ভগবান্ কৃতান্ত—যিনি আত্মপক্ষকে ত্যাগ করিয়ে আমার ন্যায় শত্রুপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাচ্চেন।

(ক্ষপণকের প্রস্থান)

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক, কত বেলা হল দেখ তো।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) সূর্য্যদেব অস্ত হব-হব কচ্চেন।

রাক্ষ।—(আসন হইতে উত্থান করিয়া দর্শন) তাইতো, ভগবান সূর্য্যদেব সত্যই যে অস্তোন্মুখ হয়েছেন।

উদয় হইলে ভানু
উপবন-তরুছায়া কত-অনুরাগে
সুদূর পশ্চিম দিকে
দিনমণি-সাথে সাথে যায় আগে আগে।
অস্তাচলে গেলে ভানু—
পুন সেই ছায়া ফিরি আসে গো তখনি,
বিভব হইলে গত
ভৃত্যেরা ছাড়িয়ে যায় প্রভুরে এমনি।
(সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য।—মলয়কেতুর শিবির।

পত্র ও অলঙ্কার-সম্বলিত থলিয়া ও মুদ্রা লইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধা।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

দেশ-কাল-কুম্ভ হতে, বুদ্ধির সলিল-সেকে
লইয়া সিঞ্চিত
চাণক্যের নীতি-লতা, করিবে গো গুরুফল
আজি প্রসবিত॥

চাণক্যের প্রথম-লিখিত অমাত্য-রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত পত্রখানি তো আমি সঙ্গে নিয়েছি। আর, তাঁরই মুদ্রাঙ্কিত এই গহনার পেটরা। আমি তো পাটুলীপুত্রে চলেছি—এখন তবে যাওয়া যাক্। একি! ক্ষপণক আস্‌চে যে! এই অশুভ দর্শনটা সূর্য্যদেবকে দর্শন করে' কাটিয়ে দি।

ক্ষপণকের প্রবেশ।

প্রণমি "অর্হৎ"-পদে
—সেই সব অসামান্য মহা জ্ঞানী জন—
অলৌকিক মার্গ ধরি'
এ লোকে করেন যাঁরা সিদ্ধি অন্বেষণ॥

সিদ্ধা।—প্রণাম পরিব্রাজক মহাশয়!

ক্ষপ।—উপাসক! তোমার ধর্ম্মলাভ হোক্! সন্তরণে সমুদ্র পার হবে এইরূপ যেন তোমার মনের গতি দেখ্‌চি।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়, আপনি তা জান্‌লেন কি করে'?

ক্ষপ।—এ আর জান্‌তে কি।—তোমার যে এই পথ—নৌকার কর্ণধারের মত ঐ পত্রখানিতেই সূচিত হচ্চে।

সিদ্ধা।—আপনি অবশ্য জানেন, আমি দেশান্তরে যাচ্চি। তা, বলুন দিকি পরিব্রাজক মশায়, আজকের দিনটা কেমন?

ক্ষপ।—উপাসক! আগে মাথা মুড়িয়ে তার পর নক্ষত্রের ফলাফল জিজ্ঞাসা করচ?

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়! আপাতত যদি কিছু ফলাফল ঘটে' থাকে তো বলুন। যদি আমার অনুকূল হয় তবে অগ্রসর হব—নৈলে এখান থেকেই ফিরে যাব।

ক্ষপ।—অনুকূলই হোক্ বা প্রতিকূলই হোক্ আপাতত তো মলয়-কেতুর শিবিরে কোন উপাসকই মুদ্রা-চিহ্ন না দেখিয়ে যেতে পারচে না।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! বলুন দিকি এর কারণ কি?

ক্ষপ।—উপাসক! শোনো, প্রথমে তো এই মলয়কেতুর শিবিরে লোকের অবারিত দ্বার ছিল—এখন কুসুমপুর নিকটবর্ত্তী হয়েছে, এখন মুদ্রা-চিহ্ন ব্যতীত কাকেও প্রবেশ কিম্বা প্রস্থান করতে অনুমতি দেওয়া হচ্চে না। তবে যদি ভাগুরায়ণের দেওয়া মুদ্রা-নিদর্শন তোমার কাছে থাকে, তবে বিশ্বস্ত মনে যাও, নতুবা গমনে ক্ষান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে থাকো। তা না হলে, প্রহরী-স্থানের অধ্যক্ষ তোমার হাত-পা-বেঁধে তোমাকে এখনি রাজবাড়িতে নিয়ে যাবে।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আমি সিদ্ধার্থক—অমাত্য রাক্ষসের পারিষদ্? আমার মুদ্রা-নিদর্শন না থাক্‌লেও কার সাধ্য আমাকে আট্‌কে রাখে।

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষসেরই হও বা খক্কসেরই পারিষদ্ হও, বিনা মুদ্রা-নিদর্শনে তোমার বেরোবার উপায় নেই।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়, রাগ করবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।

ক্ষপ।—উপাসক যাও—তোমার যেন কার্য্যসিদ্ধি হয়। আমিও পাটুলীপুত্রে যাবার মুদ্রা-নিদর্শন ভাগুরায়ণের কাছ থেকে পাবার প্রতীক্ষায় আছি।

ভাগুরায়ণ এবং তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ
একজন অনুচরের প্রবেশ।

ভাগু।—(স্বগত) ওঃ! চাণক্য-নীতির কি বিচিত্রতা!

কভু পরিস্ফুট-লক্ষ্য,
কভুবা সে দুর্বোধ গভীর,
কখন সম্পূর্ণ-অঙ্গ,
কখন বা কৃশাঙ্গ-শরীর।
কখন বা ভ্রষ্ট-বীজ,
কভু বা অপর্য্যাপ্ত ধরে ফল-ভার
—নিয়তির সম অহো
নীতিজ্ঞ জনের নীতি বিচিত্র-আকার!

(প্রকাশ্যে) দেখ বাপু ভাসুরক! কুমারের ইচ্ছা নয়, আমি

দূরে থাকি। অতএব এই আস্থান-মণ্ডপে আমার আসন রেখে দেও

অনুচর।—এই আসন, বসুন মশায়।

ভাগু।—(বসিয়া) যে কেউ মুদ্রা-নিদর্শন পাবার জন্য আমার সহিত দেখা করতে চাবে, তাকেই তুমি আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে। বুঝ্‌লে?

অনুচর।—যে আজ্ঞে মশায়। (প্রস্থান)

ভাগু।—(স্বগত) আহা! কুমার মলয়কেতু আমাকে এত স্নেহ করেন, তাঁকেই কি না আমার প্রতারণা করতে হবে। ওঃ!—কি দুষ্কর কার্য্য! কিন্তু আবার—

লজ্জা কুল যশোমানে
হইয়া বিমুখ একেবারে
ধন-লোভে ধনীকে যে
বিক্রয় করেছে আপনারে,
বিচার-অক্ষম সেই পরতন্ত্রজনা
কেমনে গো হিতাহিত করে বিবেচনা?

প্রতীহারী-অনুসৃত মলয়কেতুর প্রবেশ।

মল।—(স্বগত) ওঃ! রাক্ষসের উপর আমার এত টা সন্দেহ হয়েছে যে আমি কিছুই ঠিক্ বুঝ্‌তে পারচিনে।

সেই সে রাক্ষস-মন্ত্রী
নন্দকুলে দৃঢ় ভক্তি অনুরাগ যার
—চাণক্য হইলে দূর—
নন্দবংশী মৌর্য্যেতে কি মিলিবে আবার?

কিম্বা গণি' মোর ভক্তি
তাঁর প্রতি, প্রতিজ্ঞা পালিবে মন্ত্রীবর ?
—কুম্ভকার-চক্র সম
এই চিন্তা চিত্তে মোর ভ্রমে নিরন্তর।

(প্রকাশ্যে) বিজয়া ! ভাগুরায়ণ কোথায় ?

প্রতীহারী।—যারা শিবির থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তাদের তিনি মুদ্রা-নিদর্শন দিচ্চেন—তিনি এখন এই কাজেই আছেন।

মল।—দেখ বিজয়া, তোমার যেন পায়ের শব্দ না হয়, ভাগুরায়ণ মুখ ফিরিয়ে আছে, আমি পিছন থেকে ওর চোক্ টিপে ধরি।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

ভাসুরকের প্রবেশ।

ভাসু।—মশায় ! ইনি ক্ষপণক, মুদ্রার নিমিত্ত মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

ভাগু।—নিয়ে এসো।

ভাসু।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

ক্ষপণকের প্রবেশ।

ক্ষপ।—উপাসকদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হোক্ !

ভাগু।—(অবলোকন করিয়া স্বগত) একি! রাক্ষসের মিত্র জীবসিদ্ধি যে! (প্রকাশ্যে) পরিব্রাজক! রাক্ষসের কোন প্রয়োজনে যাওয়া হচ্চে না কি ?

ক্ষপ।—(কাণে আঙুল দিয়া) ছি ছি ও কথা বলবেন না। আমি এমন স্থানে যাচ্চি যেখানে রাক্ষস কিম্বা পিশাচের নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনার সুহৃদের উপর অত্যন্ত অভিমান হয়েছে দেখ্‌ছি। রাক্ষস আপনার কাছে কিসে, অপরাধী?

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষস আমার প্রতি কোন অপরাধই করেন নি। আমি আমার নিজের কাছেই অপরাধী।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনি আমার কৌতূহল বৃদ্ধি করচেন।

মল।—(স্বগত) আমারও।

ভাগু।—মশায়, ব্যাপারটা কি আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

মল।—(স্বগত) আমিও।

ক্ষপ।—উপাসক! সে কথা শুনে কি হবে?

ভাগু।—পরিব্রাজক! যদি গোপনীয় কথা হয় তবে থাক্।

ক্ষপ।—গোপনীয় কথা নয়।

ভাগু।—তবে বলুন।

ক্ষপ।—উপাসক! গোপনীয় নয় বটে কিন্তু একটা বড় নৃশংস ব্যাপার। তাই বল্‌তে চাই নে।

ভাগু।—পরিব্রাজক, আমিও তবে মুদ্রা-নিদর্শন দেব না।

ক্ষপ।—(স্বগত) ভাগুরায়ণ শুন্‌তে প্রার্থী হয়েছে, ওকে বলা উচিত। (প্রকাশ্যে) কি করা যায়—নিরুপায়। আচ্ছা বল্‌চি—শোনো তবে।

ক্ষপ।—হতভাগ্য আমি যখন প্রথমে পাটলীপুত্রে এসে বাস করলেম তখন রাক্ষসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ে রাক্ষস গূঢ় বিষকন্যা প্রয়োগে মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে।

মল।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) কি? রাক্ষস পিতাকে বধ করেছে—চাণক্য নয়?

ভাগু।—পরিব্রাজক! তার পর—তার পর?

ক্ষপ।—তার পর, চাণক্য-হতভাগা আমাকে রাক্ষসের মিত্র বলে' আমাকে অপমানের সহিত নগর হতে নির্ব্বাসন করে দিলে। এখন আবার রাক্ষস, আমি যাতে জীবলোকে না থাকি, তার একটা কি উপায় করচে। রাক্ষস সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ।

ভাগু।—দেখ পরিব্রাজক, প্রতিশ্রুত অর্দ্ধ-রাজ্যদানের অনিচ্ছা-বশতই চাণক্য-হতভাগা এই অকার্য্য সাধন করে;—রাক্ষস করেছে বলে' তো আমরা শুনি নি।

ক্ষপ।—(কাণে আঙ্গুল দিয়া) রামো! চাণক্য বিষ-কন্যার নামও জানে না। সেই দুষ্ট-বুদ্ধি রাক্ষসই এই অকার্য্য করেছে।

ভাগু।—পরিব্রাজক! এ বড় দুঃখের বিষয়। এই নেও মুদ্রা-নিদর্শন—এসো, এই কথা আমরা কুমারকে জানাই।

মল।—(অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া)

শুনিয়াছি সখা ওগো!
শ্রবণ-বিদারী এই দারুণ বচন—
রাক্ষস-সুহৃদ্ যাহা
রিপু-রাক্ষসের কথা বলিল এখন।
বহুদিন গত, তবু
পিতৃ-বধে কষ্ট হল দ্বিগুণ বর্দ্ধন॥

ক্ষপ।—(স্বগত) এই যে, মলয়কেতু-হতভাগা শুনেছে যে—ভালই হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য সফল হল। (প্রস্থান)

মল।—(আকাশে) রাক্ষস! এ কি তোমার উচিত?

"ইনি মোর প্রিয় মিত্র"
নিশ্চিত জানিয়া ইহা—নিরুদ্বিগ্ন-মন
সর্ব্বকার্য্য তোমাপরে
বিশ্বাস করিয়া পিতা করেন অর্পণ
—সেই সে পিতারে বধি'
অশ্রুজলে ভাসাইলি সর্ব্ব বন্ধুজনে,
রাক্ষস—সার্থক নাম
এতদিন পরে আজি জানিলাম মনে॥

ভাগু।—(স্বগত) ঠাকুর আদেশ করেছিলেন, "রাক্ষসের যাতে প্রাণরক্ষা হয় তা করবে।" আচ্ছা তাই তবে করা যাক্। (প্রকাশ্যে) কুমার! অত উদ্বিগ্ন হবেন না। কুমার আসন গ্রহণ করলে কুমারকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

মল।—(উপবেশন করিয়া) সখা, কি বল্‌বে বল।

ভাগু।—দেখুন কুমার, সাবধান গৃহস্থ লোকেরা যেরূপ স্বেচ্ছা-বশতঃ কাজ করেন, অর্থশাস্ত্রব্যবহারীরা তা পারেন না। তাঁরা রাজ্যের স্বার্থের জন্য অরি মিত্র উদাসীন সম্বন্ধে যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা করেন। দেখুন, সেই সময়ে রাক্ষসের ইচ্ছা ছিল—সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজা হন। সুগৃহীতনামা মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও প্রবল, সুতরাং তাঁহতে স্ব-উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা থাকায় রাক্ষস তাঁকেও আপনার পরম শত্রু বোলে মনে করতেন। অতএব, সেই সময়ে রাক্ষস যে এই কাজ করেছিলেন, তাতে তাঁর বিশেষ দোষ দেখা যায় না। দেখুন কুমার:—

রাজ্য-প্রয়োজন-বশে মিত্রজনে শত্রু করে
—শত্রুজনে মিত্র করে নীতি।

এই জনমেই যেন জন্মান্তর ঘটায় সে
বিলোপিয়া পূর্ব্বগত-স্মৃতি॥

অতএব এই বিষয়ে রাক্ষসকে এখন তিরস্কার না করাই ভাল। যে পর্য্যন্ত না আপনার নন্দরাজ্য লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত রাক্ষসকে বরং অনুগ্রহই করতে হবে। তার পর তাঁকে রাখা কি ত্যাগ করা, তাঁর কার্য্য দেখেই কুমার পরে স্থির করবেন।

মল।—আচ্ছা তাই হোক্। সখা তুমি ঠিক্ বিবেচনা করেচ— নৈলে রাক্ষসকে এখন বধ করলে প্রজাদের ক্ষোভের কারণ হবে এবং আমাদের বিজয়লাভেও সন্দেহ থাক্‌বে।

একজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—জয় হোক্ কুমারের জয় হোক্! মশায়ের এই প্রহরী-স্থানের অধ্যক্ষ দীর্ঘচক্ষু শ্রীচরণে এই নিবেদন করচে:—এই ব্যক্তি মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে পত্রহস্তে শিবির হতে বেরুচ্ছিল, আমরা একে ধৃত করে' এনেছি, মশায় একবার একে স্বচক্ষে দেখুন।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, তাকে নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রক্ষীর অগ্রে অগ্রে বদ্ধ-হস্ত সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধা।—(স্বগত)

নিজগুণে তুষ্ট করে—দোষে নাহি মতি
—এই সব প্রভুভক্তে করি গো প্রণতি॥

রক্ষী।—(অগ্রসর হইয়া) মশায় এই সেই ব্যক্তি।

ভাগু।—(দেখিয়া) বাপু! এ কি একজন আগন্তুক, না কারও আশ্রিত ব্যক্তি?

সিদ্ধা।—মশায়, আমি অমাত্য রাক্ষসের একজন পার্শ্বচর ভৃত্য।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে কেন তবে শিবির হতে বেরুচ্চ?

সিদ্ধা।—মশায়, কোন গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্চে।

ভাগু।—এত কি গুরুতর কার্য্য যে রাজ-শাসন লঙ্ঘন করে' যাচ্চ?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! পত্রখানা দিতে বল।

সিদ্ধা।—(ভাগুরায়ণকে পত্র অর্পণ)

ভাগু।—(সিদ্ধার্থকের হস্ত হতে পত্র লইয়া মুদ্রা দর্শন) কুমার! এই পত্র, আর এই রাক্ষসের নামাঙ্কিত এই মুদ্রা।

মল।—মুদ্রাটি নষ্ট না করে' পত্র উদ্‌ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

ভাগু।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

মল।—(গ্রহণ করিয়া পঠন) "স্বস্তি! কোন স্থান হইতে, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষকে যথাস্থানে এই কথা অবগত করিতেছে। আমাদের বিপক্ষকে দূর করিয়া সত্যবান্ আপনি সত্যবাদিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের যে সকল বান্ধবগণের সহিত আপনার প্রথম সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিজ্ঞা উৎসাহপূর্ব্বক পালন করিয়া হে সত্যসন্ধ! আপনি তাদের প্রীতি উৎপাদন করুন। পরে আপনকার প্রতি ইহাদের অনুরাগ সঞ্চার হইলে, স্বাশ্রয় বিনাশে ইহারা উপকারীরই শরণাপন্ন হইবে। একটি কথা সত্যবান আপনি বিস্মৃত না হইলেও আপনাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

আমার এই বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষের কোষ,—কেহ বা বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী। আমাকে যে তিনটি অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রের শূন্যতা-দোষ পরিহারের নিমিত্ত, আমিও যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিবেন। এবং অতি বিশ্বস্ত পরমাত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ আর যাহা কিছু বাচিক শ্রবণ করিবেন।"

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! এ পত্রের মর্ম্মার্থ কি?

ভাগু।—বাপু সিদ্ধার্থক, এ পত্রখানি কার লেখা?

সিদ্ধা।—আমি তো তা জানিনে মশায়!

ভাগু।—ধূর্ত্ত! তুমি পত্র নিয়ে যাচ্চ, অথচ জাননা কার পত্র?—আচ্ছা ও কথা যাক্‌—তোমার প্রমুখাৎ বাচিক কে শুন্‌বে বল দিকি?

সিদ্ধা।—(ভয়ের অভিনয়) আপনি।

ভাগু।—কি!—আমি?

সিদ্ধা।—আপনিই তো আমাকে ধৃত করেছেন—কিন্তু কি কথা আমি কিছুই জানি নে।

ভাগু।—(সক্রোধে) এইবার জানবে। বাপু ভাসুরক! একে বাহিরে নিয়ে গিয়ে, যতক্ষণ না সব কথা বলে, ততক্ষণ প্রহার কর।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে। (সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ করিয়া) মার্‌তে মার্‌তে এর বস্ত্র হতে নামমুদ্রাঙ্কিত একটা অলঙ্কারের পেটিকা পড়ে গেল।

ভাগু।—(দেখিয়া) কুমার—এতেও রাক্ষসের নাম মুদ্রাঙ্কিত।

মল।—এই সেই দ্রব্য যাতে পত্রের শূন্যতা পূরণ হয়েছে। এই

মুদ্রাটিও অক্ষত রেখে, পেটিকা উদ্ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

চাও।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

ল।—(দেখিয়া) এ কি! এ যে সেই আভরণগুলি যা আমি নিজ অঙ্গ হতে খুলে রাক্ষসকে পাঠিয়েছিলেম। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে, এই পত্র রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকেই লিখচে।

গু।—কুমার, এইবার সংশয় একেবারে দূর হবে। বাপু আবার প্রহার কর তো।

কী।—যে আজ্ঞে মশায়। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) প্রহার করতে করতে এই ব্যক্তি বল্লে, "স্বয়ং কুমারের নিকট আমি নিবেদন করব।"

।—নিয়ে এসো।

ী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান করিয়া সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রবেশ)

।—(পদতলে পড়িয়া) যদি অভয় দেন তো সমস্ত কুমারের নিকট বলি।

—বাপু! তুমি পরাধীন ব্যক্তি—তোমার দোষ কি—আমি অভয় দিচ্চি—তুমি যা জানো সমস্ত অসঙ্কোচে বল।

।—শুনুন কুমার! অমাত্য রাক্ষস এই পত্র নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের নিকট আমাকে যেতে বলেছেন।

—বাপু! এখন, বাচিক কি বল্বার আছে তাও শুনতে চাই।

।—কুমার!—অমাত্য রাক্ষস আমাকে এইরূপ বলতে আদেশ করেছেন:—কুলূতার রাজা চিত্রবর্ম্মা, মলয়-দেশের রাজা সিংহ-নাদ, কাশ্মীর দেশের রাজা পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ [illegible]

পারসীকের রাজা মেঘাক্ষ;—এর মধ্যে প্রথম যে তিন জনের নাম করলেম তাঁরা মলয়কেতুর বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী,—আর দুই জন কোষ ও হস্তিবলের প্রার্থী। আর, মহারাজ আপনি যেরূপ চাণক্যকে দূর করে' আমার প্রীতি উৎপাদন করেছেন, সেইরূপ এঁদেরও পূর্ব্ব-কথিত প্রার্থনাগুলি পূর্ণ করুন—রাজ-সদনে এই আমার নিবেদন।

মল।—(স্বগত) কি!—চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতিও আমার বিদ্বেষী?—তবে রাক্ষসের প্রতি এদেরও বিশেষ অনুরাগ? (প্রকাশ্যে) বিজয়া, অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান)

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

রক্ষীগণ-পরিবৃত রাক্ষস আসনস্থ
হইয়া চিন্তা-মগ্ন।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমাদের সৈন্যবল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবলের সহিত সম্পূর্ণ সমান কি না ঠিক্ জানতে না পারলে আমার মনে আর শান্তি নাই। কেন না:—

স্বপক্ষের লোক যত স্বপক্ষেরি অনুগত
বিপক্ষে একান্ত বীত-রাগ
—এ যদি জানিতে পাই, নিশ্চিন্ত জানিব তবে
আমাদেরি ধ্রুব জয় লাভ।
কিন্তু যদি স্বতঃ তারা আয়ত্ত না হয়,
—বশে আনা দেখাইয়া শুধু লোভ-ভয়,

হ-পক্ষেরি হয় যদি—স্বপক্ষের যাহা প্রতিকূল—
তাহা হলে আমাদের পরাজয়, নাহি তাহে ভুল ॥

কিন্তু না চন্দ্রগুপ্তের প্রতি যাদের বিদ্বেষ-কারণ জানা গেছে—ভেদোপায়ে পূর্ব্ব হতেই যাদের স্বপক্ষে আনা গেছে, প্রায় তাদের দ্বারাই আমাদের সৈন্যমণ্ডলী পূর্ণ—তবে কেন জয়লাভে বৃথা সন্দেহ করচি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! আমার নাম করে' কুমারের পক্ষাবলম্বী রাজাদের বল, এখন আমরা প্রতিদিন কুসুম-পুরের নিকটবর্ত্তী হচ্চি—অতএব এখন সৈন্য বিভাগ করে' যাত্রা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বিভাগ করবে :—

সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে, খস-মগধের সৈন্য
করুক গমন।
গান্ধার-যবন-পতি—এঁদের যতনে মধ্যে
করিবে স্থাপন।
তাহার পশ্চাতে যান্ শক-নরপতিগণ
চেদি-হূন-সাথে।
অবশিষ্ট কৌলূতাদি রাজ-লোকে পরিবৃত
কুমার পশ্চাতে ॥

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতি।—জয় হোক্ অমাত্যের জয় হোক্! কুমার অমাত্যকে দেখতে ইচ্ছা করেন।

রাক্ষ।—বাপু! একটু দাঁড়াও—কে আছে ওখানে?

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—শকটদাসকে বল, কুমার আমাকে পরিধানের জন্য যে আভরণ দিয়েছিলেন, সেগুলি না পরে' কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করাটা উচিত হয় না—অতএব যে তিনটি অলঙ্কার ক্রয় করা হয়েছিল তার মধ্য হতে একটি যেন তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) অমাত্য, এই সেই অলঙ্কার।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া এবং আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া উত্থান) বাপু, রাজবাড়ির পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—এই দিক দিয়ে অমাত্য এই দিক দিয়ে।

রাক্ষ।—(স্বগত) উচ্চ পদ নির্দোষ পুরুষের পক্ষেও ভয়ের বিষয়। কেন না:—

প্রথমে তো সেব্য হতে সেবকের ভয়ের উদয়,
পরে প্রভু-পার্শ্বচর—তা হতেও মনে-মনে ভয়।
উচ্চ-পদ ভৃত্য-জনে সতত করয়ে দ্বেষ দুর্জন-কুল,
মহোচ্চ-পদস্থ ভৃত্য পতনের ভয়ে তাই সদা চিন্তাকুল॥

প্রতী।—(পরিক্রমণ করিয়া) অমাত্য! এই দিকে আসতে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে কুমার।

পাদাগ্রে স্থাপন করি' নিশ্চল সে
—রাহি যাহে।

সুদুর্ব্বহ গুরুতর কার্য্য-ভারে নত মুখ
হস্তোপরি করেন বহন॥

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্ কুমারের জয় হোক্!

মল।—প্রণাম মহাশয়! এই আসনে বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(উপবেশন)

মল।—অমাত্য, আমি অনেকক্ষণ আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি।

রাক্ষ।—যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত থাকায় কুমারের এই তিরস্কার আমার শুন্‌তে হল।

মল।—যাত্রার কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

রাক্ষ।—কুমারের অনুগত রাজাদের এইরূপ আদেশ করা গেছে, ("সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে" ইত্যাদি পঠন।)

মল।—(স্বগত) এতে জানা যাচ্চে, আমার বিনাশের জন্য যারা চন্দ্রগুপ্তের আরাধনা করচে, তারাই আমাকে ঘিরে থাক্‌বে। দেখুন মহাশয়, এমন কোন ব্যক্তি কি আছে যে কুসুমপুরে এখন যাতায়াত করচে?

রাক্ষ।—এখন আর সেখানে যাতায়াতের প্রয়োজন নাই—সে প্রয়োজনের অবসান হয়েছে।

মল।—(স্বগত) বোঝা গেল। (প্রকাশ্যে) তা যদি হয়, তবে কেন আপনি পত্র লিখে কুসুমপুরে লোক পাঠাচ্চেন?

! সিদ্ধার্থক বে।—বাপু ব্যাপারখানা

জিত ভাবে) অমাত্য! আমার উপর রাগ

করবেন না। আমাকে এমনি প্রহার করলে, যে অমাত্যের সেই গুপ্ত কথাটি আমি আর পেটে রাখতে পারলেম না।

রাক্ষ।—বাপু! সে গুপ্ত কথাটি কি?—আমি তো কিছুই জানিনে।

সিদ্ধা।—প্রহার না করলে আমি কখনই—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া অধোমুখে অবস্থান।)

মল।—ভাগুরায়ণ! প্রভুর সাম্‌নে এ ব্যক্তি ভীত ও লজ্জিত হয়েছে, তাই বল্‌চে না। তুমি স্বয়ং অমাত্যকে সমস্ত বল।

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার। অমাত্য! ও এই কথা বল্‌চে: "রাক্ষস আমাকে পত্র দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পাঠাচ্চেন, আর মুখেও কিছু বল্‌তে বলেছেন"।

রাক্ষ।—বাপু সিদ্ধার্থক! এ কথা কি সত্য?

সিদ্ধা।—(লজ্জা অভিনয়) তাড়িত হয়ে আমি এই কথা বলেছি।

রাক্ষ।—কুমার! এ কথা মিথ্যা। তাড়িত হলে কি না বলা যায়?

মল।—ভাগুরায়ণ! পত্র দেখাও—আর, ও ব্যক্তি অমাত্যের নিজ ভৃত্য, বাচিক যা বল্‌বার ওঁর কাছে অবশ্যই বল্‌বে।

ভাগু।—(পত্র দেখাইয়া পাঠ) "স্বস্তি! কোন স্থান হইতে" ইত্যাদি।

রাক্ষ।—কুমার—কুমার—এ নিশ্চয়ই শত্রুর প্রয়োগ।

মল।—পত্রের শূন্যতা পূরণের জন্য মহাশয় আবার আভরণ পাঠিয়েছেন।—এ শত্রুর প্রয়োগ কি করে' হবে? (আভরণ প্রদর্শন)

রাক্ষ।—(আভরণ নিরীক্ষণ করিয়া) কুমার! আমি এ কখনই পাঠাই নি—এটি আপনি আমাকে দান করেছিলেন, পরে

কোন কারণে সন্তুষ্ট হয়ে পারিতোষিক-স্বরূপ আমি এটি সিদ্ধার্থককে দিই।

ভাগু।—দেখুন অমাত্য, যে আভরণ কুমার নিজ গাত্র হতে খুলে আপনাকে দিয়েছিলেন, তা কি পরিত্যাগের যোগ্য?

মল।—আবার আপনি লিখেছেন—"আমার পরম আত্মীয় সিদ্ধার্থ-কের প্রমুখাৎ বাচিক অবগত হবেন।"

রাক্ষ।—বাচিক কথা কে বলে' পাঠাচ্চে?—এ লেখাই বা কার?—এ পত্র তো আমি দিই নি।

মল।—এ তবে কার মুদ্রা?

রাক্ষ।—কুমার, ধূর্ত্তেরা জাল-মুদ্রাও তৈরি করতে পারে।

ভাগু।—কুমার, অমাত্য ঠিক্ বল্‌চেন। বাপু সিদ্ধার্থক! এ পত্র কার লেখা?

সিদ্ধা।—(রাক্ষসের মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে অবস্থান)

ভাগু।—মিথ্যা কেন আবার মার খেয়ে মরবে—বলে' ফ্যালো।

সিদ্ধা।—মহাশয়! শকটদাসের লেখা।

রাক্ষ।—কুমার! শকটদাস যদি লিখে থাকে তবে সে আমারই লেখা বল্‌তে হবে।

মল।—বিজয়া! শকটদাসকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

ভাগু।—(স্বগত) চাণক্য-ঠাকুরের চরেরা এমন কোন কথা বলে না যার অর্থ অনিশ্চিত। শকটদাস এসে যদি এই পত্র চিন্‌তে পারে, তা হলে পূর্ব্ব-কথা সমস্ত প্রকাশ করে' দেবে। কেন না, আমিই তাকে দিয়ে এই পত্র লিখিয়েছিলেম। তা হলে মলয়কেতু সন্দিহান হয়ে এই অভিযোগের বিষয়ে আর তত্টা

আদর করবেন না। (প্রকাশ্যে) কুমার! শকটদাস কখনই অমাত্য রাক্ষসের সাম্‌নে এ পত্র তার লেখা বলে' স্বীকার করবে না, অতএব তার লিখিত অন্য এক পত্র আনা হোক্—তা হলে তার সঙ্গে অক্ষর মিল করে' দেখলেই সব জানা যাবে।

মল।—বিজয়া! আচ্ছা তাই করা হোক্।

ভাগু।—কুমার, আর তার মুদ্রাটিও যেন আনা হয়।

মল।—আচ্ছা, অন্য পত্র ও মুদ্রা দুই নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) এই শকটদাসের স্বহস্তে লেখা পত্র ও মুদ্রা।

মল।—(দেখিয়া) মহাশয়! অক্ষরের বেশ মিল দেখা যাচ্চে।

রাক্ষ।—(স্বগত) হাঁ, লেখার অক্ষরে মিল আছে বটে। আচ্ছা, শকটদাস তো আমার মিত্র—কিন্তু এই পত্রের অক্ষরে যে তার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্চে। তবে কি সত্যই এ পত্র শকটদাসের লেখা?

নশ্বর অর্থের লোভে, অবিনাশী যশোমানে
দিয়া জলাঞ্জলি
স্ত্রী-পুত্রের স্মরি' দশা, প্রভুভক্তি বন্ধুত্ব কি
ভুলিল সকলি?

না—তার আর কোন সন্দেহ নাই।

তারই এ অঙ্গুলী-মুদ্রা,
সিদ্ধার্থক মিত্র শকটের,
অন্য পত্রে সাক্ষ্য দেয়
—এই পত্র তাহারি হাতের।

স্পষ্ট জানা যায় ইথে, ভেদপটু দীন-চেতা
শকট বাঁচাতে নিজ প্রাণ
শত্রু সনে দিয়া যোগ, ভর্ত্তৃ-স্নেহে পরাঙ্মুখ
—করেছে এ কার্য্য অনুষ্ঠান ॥

মল।—(দেখিয়া) আর্য্য! তিনটি অলঙ্কার যা শ্রীমান পাঠিয়েছিলেন, আর যা আপনার হস্তগত হয়েছে বলে' পত্রে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে এটি কি একটি? (নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) কি! যে আভরণ পূর্ব্বে পিতা পরিধান করতেন এ কি তাই না? (প্রকাশ্যে) এই অলঙ্কার কোথা হতে আপনি পেলেন?

রাক্ষ।— বণিকদের নিকট ক্রয় করেছিলেম।

মল।—বিজয়া! তুমি এই ভূষণ চিন্‌তে পারচ?

প্রতী।—(নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্রু-লোচনে) চিন্‌তে পারচি বৈ কি। এ তো মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর পূর্ব্বে অঙ্গে ধারণ করতেন।

মল।—(সাশ্রুলোচনে) হা তাত!

কুলের ভূষণ ও গো! ভূষণ-বল্লভ তুমি,
এ ভূষণ তব গাত্রোচিত।
ইহাতে শোভিতে তুমি শরৎ-প্রদোষ যথা
সমুজ্জ্বল নক্ষত্র-ভূষিত ॥

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! এই ভূষণগুলি পূর্ব্বে পর্ব্বতেশ্বর পরিধান করতেন এই কথা বল্‌চে? (প্রকাশ্যে) তবে নিশ্চয় চাণক্যের প্রয়োগেই সেই বণিক এইগুলি আমাকে বিক্রয় করে' থাক্‌বে।

মল।—যে ভূষণগুলি আমার পিতা পূর্ব্বে পরিধান করতেন এবং যা

পরে চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়, সেগুলি তুমি বণিকদের নিকট ক্রয় করেছ—এ কথা সঙ্গত বলে' মনে হয় না। অথবা তা হতেও পারে।

কুটিল কৃতঘ্ন তুমি, অধিক লাভের আশা
মনে মনে সঙ্গোপনে করিয়া পোষণ,
চন্দ্রগুপ্ত হতে ক্রয়, করেছ এ অলঙ্কার
মূল্য-রূপে আমাদের করি' নির্দ্ধারণ॥

রাক্ষ।—(স্বগত) ওঃ! কি পাকা চালই চেলেচে!

"এ পত্র আমার নহে"—কেমনে এ উত্তর দি
মুদ্রাঙ্কটি যখন আমার।
"শকট সৌহার্দ্দ-সূত্র করিয়াছে ছিন্ন"—এই
প্রত্যয় বা হইবে কাহার?
"চন্দ্রগুপ্ত নরপতি, ভূষণ বিক্রয় করে"
—এও বা কি হয় গো সম্ভব?
ইতর-উত্তর চেয়ে, দোষের স্বীকার ভাল
এই স্থলে হইয়া নীরব॥

মল।—এখন আমি আর্য্যকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি—

রাক্ষ।—যে আর্য্য তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, আমি তো এখন অনার্য্য হয়ে পড়েছি।

মল।—

চন্দ্রগুপ্ত প্রভু-পুত্র, আমি তব মিত্র-পুত্র
অনুগত সেবা-পরায়ণ।
মৌর্য্য অর্থদাতা তব, তুমি বুদ্ধিদাতা মোর,
—করি তব মতানুসরণ।

সেথা তব মন্ত্রীপদ—সসম্মান দাস্য-মাত্র
—হেথা পূর্ণ প্রভুত্ব তোমার।
অধিক কি স্বার্থ-লোভে, তবে তুমি কর এবে
হেন নীচ অনার্য্য ব্যভার ?

রাক্ষ।—কুমার! আমার বিরুদ্ধে এইরূপে দোষের অভিযোগ করে' আবার আপনিই তো তার উচিত উত্তর দিলেন। ("চন্দ্র গুপ্ত প্রভু-পুত্র" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পঠন)

মল।—(পত্র অলঙ্কার স্থলিকা প্রভৃতি দেখাইয়া) আচ্ছা, এ সব তবে কি ?

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) এ সব বিধাতার বিড়ম্বনা—চাণক্যের নয়। কেন না :—

তিরস্কার-পাত্র শুধু
যদিও গো মোরা ভৃত্যগণ,
তথাপি যে সাধু রাজা
উপকার করিয়া স্মরণ
ভৃত্যেরে ভাবিতো মনে
ঠিক্ নিজ পুত্রের মতন
—সদসদ্-বিবেচক সেই নৃপে পাপ-বিধি
করিল বিনাশ
—সর্ব্ব-পৌরুষ-নাশী সেই সে বিধিরি এই
কৌতুক-বিলাস ॥

মল।—(সক্রোধে) কি! এখনও নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বলচ এ সমস্ত বিধাতার বিড়ম্বনা—তোমার কোন দোষ নেই ?

তীব্রবিষ সুবিষম, বিষকন্যা করিয়া প্রয়োগ
বিশ্বস্ত পিতায় তুমি করিলে নিধন।
গৌরবের মন্ত্রীপদে, শত্রুসনে দিয়া এবে যোগ
বেচিতেছ আমা-সবে মাংসের মতন॥

রাক্ষ।—(স্বগত) এ যে আবার গণ্ডের উপর বিস্ফোটক। (প্রকাশ্যে কাণ ঢাকিয়া) শিব শিব! এ পাপ-কথা মুখে আনতেও নেই! আমি পর্ব্বতেশ্বরের প্রতি বিষ-কন্যা প্রয়োগ করি নি—আমি নির্দোষ।

মল।—কে তবে পিতাকে বধ করলে?

রাক্ষ।—এস্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত।

মল।—(সক্রোধে) এস্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত?—ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে নয়?

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! জীবসিদ্ধিও চাণক্যের চর? হা! কি সর্ব্বনাশ! শত্রু চাণক্য আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে দেখ্‌চি!

মল।—(সক্রোধে) সেনাপতি শিখরসেনকে জানিয়ে এসো, এই পাঁচ জন রাজা এই রাক্ষসের সহিত সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমার প্রাণবধ করে' চন্দ্রগুপ্তের শরণাপন্ন হবে বলে' ইচ্ছুক হয়েছে:—কৌলূত-রাজ চিত্রবর্ম্মা, মলয়-নরপতি সিংহনাদ, কাশ্মীর-রাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সুষেণ, পারসীক-রাজ মেঘাক্ষ—এই পাঁচ জন। এদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান প্রথম তিন জন যারা আমার রাজ্য-কামনা করে, গভীর গর্ত্তের মধ্যে তাদের ছাই-চাপা দিয়ে পুতে ফেলা হোক্; আর দুই জন যারা আমার হস্তীবলের অভিলাষী, হস্তীর দ্বারাই তাদের বধ করা হোক্।

পু।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান)

মল।—(সক্রোধে) রাক্ষস!—রাক্ষস!—শোনো—আমি বিশ্বাস-ঘাতক রাক্ষস নই, আমি মলয়কেতু; যাও, সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় গ্রহণ করগে।

এসেছ রাক্ষস তুমি
চাণক্য মৌর্য্যের সনে হইয়া মিলিত
—এ ত্রিবর্গ দুর্নীতিরে
অক্লেশে করিতে পারি আমি উন্মূলিত॥

ভাগু।—কুমার, আর কাল হরণ করে' কি হবে? কুসুমপুর অবরোধ করতে এখনি আমাদের সৈন্যগণ যাত্রা করুক।

সুগন্ধী লোধ্রের চূর্ণে সুরঞ্জিত হয় যেই
ধবল কপোল-দেশ গৌড়-নারীদের
—ধূসর করিয়া তাহা, মলিন করিয়া তুলি'
সুনীল ভ্রমর-কান্তি কুঞ্চিত কেশের
—গজ-মদ-জল-সিক্ত দলিত ভূতল হতে
ধূলারাশি—অশ্ব-খুর-পুট-সমুত্থিত—
ছাইয়া গগনতল, আচ্ছন্ন করিয়া পুরী
শত্রুর মস্তকে গিয়া হউক পতিত॥

(পরিজন-সমভিব্যাহারে মলয়কেতুর প্রস্থান)

রাক্ষ।—(মনের আবেগে) হা ধিক্! কি কষ্ট! চিত্রবর্ম্মাদি নির্দ্দোষ ব্যক্তিদেরও প্রাণদণ্ড হল? তবে কি রাক্ষস, রিপু-বিনাশের চেষ্টা না করে' এত দিন ধরে' শুধু সুহৃদ্‌নাশের চেষ্টা করলে? হায়! আমি কি হতভাগ্য! এখন কি করি?

যাব কি গো তপোবনে?
—না হইবে তপে শান্ত বৈর-পূর্ণ মন

জীবিত থাকিতে রিপু;

তবে কি করিব ভর্ত্তৃ-পথানুসরণ?

—যৌবনের যোগ্য সে যে;

অসি-হস্তে রণক্ষেত্রে হব কি পতন?

—কৃতার্থ হইব, যদি

"চন্দনে"রে কারা হতে না করি মোচন॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দৃশ্য—পাটলীপুত্র।

অলঙ্কৃত হইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধা।— জলদ-সুনীল-কান্তি
কেশিঘাতী কেশবের জয়!
লোক-লোচন-চন্দ্রমা
চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির জয়!
যে করে সকল জয়
প্রতিপক্ষে করি' প্রতিহত
সে আর্য্য-চাণক্যনীতি
—তার জয় ঘোষো অবিরত॥

এখন তবে বহুকালের প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থকের সঙ্গে সাক্ষাৎ গে। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) এই যে, প্রিয়সখা দিকেই আস্‌চেন। আমি তবে এগিয়ে যাই।

সমিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সমি।— চিত্ত দহে পান-ভূমে,
প্রাণ কাঁদে গৃহোৎসবে।
মিত্রের বিরহে মিত্র
বিভবে কি সুখ লভে?

আমি শুনলেম, মলয়কেতুর শিবির হতে প্রিয়সখা সিদ্ধা এসেছেন। এখন তবে তাঁর অন্বেষণ করা যাক্। (পরিক্রম

নিকটে অগ্রসর হইয়া) এই যে সিদ্ধার্থক। সুখে আছ তো প্রিয়
খা? (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন)

দ্ধা।—(দেখিয়া) প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থক, তুমি এখানে কি করে' এলে? (নিকটে আসিয়া) সুখে আছ তো প্রিয়সখা?

মি।—সখা, তুমি এত দিনের পর প্রবাস থেকে ফিরে এলে। আমাকে কোন সংবাদ না দিয়েই অন্যত্র চলে গিয়েছিলে— এতে আর আমার সুখ কোথায় বল?

দ্ধা।—রাগ কোরো না সখা, রাগ কোরো না। আমাকে দেখবা মাত্রই চাণক্য এই আজ্ঞা করলেন "দেখ সিদ্ধার্থক, তুমি যাও, গিয়ে এই সুসংবাদটি প্রিয়দর্শন চন্দ্রগুপ্তকে জানিয়ে এসো।" তাঁকে সংবাদটি দেবামাত্র তিনি আমাকে এই পারিতোষিক দিলেন—তার পরেই সখা তোমাকে দেখবার জন্য আমি তোমার গৃহে যাচ্ছিলেম।

।—যদি আমাকে শোনাতে কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে আমি সেই সুসংবাদটি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

।।—প্রিয়সখা, এমন কি কথা আছে যা তোমার কাছে অব-ক্তব্য। আচ্ছা শোনো তবে বলি। দেখ, চাণক্য-ঠাকুরের নীতিতে হতবুদ্ধি হয়ে হতভাগ্য মলয়কেতু রাক্ষসকে তো দূর করে দিলে, আর পাঁচজন প্রধান-প্রধান রাজাকেও বধ করলে। তার পর, সেই অদূরদর্শী কুমারের দুরাচারে, তার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই ভয়-চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল; আর, নিজ ধন-সম্পত্তি রক্ষার্থ ব্যগ্র হয়ে তাঁর শিবির-ভূমি ত্যাগ করে' তারা চলে গেল। তাতে, তাঁর সৈন্যবলেরও বিলক্ষণ লাঘব হল। তার পর, যাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন—সেই ভদ্রভট্ট, পুরুদত্ত, হিঙ্গুরাত,

বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি প্রধানগণ মলয়কেতুকে ধৃত করে' কারাবদ্ধ করলেন।

সমি।—লোকে বলে, ভদ্রভট্ট প্রভৃতি এরা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী হয়ে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কি করে' তবে এখন কু-কবির নাটকের মত উপক্রমে একরূপ হয়ে উপসংহারে অন্য-রূপ হল?

সিদ্ধা।—সখা, শোনো তবে, আমার এই চাণক্য-ঠাকুরের নীতি দৈবগতিরই ন্যায় অশ্রুত-গতি।

সমি।—সখা! তার পর—তার পর?

সিদ্ধা।—তার পর চাণক্য-ঠাকুর এই নগর হতে বেরিয়ে, সংগ্রামো উৎকৃষ্ট উপকরণ-সকল সঙ্গে নিয়ে, রাজ-শূন্য অসংখ্য রাজসৈন্য হস্তগত করলেন।

সমি।—সখা, এ ঘটনা কোথায় হল?

সিদ্ধা।—যেখানে :—

অতি-মদ-দর্প-ভরে, শত শত মহাকায়
প্রমত্ত বারণ
করিছে বৃংহিত-ধ্বনি, সজল জলদ শোভা
করিয়া ধারণ।
কশার প্রহার-ভয়ে, যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত
তুরঙ্গ অযুত
হইয়া কম্পিত-তনু, রণভূমে প্রাণপণে
ছুটিতেছে দ্রুত॥

সমি।—আচ্ছা, ও সব কথা থাক্। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা ক

সর্ব্বজনের সমক্ষে চাণক্য পদচ্যুত হয়ে, আবার সেই মন্ত্রীপদে কি করে' আরূঢ় হলেন বল দিকি ?

সিদ্ধা।—তুমি দেখছি মূর্খের মত কথা কচ্চ। যে চাণক্যের বুদ্ধি-কৌশল অমাত্য রাক্ষস পর্য্যন্ত ধরতে পারে নি, তার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করচ ?

সমি।—আচ্ছা, অমাত্য-রাক্ষস এখন কোথায় ?

সিদ্ধা।—সখা, অমাত্য-রাক্ষস, সেই প্রলয়-কোলাহল বৃদ্ধি হলে মলয়কেতুর শিবির হতে নির্গত হয়ে, এই কুসুমপুরেই এসেছেন। উন্দুর নামে একজন চর বরাবর তাঁর পিছনে পিছনে এসে এই সংবাদটি চাণক্য-ঠাকুরকে নিবেদন করে।

সমি।—আচ্ছা ভাল, অমাত্য রাক্ষস নন্দরাজ্য প্রতিষ্ঠাপন করবার উদ্দেশে বেরিয়ে, শেষে অকৃতকার্য্য হয়ে, আবার এই কুসুম-পুরে এলেন কেন বল দিকি ?

সিদ্ধা।—সখা, আমার বোধ হয়, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে।

সমি।—সত্য, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে ? আচ্ছা চন্দনদাস মুক্ত হয়েছে কি না তা কি জান ?

সিদ্ধা।—সখা, সে হতভাগ্যের আবার মুক্তি কোথায় ? চাণক্য আমাদের দুজনকে আজ্ঞা করেছেন, "তাকে বধ্য-স্থানে নিয়ে গিয়ে বধ করবে।"

সমি।—(সক্রোধে) সখা কি আশ্চর্য্য ! চাণক্য কি আর কোন ঘাতক পেলেন না যে এই নৃশংস কার্য্যে আমাদেরই নিযুক্ত করলেন ?

সিদ্ধা।—জীবলোকে বাস করবার যার ইচ্ছা আছে, সে কখনই চাণক্যের আদেশ লঙ্ঘন করে না। তবে চল, চণ্ডালের

বেশ ধারণ করে', চন্দনদাসকে বধ্য-স্থানে নিয়ে যাওয়া যাক্‌।

(উভয়ের প্রস্থান

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—বন-ভূমি।

রজ্জু হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ।

ব্যক্তি।—ষড়-গুণ-যোগে দৃঢ়
পাশ-মুখ যার পরিপাটী অতিশয়
অরাতি- বন্ধন-পটু
সে চাণক্য-নীতি-রজ্জু—তার জয় জয়॥

যে স্থানের কথা উন্দুরে চাণক্যকে বলেছিল, এই তো সেই স্থা[ন]। চাণক্যের আদেশ অনুসারে রাক্ষসের সঙ্গে এইখানেই দেখা ক[র্‌তে] হবে। এ কি! অমাত্য-রাক্ষস কাপড়ে মুখ ঢেকে এই দিকে যে আস্‌চেন। এখন তবে এই জীর্ণ উদ্যানের তরুর আড়াল থেকে দেখি কোথায় উনি আসন গ্রহণ করেন। (পরিক্রমণ করি[য়া] সেইরূপ অবস্থান)

অবগুণ্ঠিত হইয়া শঙ্কিতভাবে রাক্ষসের প্রবেশ।

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!
কাতরা আশ্রয়-নাশে—কুলটা যে রাজলক্ষ্মী
গোত্রান্তরে গত,

ত্যজি ভক্তি প্রজাগণ, গতানুগতিক ভাবে
তারি অনুগত।
বিষণ্ণ আত্মীয় জন, না লভিয়া নিজ নিজ
পৌরুষের ফল,
কার্য্য-ভার সব ত্যজি', শিরোহীন সর্প-সম
নিমূঢ় অচল॥

পিচ।—

দুশ্চারিণী রাজলক্ষ্মী, কুলীন ভুবন-পতি
নিজ পতি ছাড়ি',
নীচকুলোদ্ভব যেই বৃষল—করিয়া ছল
হইল তাহারি।
তাহাতে হইলা স্থির, কি করিব মোরা?—যাহা
নিশ্চিত মোদের
তাহাও করিল ব্যর্থ, এমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি
দারুণ দৈবের॥
লভিয়া অযোগ্য মৃত্যু, নন্দ-মহারাজ হ'ল
পরলোক-গত,
পর্ব্বত-রাজের হয়ে, কত যত্ন কত চেষ্টা
করিনু নিয়ত।
হইলে নিহত তিনি, লইনু পুত্রের পক্ষ—
তাতেও বিফল।
নন্দ-রাজকুল-রিপু নহেতো চাণক্য বটু
—দৈবই কেবল॥

অহো! সেই ম্লেচ্ছ মলয়কেতুর কোন বিবেচনা নাই কেননা :—

মৃত হইলেও প্রভু, যে করে প্রভুর সেবা
করি' প্রাণ পণ,
অক্ষত-শরীরে সে কি, প্রভু-বৈরী সনে করে
মিত্রতা-বন্ধন?
বিবেক-বিমূঢ় ম্লেচ্ছ, না করিল বিবেচনা
ইহা কোন মতে,
দৈব-উপহত-বুদ্ধি পূর্ব্ব-হইতেই যায়
বিপরীত পথে ॥

যদিও এখন আমি শত্রুর হস্তগত, তবু চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কথ সন্ধি করব না—তা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াও শ্রেয়। অ প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারলেম না—এই অপযশ বরং ভাল, শত্রুর বাক্য-গঞ্জনা কখনই সহ্য করতে পারব না। (চারিদি অবলোকন করিয়া সাশ্রুলোচনে) এই সেই নগরের উপকণ্ঠ যেখানে মহারাজ পদচারণা করতেন—তাঁর চরণ-স্পর্শে উদ্য যেন এখনও পবিত্র হয়ে আছে।

এই খানেই :—

দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে, বল্‌গা শিথিল করি',
ধনুর্ছিলা করি' আকর্ষণ,
ইতস্তত মহারাজ, করিতেন ধনু হতে
চল-লক্ষ্যে বাণ বিমোচন।
এই সে উদ্যান-মাঝে, রাজাদের সনে তাঁর
হইত আলাপ।

সেই নৃপগণ-বিনা, পুষ্প-পুর-ভূমি এবে
করে গো বিলাপ॥

হতভাগ্য আমি এখন কোথায় যাই? (দেখিয়া) আচ্ছা, ঐ জীর্ণ উদ্যানটি দেখা যাচ্ছে ঐ উদ্যানে প্রবেশ করে' কারও াছ থেকে চন্দনদাসের সংবাদটা জানা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া গত) কি আশ্চর্য্য! মানুষের কখন কি অবস্থা হয় পূর্ব্ব হতে কিছুই জানা যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে যবে, বেষ্টিত হইয়া আমি
নরপতিগণে
রাজাধিরাজের মত, হতেম পুরীর বার—
উদ্যান-ভ্রমণে,
তখন গো পৌরজন, নবোদিত ইন্দু-সম
করিত গো অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ,
এখন সেই যে আমি, জীর্ণোদ্যানে চোরসম
ভয়ে দ্রুত করিছি প্রবেশ॥

কিন্তু এ তো হবারই কথা—যাঁর প্রসাদে আমার সেই অবস্থা টেছিল তিনি যে এখন নাই। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) অহো! এই জীর্ণ উদ্যানের এখন আর কোন সৌন্দর্য্য নেই। এখন এখানে:—

ভাঙে যথা নদীকূল—মহা-অট্টালিকা সব
গিয়াছে পড়িয়া,
পরিশুষ্ক সরোবর—সুহৃদের নাশে যথা
সাধু-জন হিয়া।

ফলহীন বৃক্ষসব—প্রতিকূল দৈব-বশে
কৌশল যেমতি,
তৃণেতে আচ্ছন্ন ভূমি—কুনীতি-চালিত যথা
অজ্ঞ-জন-মতি ॥

অপিচ এখানে :—

তীক্ষ্ণ পরশুর ঘায়ে, তরু-শাখা-অঙ্গমাঝে
হইয়াছে ক্ষত,
তাহাতে কপোত বসি, অস্ফুট ক্রন্দন-স্বরে
কূজে অবিরত।
বন্ধুর ব্যথায় ব্যথী, নিঃশ্বাস করিয়া ত্যাগ
যেন ফণিগণ
ত্যজিয়া নির্মোক নিজ, বস্ত্র-খণ্ডে ক্ষত-স্থান
করে আচ্ছাদন ॥

আহা! এই সব নিরীহ তরুগণঃ—

অন্তঃশরীর-শুষ্ক, কীট-ক্ষতি-শোক হৃদে
করিছে বহন।
ছায়ার বিরহে ম্লান, বিপদের গুরুভারে
চিন্তায় মগন
—বৈরাগ্য-উদয়ে যেন, শ্মশান-প্রদেশে তারা
করিবে গমন ॥

আমার দুঃসময়ের উপযুক্ত আসন—এই ভগ্নাগ্র শিলাতলে একটু বসা যাক্। (উপবেশন করিয়া শ্রবণ) এ কি! শঙ্খ ও ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে নান্দী-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না?—হাঁ তাই তো।

বাদ্য-মিশ্র নান্দী-রবে, ভরপূর হয়ে আছে
শ্রোতার শ্রবণ,
সৌধ অট্টালিকা সব, পিইয়া তা' অপর্য্যাপ্ত
করে উদ্‌গীরণ।
সেই মহা ধ্বনি যেন
কৌতূহলে হইয়া অধীর
দিক্‌-দৈর্ঘ্য দেখিবারে
হইয়াছে ঘরের বাহির॥

(চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, মলয়কেতু বন্দী হওয়ায় রাজবাটীর লোকেরা আনন্দ-ধ্বনি করচে। মৌর্য্যকুলের কতটা আনন্দ হয়েছে এতে তার বেশ পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। (সাশ্রুলোচনে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

রিপুর সৌভাগ্য-কথা
দৈব মোরে শুনায়েছে সব,
আনিয়া নিকটে মোর
দেখায়েছে রিপুর বিভব,
এবে দেখি যত্ন তার
করাইতে হৃদে অনুভব॥

ব্যক্তি।—এই যে, বসে আছেন দেখ্‌ছি। এইবার তবে চাণক্য-ঠাকুরের আজ্ঞা-মত কাজ করি। (রাক্ষসের সম্মুখে রজ্জু পাশে উদ্বন্ধনের উদ্যোগ)

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) এ কি! এ লোকটা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার চেষ্টা করচে কেন? নিশ্চয় আমার মত এও তবে একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করেই

দেখা যাক্। (নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) বাপু হে তুমি করচ কি?

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) প্রিয়সখার বিনাশে শোকগ্রস্ত ব্যক্তি যা করে' থাকে, আমি তাই করচি।

রাক্ষ। (স্বগত) প্রথমে দেখেই আমি বুঝেছিলেম, এ একজন আমার মতন হতভাগা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু, আমাদের দু-জনেরই সমান অবস্থা। যদি বিশেষ গোপনীয় না হয়, তা হলে আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি, তুমি কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্চ।

ব্যক্তি।—(নিরীক্ষণ করিয়া) এ গোপনীয়ও নয়, বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও নয়। প্রিয়সখার বিনাশে আমার হৃদয় এতটা কাতর হয়েছে যে মরণের বিলম্ব আর তিলার্দ্ধ সহ্য হচ্চে না।

রাক্ষ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) সুহৃদের বিপদে আমি যে পরের মত উদাসীন হয়ে আছি, এ যেন সেইজন্যই আমাকে তিরস্কার করচে। (প্রকাশ্যে) বাপু, যদি গোপনীয় কথা না হয়—কিম্বা বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও না হয়, তা হলে আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি, তোমার দুঃখের কারণটা কি।

ব্যক্তি।—মহাশয় যখন বারবার জিজ্ঞাসা করচেন, কি করি, আচ্ছা, তবে বলি শুনুন। এই নগরে জিষ্ণুদাস নামে একজন শ্রেষ্ঠী বণিক আছেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) জিষ্ণুদাস তো চন্দনদাসের পরম মিত্র।

ব্যক্তি।—তিনি আমারও প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) এ যে বলচে ওর প্রিয়বন্ধু। তবে তো

বেশ হয়েছে। যার সঙ্গে এতটা নিকট-সম্বন্ধ, সে অবশ্যই চন্দনদাসের বৃত্তান্তও বল্‌তে পারবে।

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) সম্প্রতি তিনি দীন-দরিদ্রদের ধনাদি বিতরণ করে' অগ্নিপ্রবেশ করবেন মনে করে' নগর হতে বেরিয়েছেন। আমার যাতে সেই প্রিয়-সখার অশ্রোতব্য কথা শুন্‌তে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করব বলে' এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু—তোমার সুহৃদের অগ্নি-প্রবেশের হেতু কি? ঔষধের অতীত, দুরারোগ্য কোন মহা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন কি?

ব্যক্তি।—না মশায়, তা নয়, তা নয়।

রাক্ষ।—অগ্নিতুল্য বিষতুল্য রাজ-ক্রোধে তাড়িত হয়ে কি এ কাজ করচেন?

ব্যক্তি।—মহাশয়—না না না—ও পাপ কথা মুখে আন্‌বেন না—এ রাজ্যে চন্দ্রগুপ্তের নিষ্ঠুর ব্যবহার নাই।

রাক্ষ।—তোমার বন্ধু কি কোন দুর্লভ পর-নারীতে আসক্ত?

ব্যক্তি।—(কর্ণ ঢাকিয়া) শিব শিব!—তা নয় মশায়। নীতি-পরায়ণ বণিকজনের এ দোষ কখনই নাই—বিশেষতঃ জিষ্ণু-দাসের।

রাক্ষ।—আপনি যেমন সুহৃদের নাশে উদ্বন্ধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনিও কি তেমনি নিজ সুহৃদের বিনাশে অগ্নি-প্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন?

ব্যক্তি।—হাঁ, তাই বটে।

রাক্ষ।—(আবেগ-ভরে স্বগত) চন্দনদাসের তিনি প্রিয় সুহৃদ্‌—

শুধু এই জন্যই তাঁর বিনাশে তিনি অগ্নিপ্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন একথা শুনে স্নেহ-পক্ষপাত বশতঃ আপনার হৃদয় তো বিচলিত হতেই পারে। (প্রকাশ্যে) কি করে' চন্দনদাসের প্রাণনাশ হল এবং তাঁর বন্ধুও প্রাণত্যাগ করতে কিরূপে কৃতসঙ্কল্প হলেন সমস্ত বিস্তারিত শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

ব্যক্তি।—আমি অতি মন্দভাগ্য, আমার মরণের বিঘ্ন হচ্চে। আমি যাই।

রাক্ষ।—বাপু, যদি আমাকে শোনাতে আপত্তি না থাকে তো বল

ব্যক্তি।—এতই যদি শুন্‌তে ইচ্ছা, আচ্ছা তবে বলচি।

রাক্ষ।—বাপু বল, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি।

ব্যক্তি।—এই নগরে চন্দনদাস নামে একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী বাস করেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে স্বগত) আমার আত্মহত্যার দ্বার দৈব এইবার দেখ্‌চি উদ্‌ঘাটন করবেন। হৃদয়! স্থির হও, না জানি আরও কি দুঃখের কথা শুন্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) শোনা যায় বটে, তিনি মিত্রবৎসল সাধু পুরুষ— তাঁর কি হয়েছে?

ব্যক্তি।—তিনি জিষ্ণুদাসের প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হচ্চে। (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

ব্যক্তি।—তার পর, জিষ্ণুদাস বন্ধু-স্নেহের অনুরূপ এই কথা চন্দ্রগুপ্তকে বল্লেন—

রাক্ষ।—বল, কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—"মহারাজ! আমার গৃহে সমস্ত পরিবার ভরণ-পোষণের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত অর্থ আছে, তার বিনিময়ে আমার

প্রিয়সুহৃদ্ চন্দনদাসকে আপনি মুক্ত করুন”—এই কথা বল্লেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু জিষ্ণুদাস সাধু! আহা! তুমিই যথার্থ মিত্র-স্নেহের পরিচয় দিয়েছ।

যে ধনের তরে দেখ, পিতা পুত্রগণে, আর
পুত্রেরা পিতায়,
সুহৃদ্ সুহৃদ্-জনে, প্রতারণা করি' ত্যজে
স্নেহ-মমতায়
—সেই প্রিয় ধন তুমি বন্ধুর বিপদে সদ্য
ত্যজিতে প্রবৃত্ত
বণিকের মায়া ছাড়ি; সার্থক তোমার অর্থ,
ধন্য তব চিত্ত॥

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু, তাঁর সেই কথায় চন্দ্রগুপ্ত কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—মশায়, তার পর চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করলেন “দেখ শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস, আমি অর্থের নিমিত্ত চন্দনদাসকে কারারুদ্ধ করি নি; ইনি অমাত্য রাক্ষসের গৃহ-জনকে নিজ গৃহে লুকিয়ে রেখেছেন, অনেক অনুরোধ-সত্ত্বেও আমাদের হাতে সমর্পণ করেন নি, তাই ওঁকে কারারুদ্ধ করেছি। এখন যদি তাদের সমর্পণ করেন, তা হলে এখনি তাঁর মুক্তি হয়। অন্যথা, তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে আমরা বাধ্য হব।” অন্য লোকেও যাতে তাঁর দৃষ্টান্তে এরূপ কাজ না করে, তাই তাঁকে বধ্য-স্থানে

আনা হয়েছে। শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস এই অশ্রাব্য সংবাদ শোনবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করবেন বলে' অগ্নি-প্রবেশের উদ্দেশে নগর হতে নির্গত হয়েছেন। প্রিয়সখার এই অশ্রাব্য সংবাদ আমারও যাতে শুন্‌তে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার নিমিত্ত এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—চন্দনদাসকে এখনও বোধ হয় বধ করে নি?

ব্যক্তি।—না মহাশয়, এখনও তাঁকে বধ করে নি। এখনও, অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে সমর্পণ করতে তাঁকে ক্রমাগত বলা হচ্চে। কিন্তু বারবার বলা সত্বেও, মিত্র-বাৎসল্য-বশতঃ তিনি কিছুতেই তাদের সমর্পণ করেচেন না। এই জন্যই তাঁর প্রাণদণ্ডের এত বিলম্ব হচ্চে।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু সখা চন্দনদাস সাধু!

তব সখা নাহি কাছে,
তবু তুমি রক্ষিছ শরণাগত জনে,
সাধু গো চন্দনদাস!
শিবি-রাজ সম যশ অর্জ্জিলে এক্ষণে॥

(প্রকাশ্যে)।—বাপু যাও, এখনি গিয়ে জিষ্ণুদাসের অগ্নি-প্রবেশ নিবারণ কর গে। আমিও গিয়ে চন্দনদাসকে মৃত্যু-মুখ হতে উদ্ধার করিগে।

ব্যক্তি।—আচ্ছা মশায়, চন্দনদাসকে কি উপায়ে মৃত্যু হতে উদ্ধার করবেন?

রাক্ষ।—(খড়্গ আকর্ষণ করিয়া) এই খড়্গের দ্বারা।

দেখ এই খড়্গ মোর, মেঘ-মুক্ত আকাশের
শুভ্র মূর্ত্তি করেগো ধারণ,
যুদ্ধোৎসাহে পুলকিত, চির-কর-ধৃত হয়ে
যার সনে সখ্যের বন্ধন।
সমরের নিকষেতে, রিপু-যুদ্ধে যার বল
বহু-পরীক্ষিত,
মিত্র-স্নেহাকুল আমি—সহসা সে যুদ্ধে মোরে
করে নিয়োজিত॥

ব্যক্তি।—মশায়, শুনেছি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের জীবন নাকি বিষম সংশয়াপন্ন, কিন্তু ঠিক্ কি ঘটেছে নিশ্চয় এখনও কিছু বল্‌তে পারচিনে। (দেখিয়া ও পদতলে পড়িয়া) আপনি সুগৃহীত-নামা অমাত্য-রাক্ষস কি না, অনুগ্রহ করে' আমাকে বলে' আমার সংশয় দূর করুন।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু ওঠো! আমি স্বচক্ষে আমার প্রভুর বিনাশ দেখেছি, আমি আমার সুহৃদ্-বিনাশের হেতু, আমি অতি অনার্য্য। হাঁ বাপু আমি সেই সার্থক-নামা রাক্ষস বটে।

ব্যক্তি।—(সহর্ষে পুনর্ব্বার পদতলে পড়িয়া) শান্ত হোন্—শান্ত হোন্! আর্য্য! আজ আমার শুভদিন—আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু ওঠো। আর কাল হরণ করে' কি হবে? জিষ্ণুদাসকে বলগে, এই রাক্ষস চন্দনদাসকে মৃত্যু হতে উদ্ধার করতে এখনি যাচ্চে। ("দেখ এই খড়্গ মোর" ইত্যাদি পাঠ করিয়া খড়্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

ব্যক্তি।—(চরণে পতিত হইয়া) শান্ত হোন্, শান্ত হোন্ অমাত্য মহাশয়। কিছু দিন হল, এই নগরে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে শকটদাসের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্তু কে একজন এসে বধ্যস্থান হতে তাঁকে বলপূর্ব্বক নিয়ে প্রস্থান করে। এইরূপ প্রমাদ ঘটায় চন্দ্রগুপ্ত মহা ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাতককে বধ করে নিজ রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করেন। সেই অবধি ঘাতকেরা অস্ত্রধারী কোন পুরুষকে অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে দেখ্‌তে পেলেই আপনাদের জীবন রক্ষার জন্য, বধ্যস্থানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধ পথে বধ্যদের প্রাণবধ করে। অতএব আপনি যদি অস্ত্রধারী হয়ে সেখানে যান, তা হলে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের মৃত্যু-কাল আরো এগিয়ে দেওয়া হবে। (প্রস্থান)

রাক্ষ।—(স্বগত) অহো! চাণক্য-বটুর নীতিমার্গ অতীব দুর্বোধ কেন নাঃ—

যদি সে শকটদাস, চাণক্যের অভিমতে
আনীত হইয়া থাকে আমার হেথায়,
কোন্ অভিপ্রায়ে তবে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে
নিহত করিল সেই ঘাতক জনায়?
পক্ষান্তরে কেন পুনঃ, সেরূপ কৃত্রিম পত্র
করে প্রকটিত?
—কিছুই বুঝিতে নারি, সংশয়-তরঙ্গে চিত্ত
ঘোর আন্দোলিত॥
খড়্গ-ব্যাপারের এই নহে গো সময়।
ঘাতকে বধিলে আমি, চন্দনদাসের হবে মরণ নিশ্চয়।

আছে রাজ-নীতি-বল—এ নহে সে কাল।

উপেক্ষাও নহে ঠিক, আশা-ভরে সুহৃদের বিপদ্ কল্যাণ।

এই ভাবে করি স্থির, বলি গিয়া ভূপে

—নিজ তনু সমর্পিব মুক্তি-মূল্য-রূপে।

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।

দৃশ্য।—বধ্য-ভূমি।

চণ্ডালের প্রবেশ।

সরে' যাও মশায়রা, সরে' যাও সবে,
যদি চাও বাঁচাইতে, নিজপ্রাণ কুলমান, কলত্র-বিভবে।
তাই বলি, তোমরা গো কর পরিহার
বিষবৎ মনে করি', যাহা কিছু প্রতিষিদ্ধ, অপথ্য রাজার॥
অপথ্য সেবিলে হয়, ব্যাধি মৃত্যু ব্যক্তি-বিশেষের,
রাজাপথ্য সেবো যদি, হইবে গো বিনাশ কুলের॥

বদি প্রত্যয় না হয়, তবে ঐ চেয়ে দেখ, রাজার অপথ্য-কা সেই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে সপুত্র-কলত্র বধ্যস্থানে নিয়ে আসা হচ্ছে (আকাশে) মহাশয় কি বলচেন? চন্দনদাসের মুক্তির উপায় আ কি না? তার একমাত্র উপায়—যদি অমাত্য রাক্ষস তাঁ গৃহজনকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করেন। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি এই শরণাগত-বৎসল আপনার জীবনের জন্য এই কার্য্য কখন করবেন না?—তবে নিশ্চয় জান্‌বেন তাঁর কিছুতেই ত হবে না। আমি যা বল্লেম, এ ভিন্ন এ স্থলে আর কোন প্রতিকা নেই।

দ্বিতীয় চণ্ডালের পশ্চাৎ স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে
শূল-স্কন্ধে বধ্যবেশধারী
চন্দনদাসের প্রবেশ।

স্ত্রী।—হা ধিক্! হা ধিক্! আমাদের মত চরিত্র-ভঙ্গ-ভীরু ব্যক্তি-দের শেষে চোরের মত মরতে হল? কৃতান্ত! তোমার পায়ে গড় করি। তবে কি দুর্জনদের কাছে দোষী-নির্দোষের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নেই? তাই বটে

আমিষ ত্যজিয়া যারা, মৃত্যুভয়ে প্রাণ ধরে
করি' তৃণাহার
সেই মূঢ় মৃগগণে, বধে ব্যাধগণ, এ কি
বিধি বিধাতার॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখা জিষ্ণুদাস! আমার কথার একটা উত্তর পর্য্যন্ত কেন দিচ্ছ না বল দিকি? যাদের এখন চখের সামনে দেখ্তে পাচ্ছি, এই দুঃসময়ে তাদেরও দেখ্‌চি পাওয়া ভার।

চন্দ।—আমার এই প্রিয় সখারা কোন প্রতীকার করতে না পেরে অশ্রুপাত করতে করতে ফিরে যাচ্চেন এবং শোকগ্রস্ত হয়ে দীন-বদনে, বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে ফিরে ফিরে দেখ্‌চেন।

চাল।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) মহাশয়! চন্দন-দাস! এইবার বধ্যস্থানে আসা গেছে—এখন আপনার গৃহ-জনদের বিদায় করে' দিন।

চন্দ।—দেখ গৃহিণি, পুত্রদের নিয়ে তুমি ফিরে যাও। এখন বধ্য-স্থানে আসা গেছে—এখন আর তোমাদের আসা উচিত হয় না।

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) নাথ! তুমি এখন পরলোকে যাচ্চ—দেশান্তরে যাচ্চ না—এখন তোমার গৃহজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—ঠাকরুণ, মিত্রের কার্য্যেই আমার মৃত্যু হচ্চে—নিজ দোষে নয়। এ তো হর্ষের বিষয়—তবে তোমরা রোদন করচ কেন?

স্ত্রী।—তা যদি হয়, তা হলেও এখন গৃহজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—আচ্ছা, তোমরা এখন কি করতে চাও?

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) আমাকে অনুমতি দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

চন্দ।—ঠাকরুণ, এ দুশ্চেষ্টা হতে বিরত হও। দেখ তোমার পুত্রটি এখনও লোক-ব্যবহার কিছুই জানে না—তাকে তোমার দেখ্‌তে হবে।

স্ত্রী।—আমাদের কুলদেবতারাই ওকে দেখ্‌বেন। জাদু, বাছা, তোর পিতার চরণে এই শেষ প্রণাম কর্।

পুত্র।—(পায়ে পড়িয়া) বাবা, তুমি গেলে আমি কি করব?

চন্দ।—বৎস, চাণক্য-হীন দেশে গিয়ে বাস কোরো।

চণ্ডাল।—শ্রেষ্ঠী মশায়! শূল পোঁতা হয়েছে, এইবার প্রস্তুত হোন।

স্ত্রী।—মশায়রা তোমরা রক্ষা কর—রক্ষা কর।

চন্দ।—বাপু, একটু সবুর কর। দেখ প্রাণপ্রিয়ে! কেন বৃথা রোদন কচ্চ? ব্রাহ্মণের প্রতি যাঁর দয়ামায়া ছিল নন্দ-মহারাজ যে স্বর্গে গেছেন।